তথ্য কণিকা ২০২৫

পরিকল্পিত বনায়ন করি
সবুজ বাংলাদেশ গড়ি

বন অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার মানচিত্র ২০২৩

Bangladesh Land Cover Map 2023

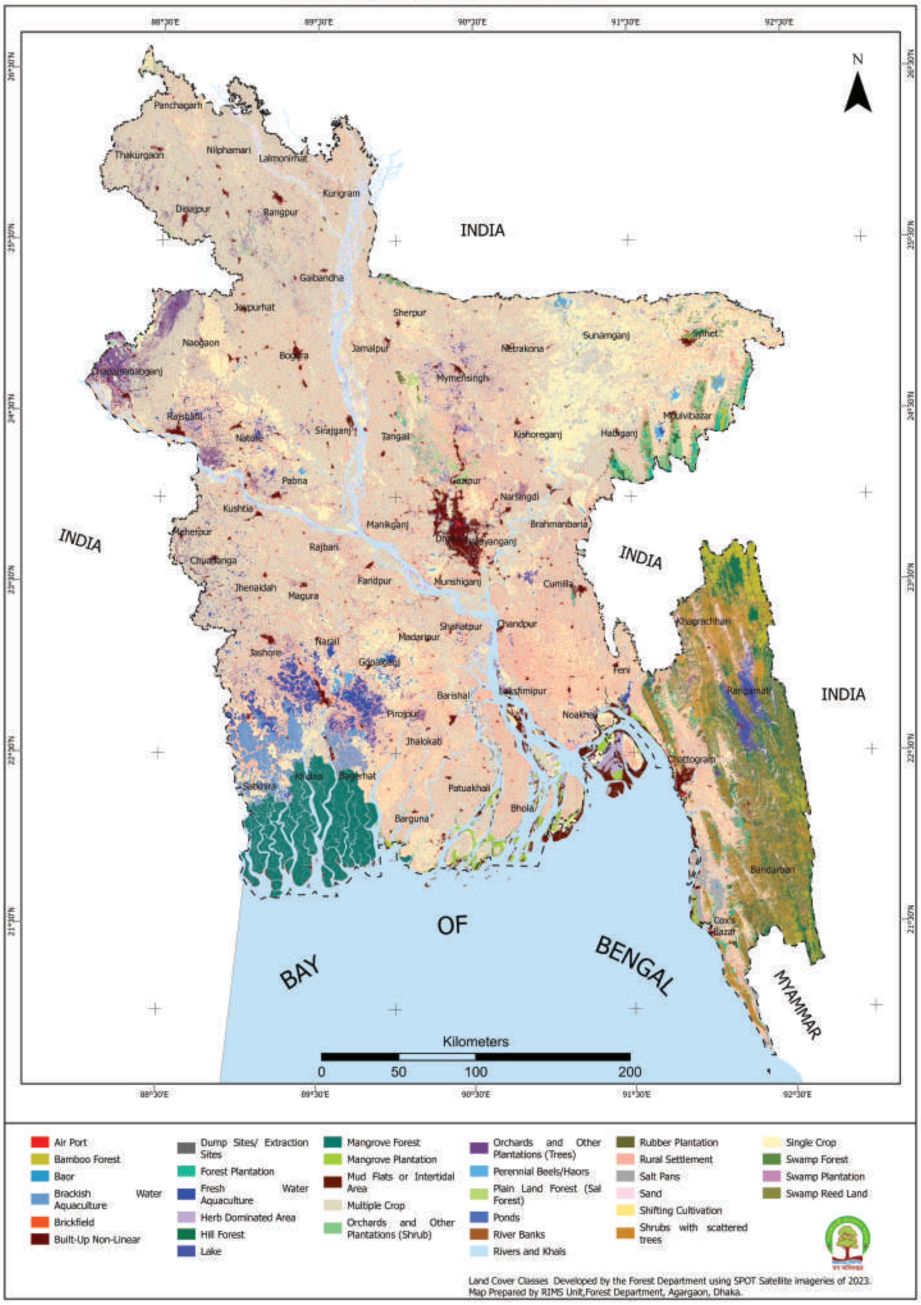

সূচীপত্র

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার মানচিত্র ২০২৩ ---------- ১
বাংলাদেশের বন ---------- ৩
পাহাড়ি বন ---------- ৩
শাল বন ---------- ৩
প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন ---------- ৪
জলাভূমির বন ---------- ৪
সৃজিত উপকূলীয় বন ---------- ৫
উপকূলীয় বনায়নে অর্জিত সাফল্য ---------- ৬
বন অধিদপ্তরের নার্সারী ---------- ৬
সামাজিক বনায়ন ---------- ৬
আবর্তকাল ও উপকারভোগী নির্বাচন ---------- ৭
সামাজিক বনায়নে অর্জিত সাফল্য ---------- ৭
সহ-ব্যবস্থাপনা ও সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনায় অর্জিত সাফল্য ---------- ৮
সামাজিক বনায়ন ও সহ-ব্যবস্থাপনায় নারীর ক্ষমতায়ন ---------- ৯
বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি ---------- ৯
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ---------- ১০
বন অধিদপ্তরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ---------- ১০
রক্ষিত এলাকা সমূহ ---------- ১০
সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া ---------- ১২
সেন্টমার্টিন মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া ---------- ১২
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য ---------- ১২
বাংলাদেশের বিলুপ্ত বন্যপ্রাণী ---------- ১৩
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গৃহীত সাম্প্রতিক কার্যক্রম সমূহ ---------- ১৫
বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জান-মালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১ ---------- ১৬
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিধিমালা ও নীতিমালা ---------- ১৭
বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট ---------- ১৭
বন ও বন্যপ্রাণীর অপরাধ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধি ---------- ২১
ওয়াইল্ডলাইফ ফরেনসিক ল্যাব ---------- ২১
বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার ---------- ২৩
বাংলাদেশের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ পর্যটন ---------- ২৪
সাফারী পার্ক ---------- ২৬
ডুলাহাজারা সাফারী পার্ক, কক্সবাজার ---------- ২৬
গাজীপুর সাফারী পার্ক, গাজীপুর ---------- ২৭
জলবায়ু পরিবর্তন-প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ---------- ৩০
বন সেক্টরের সাম্প্রতিক কার্যক্রম ও অগ্রগতি ---------- ৩১
চলমান প্রকল্প তালিকা ---------- ৩১
টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প ---------- ৩২
বাংলাদেশের ডলফিন সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ ---------- ৪৩
বাংলাদেশের হাতি সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ ---------- ৪৫
সুন্দরবনের বাঘ শুমারী ---------- ৪৬
অন্যান্য কার্যকর এলাকাভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা (OECM) ---------- ৪৬
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ---------- ৪৭
বন অধিদপ্তরের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রম ---------- ৪৭
বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার ---------- ৪৯
বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার ---------- ৪৯
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে জাতীয় পুরস্কার ---------- ৪৯
উদ্‌যাপিত আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ ---------- ৫০
বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক দিবস ---------- ৫২
East Asia Australasian Flyway Partnership (EAAFP) Sites in Bangladesh ---------- ৫২
বাংলাদেশে Regional Flyway Initiative (RFI) ---------- ৫৫
বন সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ---------- ৫৬
বন অধিদপ্তরের অর্জন ---------- ৫৬
২০২৪-২৫ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ---------- ৫৮
বন ও বন্যপ্রাণী অপরাধ সম্পর্কিত কতিপয় প্রয়োজনীয় তথ্য ---------- ৬০

বাংলাদেশের বন

বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২৩ লক্ষ হেক্টর; যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৫.৫৮%। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৬ লক্ষ হেক্টর; যা দেশের আয়তনের প্রায় ১০.৭৪%। বাংলাদেশের বনভূমিতে বন আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ১২.১%। বাংলাদেশের বনভূমিসহ এবং বনের বাহিরের সকল ভূমির বৃক্ষ আচ্ছাদনের পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ২৪.৩৮%। ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর তারতম্যের কারণে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের বনাঞ্চল রয়েছে। যেমন- পাহাড়ী বন, প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, সৃজিত উপকূলীয় বন, শালবন, জলাভূমির বন ইত্যাদি।

পাহাড়ি বন

অবস্থান: চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ এবং হবিগঞ্জের পাহাড়ি এলাকা।

পাহাড়ি বন

পরিমাণ: উল্লিখিত জেলাসমূহের সরকারি বন এবং পার্বত্য জেলার অশ্রেণিভূক্ত বনাঞ্চলসহ পাহাড়ি বনের পরিমাণ প্রায় ১৩ লক্ষ ৭৭ হাজার হেক্টর; যা দেশের আয়তনের ৯.৩৩%। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত পাহাড়ি বনভূমির পরিমাণ ৬ লক্ষ ৬৪ হাজার হেক্টর; যা দেশের আয়তনের ৪.৫৪% এবং বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ৪৩%।

উদ্ভিদ প্রজাতি: গর্জন, চাপালিশ, তেলসুর, উড়িআম, ঢাকিজাম, সিভিট, সেগুন, গামার, চম্পা, জারুল, বৈলাম প্রভৃতি গাছ এ বনে পাওয়া যায়। এছাড়া এ বনাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ ও বেত পাওয়া যায়।

বন্যপ্রাণী: এ বনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী হচ্ছে হাতি, চিতাবাঘ, বন্যশূকর, হরিণ, হনুমান, বানর, উল্লুক, সজারু, বনরুই,ধনেশ, মথুরা, বনমোরগ, শকুন, অজগর, টিয়া, ময়না ইত্যাদি।

শাল বন

অবস্থান: এ বন মূলতঃ কুমিল্লা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলায় অবস্থিত। তাছাড়া দেশের উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর, রংপুর, লালমনিরহাট, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায় অল্প কিছু শাল বন রয়েছে।

শাল বন

পরিমাণ: এ বনের আয়তন প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর; যা দেশের আয়তনের ০.৮১% এবং বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ৭%।

উদ্ভিদ প্রজাতি: এ বনের মূল প্রজাতি শাল (Shorea robusta), যা অনেকেই গজারী বলে জানেন। শুষ্ক মৌসুমে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) শাল গাছের পাতা ঝরে যায় বলে একে পত্রঝরা বনও বলা হয়। এ ছাড়া এ বনে হরিতকি, বহেরা, কড়ই, শিমুল, অর্জুন ইত্যাদি প্রজাতির বৃক্ষ রয়েছে।

বন্যপ্রাণী: এ বনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণীর মধ্যে রয়েছে মেছোবাঘ, বনবিড়াল, বানর, শিয়াল, সাপ, পাখি ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন

অবস্থান: খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত পৃথিবীর একক বৃহত্তম প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন হলো সুন্দরবন। বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে এ বন অবস্থিত।

প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন (সুন্দরবন)

পরিমাণ: এ বনের আয়তন প্রায় ৬ লক্ষ ১ হাজার ৭০০ হেক্টর; যা দেশের আয়তনের ৪.০৭% এবং যা বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ৩৮%।

উদ্ভিদ প্রজাতি: সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, পশুর, বাইন, কাঁকড়া ইত্যাদি এ বনের প্রধান বৃক্ষ প্রজাতি।

বন্যপ্রাণী: এ বনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী হচ্ছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, বানর, শুকর, কুমির, অজগর ইত্যাদি।

নদী/খাল: এ বনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রধান প্রধান নদীগুলো হলো- পশুর, শিবসা, বলেশ্বর, রায়মংগল ইত্যাদি। তাছাড়া শত শত খাল এ বনের মধ্যে জালের মতো ছড়িয়ে আছে।

মৎস্য সম্পদ: শুধু বৃক্ষসম্পদ নয়, এ বন মৎস্য সম্পদেরও এক বিরাট আধার। এ বনে ইলিশ, লইট্যা, ছুরি, পোয়া, রূপচাঁদা, ভেটকি, পারসে, চিংড়ি, চিত্রা ইত্যাদি মাছ ও কাঁকড়া পাওয়া যায়।

বিশ্ব ঐতিহ্য: সুন্দরবনের ৩টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য নিয়ে গঠিত ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭০০ হেক্টর বনাঞ্চলকে ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে।

জলাভূমির বন

অবস্থান: সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার হাওড় ও বিল জুড়ে এ বন বিস্তৃত। রাতারগুল দেশের অন্যতম একটি দৃষ্টিনন্দন জলভূমির বন। সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলায় এ বন অবস্থিত।

রাতারগুল জলাভূমির বন, সিলেট

পরিমাণ: রাতারগুলের আয়তন ২০৪.২৫ হেক্টর; যা দেশের আয়তনের ০.০১%।

উদ্ভিদ প্রজাতি: এ বনের প্রধান বৃক্ষ প্রজাতিসমূহ হলো- হিজল, করচ, পিটালী, বরুণ ইত্যাদি। বছরের প্রায় অর্ধেক সময় এ বনের গাছ পানিতে আংশিক ডুবে থাকে।

বন্যপ্রাণী: বানর, মেছোবাঘ, ভোঁদড়, কাঠবিড়ালী, সাপ, পাখি ইত্যাদি।

মৎস্য সম্পদ: এ বন মিঠা পানির মাছের আবাসস্থল ও প্রজননের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সৃজিত উপকূলীয় বন

অবস্থান: নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় এলাকা। উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরভূমিতে ১৯৬৫ সাল থেকে এ বন সৃজন করা হচ্ছে। এ বনকে প্যারা বনও বলা হয়। এ বন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা হতে উপকূলীয় এলাকার জান-মাল রক্ষা করে। এ বন জেগে ওঠা চরভূমিকে স্থিতিশীল ও দৃঢ় করে কৃষি কাজসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্য উপযোগী করে তোলে।

সৃজিত উপকূলীয় বন, পটুয়াখালী

পরিমাণ: এ বনের আয়তন প্রায় ২ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩১৫ হেক্টর; যা দেশের আয়তনের ১.৮৫% এবং বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ১৭.০৮%।

উদ্ভিদ প্রজাতি: কেওড়া, ছৈলা, গেওয়া, কাঁকড়া, বাইন, ধুন্দল, পশুর, সুন্দরী, গোলপাতা ইত্যাদি। প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনের মতো এ বনও জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত হয়।

বন্যপ্রাণী: হরিণ, মেছোবাঘ, কুমির, শুকর, শিয়াল, বানর, বনবিড়াল, বালিহাঁস ইত্যাদি।

মৎস্য সম্পদ: এ বন উপকূলীয় মৎস্য ভান্ডারেরও একটি বিরাট উৎস। এখানে ভেটকি, লইট্যা, পারসে, চিংড়ি ইত্যাদি মাছ ও কাঁকড়া পাওয়া যায়।

উপকূলীয় বনায়নে অর্জিত সাফল্য

বাংলাদেশ বিশ্বে সর্বপ্রথম উপকূলীয় চরাঞ্চলে সফল বনায়নকারী দেশ। বন বিভাগ ষাটের দশক থেকে উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে ওঠা চরে বনায়ন শুরু করেছে। উপকূলীয় চরে বনায়ন প্রক্রিয়ায় বনজ সম্পদ সৃষ্টির পাশাপাশি উপকূলবাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা করছে এবং সাগর থেকে ভূমি জেগে ওঠাসহ দৃঢ় করণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন এবং এর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসে ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধে সবুজ বেষ্টনী হিসেবে কাজ করছে; সেই সাথে দেশে কার্বন মজুদ বৃদ্ধি পেয়েছে। উপকূলীয় বনায়ন বন্যপ্রাণীর অভয়াশ্রম ও মৎসসমূহের প্রজনন ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

- বনায়নের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর থেকে ১ হাজার ৬৮০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ভূমি দেশের মূল ভূ-খন্ডের সাথে যুক্ত হয়েছে।
- উপকূলীয় চরাঞ্চলে এ যাবৎ ২,৭৩,৩১৫ বর্গ কি.মি. চর বনায়ন করা হয়েছে, যা উপকূলবাসীকে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদীভাঙ্গন-এর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে রক্ষা করে আসছে।
- উপকূলীয় চর বনায়নের প্রভাবে উপকূলীয় বনের ভূমি স্থায়িত্ব অর্জন করায় উপকূলের ১ লক্ষ ১২ হাজার ৬৩ একর জমি শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২৩-২০২৪ আর্থিক সালে উপকূলীয় অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ১১,৭৪৫ হেক্টর ম্যানগ্রোভ, ৮৭৭ কি.মি গোলপাতা, ২৩০ কি.মি ঝাউ, ৯৭২ কি.মি স্ট্রিপ বনায়ন সৃজন করা হয়েছে।

বন অধিদপ্তরের নার্সারী

বন অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬১টি জেলায় মোট ১০১টি এস,এফ,এন,টি,সি (সামাজিক বনায়ন নার্সারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) এবং ৩১২টি উপজেলায় এস,এফ,পি,সি (উপজেলা সামাজিক বনায়ন কেন্দ্র) রয়েছে। বন বিভাগে বিদ্যমান এ ৪১৩ টি নার্সারীতে বিভিন্ন বনজ, ফলদ, ঔষধি, শোভাবর্ধনকারী ও বিলুপ্তপ্রায় গাছের চারা উত্তোলন করতঃ সরকারী মূল্যে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে এসকল নার্সারীতে বিক্রয়/বিতরণের জন্য ১৯,২৭,০০০ টি চারা উত্তোলন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০০২ সাল হতে ২০২৩-২৪ আর্থিক সাল পর্যন্ত সারা দেশে ব্যাপক বনায়নের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন নার্সারী কর্তৃক ১২ কোটি ১২ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩৬৪ টি বিবিধ প্রজাতির বনজ, ফলদ, ঔষধি, শোভাবর্ধনকারী ও বিলুপ্তপ্রায় গাছের চারা উত্তোলন পূর্বক সরকারী স্বল্প মূল্যে বিক্রয়/বিতরণ করা হয়েছে। তদ্রুপ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বন অধিদপ্তরের ৪১৩টি নার্সারীতে বিক্রয় ও বিতরণের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির বনজ, ফলদ, ঔষধি, শোভাবর্ধনকারী ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের ১৯ লক্ষ ২৭ হাজার টি চারা উত্তোলন করা হয়েছে; যার বিক্রয়/বিতরণ কার্য চলমান রয়েছে। অর্থাৎ ২০০২ সাল হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন নার্সারিতে ১২ কোটি ১২ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩৬৪ টি বিভিন্ন প্রজাতির চারা উত্তোলন করা হয়েছে।

সামাজিক বনায়ন

সামাজিক বনায়ন হলো স্থানীয় দরিদ্র জনগণকে উপকারভোগী হিসেবে সম্পৃক্ত করে পরিচালিত বনায়ন কার্যক্রম। ভূমিহীন, দরিদ্র, বিধবা ও দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামীণ জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা নিশ্চিত করাই সামাজিক বনায়নের প্রধান লক্ষ্য। সামাজিক বনায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের স্বনির্ভর হতে সহায়তা করা এবং তাদের খাদ্য, পশুখাদ্য, জ্বালানী, আসবাবপত্র ও মূলধনের চাহিদা পূরণ করা। নার্সারী সৃজন, প্রান্তিক ও পতিত ভূমিতে বৃক্ষরোপণ করে বনজ সম্পদ সৃষ্টি, মরুময়তা রোধ, ক্ষয়িষ্ণু বনাঞ্চল রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব সৃষ্টি এবং সর্বোপরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য নিরসনে সামাজিক বনায়ন গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন গ্রামীণ জনপদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। সেই সাথে সামাজিক বনায়ন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রশমন ও অভিযোজন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন বিভাগ ১৯৬০-এর দশকে বন সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বনায়ন কর্মসূচি বনাঞ্চলের বাইরে জনগণের কাছে নিয়ে যায়। অতঃপর ১৯৮১-৮২ সাল হতে উত্তরবঙ্গের সরকারি বনভূমিতে বনায়নের জন্য বৃহত্তর ৭টি জেলায় কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণে অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক বনায়নের প্রচলন করে। সরকার ২০০০ সালে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমকে ১৯২৭ সালের বন আইনে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আইনি কাঠামোতে নিয়ে আসে। সামাজিক বনায়নকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সরকার ২০০৪ সালে সামাজিক বনায়ন বিধিমালা প্রবর্তন করে। এ বিধিমালা-কে আরো যুগোপোযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে ২০১০ ও ২০১১ সালে উহাতে সংশোধনী আনা হয়। সংশোধিত বিধিমালায় সরকারি বনভূমিতে বনায়নের জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

আবর্তকাল ও উপকারভোগী নির্বাচন

সামাজিক বনায়নের আওতায় সৃজিত বাগানের আবর্তকাল ন্যূনতম ১০ বছর। সৃজিত স্ট্রিপবাগানে প্রতি কিলোমিটারে সর্বনিম্ন ৫ জন এবং উডলট/ব্লক বাগান/বাফারজোন/এগ্রোফরেস্ট্রি/উপকূলীয় চরভূমি/ ফোরশোর ইত্যাদি বাগানে প্রতি হেক্টরে ১ জন হিসেবে উপকারভোগী সম্পৃক্ত করা হয়। অধিকাংশ উপকারভোগী সৃজিত উডলট ও কৃষি বন বাগানে অন্তর্বর্তীকালীন ফসল হিসেবে আদা, হলুদ, আনারস, গম, চীনাবাদাম, কচু, লেবু, সব্জি এবং ঔষধি গাছপালা ও অন্যান্য ফসল চাষ করে লাভবান হয়। অংশীদারিত্বমূলক লভ্যাংশ বন্টন চুক্তিনামা অনুযায়ী সামাজিক বন থেকে প্রথম ৭ বছর পর্যন্ত প্রুনিং ও থিনিং কালে কর্তিত বৃক্ষ, ফলদ বৃক্ষের ফল, উৎপাদিত কৃষি ফসল ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত সকল আয় সম্পূর্ণরূপে উপকারভোগীগণ পেয়ে থাকেন এবং আবর্তকাল শেষে বৃক্ষ কর্তন পূর্বক লভ্যাংশ চুক্তিনামা (PBSA) অনুযায়ী উপকারভোগীদের মাঝে বন্টন করা হয়।

সামাজিক বনায়নে অর্জিত সাফল্য

- সামাজিক বনায়নের আওতায় ১৯৮১-১৯৮২ হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৭ হাজার ২৩১.১৬ হেক্টর ব্লক/উডলট এবং ৮২ হাজার ৭৪.৩৪ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বন অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশে ১০৮৩ হেক্টর ব্লক বাগান এবং ১৯৩২.৯৮ সিড়লিং কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে; যার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- সৃজিত বাগানে ৭ লক্ষ ৭৮ হাজার জন উপকারভোগী সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে মহিলা উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৮৭১ জন।
- সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সৃজিত বাগান সমূহ হতে মোট ৫৭ হাজার ১৭৪.৬৫ হেক্টর ব্লক/উডলট এবং ৪০ হাজার ৫০২.২২ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান কর্তন করা হয়েছে। যার বিক্রয় মূল্য মোট ২৩৩২ কোটি ৬৬ লক্ষ ১ হাজার ৮৮৫ টাকা মাত্র।

- এযাবৎ ২ লক্ষ ৫০ হাজার ৯২৮ জন উপকারভোগীর মাঝে মোট ৫০৫ কোটি ৩৫ লক্ষ ৭ হাজার ৭২৩ টাকা বিতরন করা হয়েছে।
- ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত পুনঃবনায়ন কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত বৃক্ষরোপণ তহবিলে (টিএফএফ) মোট ১৬৮ কোটি ৮৭ লক্ষ ৯৭ হাজার ৯২৯ টাকা জমা করা রয়েছে।
- এযাবৎ সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সরকারের অর্জিত রাজস্ব আয়ের পরিমান মোট ৭৮৪ কোটি ৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯৩৮ টাকা মাত্র।
- ভূমি মালিক ও ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্য অংশীজনের মধ্যে বিতরণকৃত টাকার পরিমান মোট ২৭২ কোটি ২৭ লক্ষ ৯১ হাজার ৯০২ টাকা মাত্র।

সহ-ব্যবস্থাপনা ও সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনায় অর্জিত সাফল্য

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘকালের চলে আসা প্রথাগত পদ্ধতির নানা দুর্বলতা দূর করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে (বিশেষতঃ উন্নয়নশীল বিশ্বে) প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আশার সঞ্চার করেছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এ পদ্ধতি আদর্শ একটি মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বন অধিদপ্তর নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প (২০০৪-২০০৮), সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বা আইপ্যাক প্রকল্প (২০০৮-২০১৩) এবং জলবায়ু-সহিষ্ণু প্রতিবেশ ও জীবিকা বা ক্রেল প্রকল্প (২০১৩-২০১৮) এর মাধ্যমে ২২টি রক্ষিত এলাকায় সহ- ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালুসহ ২৮ টি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রক্ষিত এলাকার পার্শ্ববর্তী জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের একটি সফল অধ্যায় সূচিত হয়েছে। এ পদ্ধতির কারণে পূর্বে যারা বন থেকে অবৈধভাবে সম্পদ আহরণের সুযোগ খুঁজতো তারাই এখন বনকর্মীদের সাথে বনজসম্পদ রক্ষা করছেন। রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা উন্নত হয়েছে, ফলে বনে পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। Grant Financing এর আওতায় রক্ষিত এলাকায় পর্যটন থেকে অর্জিত আয়ের ৫০% ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন ও জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ব্যয় হচ্ছে। রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে, বন অপরাধ ও বনজসম্পদের পাচার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ অনুমোদন এবং সহ-ব্যবস্থাপনার একটি পূর্নাঙ্গ রূপরেখা প্রণয়ন করেছে, যার সঠিক বাস্তবায়নে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন হবে।

২০২২-২০২৩ আর্থিক সালে সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রণীত কমিউনিটি অপারেশন ম্যানুয়েল (COM) অনুমোদিত হয়েছে। COM অনুসরণে ৪১,০০০ বন নির্ভর পরিবারকে সম্পৃক্ত করে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এ কাজে সহায়তার জন্য ০৭টি এনজিও নিয়োগ করা হয়েছে। ০৭টি এনজিও এর সহায়তায় সিআইপি পদ্ধতি অনুসরণে বন নির্ভর গ্রাম এফসিভি/ভিসিএফ নির্বাচন, সুবিধাভোগী পরিবার নির্বাচন, বেজলাইন সার্ভে, ৬১৫টি কমিটি ও ৩০৭৫টি সাব-কমিটি গঠন, ৬১৫টি ব্যাংক একাউন্ট খোলার কাজ শেষ হয়েছে। সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২৭৬৭৫ জন এবং বিকল্প জীবিকা বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৪১০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৪০২৬৪ জন সুবিধাভোগীকে ১৬২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা জীবিকা উন্নয়ন তহবিল হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৬১৫টি এফসিভি/ ভিসিএফ এ ২৫ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

সামাজিক বনায়ন ও সহ-ব্যবস্থাপনায় নারীর ক্ষমতায়ন

সামাজিক বনায়নে নার্সারিতে চারা উৎপাদন, পরিচর্যা, বাগান পরিচর্যা ইত্যাদি কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মনির্ভরশীল করা হয়ে থাকে। এছাড়া সামাজিক বনায়ন বিধিমালা (২০০৪) অনুযায়ী ৩০% দুঃস্থ নারী উপকারভোগী হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকেন। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের অন্ততঃ দুইজন নারী থাকেন। বিধি ৭ এর (১) উপবিধিতে চুক্তির আওতায় উপকারভোগীর দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা এবং সুবিধা এর ক্ষেত্রে স্ত্রী ও স্বামীকে সমান অধিকার অর্পণ করা হয়েছে। সামাজিক বনায়নের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ৫০% নারীকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে। রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৭ অনুযায়ী গ্রাম সংরক্ষণ দল, পিপলস্ ফোরাম, সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ ও নির্বাহী কমিটির প্রতিটি পর্যায়ে এবং দাপ্তরিক পদমর্যাদায় নারীর অবস্থানকে নিশ্চিত করা হয়েছে। সুফল প্রকল্পের আওতায় ৬১৫টি এফসিভি/ভিসিএফ এ কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুযায়ী নারীদের অগ্রাধিকার দিয়ে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে।

বন অধিদপ্তরের সুফল প্রকল্প দেশজুড়ে হাজারো প্রান্তিক নারীকে সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় এনে পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি তাদের জীবনমান পরিবর্তনের মাধ্যমে সুন্দর ও স্বাবলম্বী জীবনের স্বপ্ন বোনায় সহায়তা করছে।

সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনায় নারী

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি

সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বিনির্মাণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সুসংহতকরণে সচেষ্ট। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য মর্মে সরকার মনে করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার পাশাপাশি বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গেও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৫১ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ পর্যন্ত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বন অধিদপ্তর ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর থেকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকল্পে বন অধিদপ্তর কর্তৃক ১৮৮৭ হেক্টর ব্লক বাগান, ৩৮৫০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান এবং ৭৯৯ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজন করা হয়েছে। এছাড়াও সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীসহ ভূমি মালিক সংস্থা এবং ইউনিয়ন পরিষদ-কে পূর্বেকার বকেয়াসহ এ অর্থ বৎসরে ৪৫ কোটি ৯১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়েছে। বনায়নের বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে বন অধিদপ্তরের আওতায় ১১০৮ হেক্টর ব্লক বাগান, ৩০০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান ও ৬৩০ সিডলিং কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান সৃজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter)

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বা (Citizen Charter) হলো সেবাগ্রহীতা (নাগরিক) এবং সেবাদাতার (বাংলাদেশ সরকার) মধ্যকার একটি চুক্তি (Agreement) যেখানে সেবা প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ ও নির্দেশনা বিদ্যমান থাকে। এই সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সেবা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে। তাছাড়া, সেবা সংক্রান্ত তথ্য নাগরিকদের নিকট সহজলভ্য করে, সেবা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করে ও সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৭ অনুসরণ করতঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত তথ্য প্রস্তুত পূর্বক স্ব-স্ব দপ্তরের ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত খরচে নির্বিঘ্নে নাগরিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও অভ্যন্তরীণ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হলো সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির মূল লক্ষ্য। সিটিজেন চার্টারে সেবার নাম, সেবা প্রদানের সময়সীমা, আবেদন পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বন অধিদপ্তরের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা হয় ও তদানুযায়ী এটি হালনাগাদ করা হয়। সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহিতাদের মতামত পরিবীক্ষণের জন্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা আয়োজন করা হয়। এর মাধ্যম সেবা প্রদান ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে মূল্যায়নের সুযোগ তৈরী হয়েছে। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বন অধিদপ্তরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System-GRS)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য"। সেবার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন জনসেবা প্রদানকারী দপ্তরসমূহের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা। এতদুদ্দেশ্যে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress System-GRS) একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৫ সালে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রবর্তিত জিআরএস ওয়েবসাইট (**www.grs.gov.bd**) জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর নির্দেশনায় বর্ণিত নির্দেশিকা অনুসরণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/মাঠপ্রশাসনের দপ্তরসমূহ কার্যক্রম শুরু করেন। একই সাথে বন অধিদপ্তরও অনলাইন এবং অফলাইনের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। উল্লেখ্য যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা ১৭৪ টি, নিষ্পত্তিকৃত ১৪৭টি, অনিষ্পন্ন ২৭টি, অভিযোগ। এছাড়াও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, সভা, কর্মশালা, অভিযোগ তদন্ত, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণসহ সকল কার্যক্রম চলমান রয়েছে। GRS Platform এর মাধ্যমে দেশের সাধারণ জনগণ তাদের অভিযোগ ও আবেদন দাখিল করছে ও তাদের কাঙ্খিত সেবা নিচ্ছে।

রক্ষিত এলাকা সমূহ (জুন ২০২৫ সন পর্যন্ত)

জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য সরকার ঘোষিত বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা, সকল অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা, সাফারী পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান, জাতীয় ঐতিহ্য ও কুঞ্জবন- এ সকল এলাকা রক্ষিত এলাকার অন্তর্ভূক্ত। দেশে বর্তমানে রক্ষিত এলাকার (Terrestrial & Marine) পরিমাণ ৮,১৮,৩১২.৫১ হেক্টর। এর মধ্যে Terrestrial রক্ষিত এলাকার পরিমাণ ৪,৭০,২১২.৫১ হেক্টর; যা দেশের মোট আয়তনের ৩.১৯ শতাংশ।

দেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে সরকার সারা দেশে সর্বমোট ৫৬ টি সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করেছে। তারমধ্যে ১৯ টি জাতীয় উদ্যান, ১ টি উদ্ভিদ উদ্যান, ২৫ টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ২ টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা, ২টি জলাভূমি নির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য ৪ টি ইকোপার্ক এবং ২ টি মেরিন প্রোটেকটেড এরিয়া রয়েছে। তাছাড়া শকুন সংরক্ষণের জন্য ২ টি শকুন নিরাপদ এলাকা (ভালচার সেফ জোন) ঘোষণা করা হয়েছে।

বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যঃ

১. রেমাকালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
২. ফাঁসিয়াখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৩. হাজারীখিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৪. চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৫. দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৬. পাবলাখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৭. সাংগু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৮. টেংরাগিরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৯. সোনার চর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১০. চর কুকরি-মুকরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১১. টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১২. সুন্দরবন পূর্ব বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১৩. সুন্দরবন পশ্চিম বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১৪. সুন্দরবন দক্ষিন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১৫. চাঁদপাই বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
১৬. দুধমুখী বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
১৭. ঢাংমারী বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
১৮. নগরবাড়ী- মোহনগঞ্জ ডলফিন অভয়ারণ্য
১৯. শিলন্দা নাগডেমরা বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
২০. নাজিরগঞ্জ বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
২১. পানখালী বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
২২. শিবসা বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
২৩. ভদ্রা বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
২৪. পদ্মা সেতু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
২৫. বাইশারী ব্যাংডেপা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

জাতীয় উদ্যানঃ

১. ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান
২. মধুপুর জাতীয় উদ্যান
৩. রামসাগর জাতীয় উদ্যান
৪. হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান
৫. লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান
৬. কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান
৭. নিঝুমদ্বীপ জাতীয় উদ্যান
৮. মেধা কচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান
৯. সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান
১০. খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান
১১. বারৈয়াঢালা জাতীয় উদ্যান
১২. কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান
১৩. নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান
১৪. সিংড়া জাতীয় উদ্যান
১৫. কাদিগড় জাতীয় উদ্যান
১৬. আলতাদিঘী জাতীয় উদ্যান
১৭. বীরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান
১৮. ইনানী জাতীয় উদ্যান
১৯. ধর্মপুর জাতীয় উদ্যান

উদ্ভিদ উদ্যানঃ

১. জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, মিরপুর

বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকাঃ

১. রাতারগুল বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা
২. আলতাদীঘি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা

বিশেষ জীববৈচিত্র্য এলাকা ঃ

১. পূর্বাচল বিশেষ জীববৈচিত্র্য এলাকা

মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়াঃ

১. সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া
২. সেন্টমার্টিন মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া

ইকোপার্কঃ

১. চরমুগুরিয়া ইকোপার্ক
২. টিলাগড় ইকোপার্ক ও বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র
৩. মাধবকুন্ড ইকোপার্ক
৪. মধুটিলা ইকোপার্ক

জলাভূমি নির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্যঃ

১. জলাভূমি নির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য (বিলজোয়ানিয়া)
২. জলাভূমি নির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য (বিলভালা)

◆ রক্ষিত এলাকা (Protected Area) ঘোষিত না হওয়া সত্ত্বেও রক্ষিত এলাকার ন্যায় কাজ করছে বা ব্যবহৃত হচ্ছে এমন ইকোপার্ক/সাফারী পার্ক এর তালিকাঃ

(ক) ইকোপার্কঃ

১. সীতাকুন্ড বোটানিকেল গার্ডেন ও ইকোপার্ক
২. মধুটিলা ইকোপার্ক
৩. বাঁশখালি ইকোপার্ক
৪. কুয়াকাটা ইকোপার্ক
৫. বরশীজোড়া ইকোপার্ক
৬. যমুনা সেতু পশ্চিম পাড় ইকোপার্ক
৭. পিরোজপুর রিভারভিউ ইকোপার্ক

(খ) সাফারী পার্ক ঃ

১. ডুলাহাজরা সাফারী পার্ক, কক্সবাজার
২. গাজীপুর সাফারী পার্ক, গাজীপুর

সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২-এর ধারা ১৩ (১) এবং ১৩ (২) এর ক্ষমতা বলে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭ অক্টোবর ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রজ্ঞাপন মূলে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড এর ১৭৩৮.০০ বর্গ কিলোমিটার অংশকে পাঁচ প্রজাতির বিপন্ন সামুদ্রিক ডলফিন (যেমন-ইরাবতী ডলফিন, গোলাপি ডলফিন, বোতলনাক ডলফিন, চিত্রা ডলফিন, ঘুর্নি ডলফিন) পাখনাহীন শুশুক, কয়েক প্রজাতির তিমি (যেমন-ফিন তিমি, কুঁজো তিমি, কমন স্পার্ম তিমি, খাটো স্পার্ম তিমি, ঘাতক তিমি ইত্যাদি) এবং হাঙ্গর (হাতুরী হাঙ্গর, বাঘা হাঙ্গর, বিলাই হাঙ্গর, মইচিয়া হাঙ্গর, কানি হাঙ্গর, চোখা হাঙ্গর, কালা হাঙ্গর, নীল হাঙ্গর, থুট্টি হাঙ্গর, ফৌরি হাঙ্গর, করাতি হাঙ্গর ইত্যাদি) সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে "সোয়াচঅব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেকক্টেড এরিয়া" হিসেবে ঘোষণা করা হয়; যার গড় গভীরতা ৯০০+ মিটার।

সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেকক্টেড এরিয়ার সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক Integrated Management Plan for the Swatch of No Ground Marine Proceted Area (2024-2033) (SoNG-MPA) এর অনুমোদন প্রদান করা হয়।

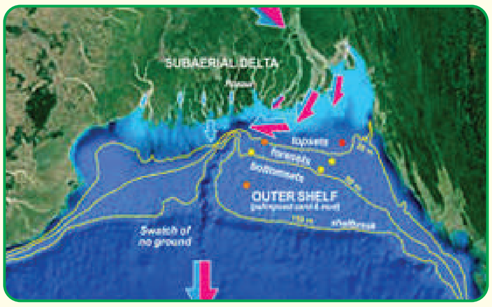

বঙ্গোপসাগরের সোয়াচ অব নো- গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া

সেন্টমার্টিন মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৩০ নং আইন) এর ধারা ১৩ (১) ও ১৩ (২) এর ক্ষমতা বলে বৈশ্বিকভাবে হুমকির সম্মুখীন প্রবাল, গোলাপি ডলফিন, হাঙ্গর, রে মাছ, সামুদ্রিক কাছিম, সামুদ্রিক পাখি, সামুদ্রিক ঘাস (Sea grass) এবং সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য ও এদের আবাসস্থল সংরক্ষণ; সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই আহরণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকার মানোন্নয়ন; ব্লু ইকোনমি সমৃদ্ধকরণ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG-14) অর্জনের লক্ষ্যে ১,৭৪৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের তারিখ হতে **"সেন্টমার্টিন মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া"** হিসাবে ঘোষণা করা হয়। যার গভীরতা ৭০ মিটার পর্যন্ত।

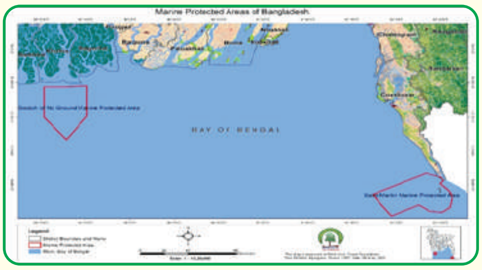

মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়ার মানচিত্র

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য

ভূপ্রকৃতিগত অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ একটি জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ দেশ। IUCN এর ২০১৫ সালের জরীপে দেখা যায়, বাংলাদেশে বর্তমানে ১১৬৩ প্রজাতির মেরুদন্ডী বন্যপ্রাণী রয়েছে; তার মধ্যে ৪৯টি উভচর, ১৬৭ টি সরীসৃপ, ৫৬৬টি পাখি ও ১৩৮টি স্তন্যপায়ী প্রাণী ও ২৫৩ প্রজাতির মিঠাপানির মাছ রয়েছে। অমেরুদন্ডী প্রাণীর মধ্যে ১৪১টি ক্রাইস্টাসিয়ান ও ৩০৫টি প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাছাড়া মেরুদন্ডী ও অমেরুদন্ডী প্রাণীসহ সর্বমোট ১৬১৯টি প্রাজাতি রয়েছে।

বাংলাদেশের বন, অভ্যন্তরীণ জলাভূমি এবং বঙ্গোপসাগরে রয়েছে বিপুল জীববৈচিত্র্যের সমাহার, রয়েছে কতিপয় বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব। উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে বাংলাদেশে ৪৭০ প্রজাতির ভাইরাস/ব্যাকটেরিয়া, ১৯৮৮ প্রজাতির শৈবাল, ২৭৫ প্রজাতির ছত্রাক, ২৪৮ মস জাতীয় উদ্ভিদ, ১৯৫ প্রজাতির ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ, ৭ প্রজাতির নগ্নবীজি এবং ৩ হাজার ৬১১ প্রজাতির গুপ্তবীজি (২৬৩৩ প্রজাতির দ্বি-বীজপত্রী এবং ৯৭৮ প্রজাতির একবীজপত্রী) উদ্ভিদ রয়েছে।

বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার সংবিধানে ১৮ (ক) অনুচ্ছেদ যুক্ত করে দেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে আরো বেগবান করেছে। তাছাড়া বাংলাদেশ পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বিভিন্ন প্রটোকল ও চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে; যেমন: বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত কনভেনশন (CBD), পরিযায়ী প্রজাতির সংরক্ষণ সম্পর্কিত কনভেনশন (CMS), মহাবিপদাপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বানিজ্য এবং পরিবহন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কনভেনশন (CITES), জলাভূমি বিষয়ক Ramsar কনভেনশন, SAWEN, MIKE ইত্যাদি।

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণীর অবস্থা (IUCN-Red list of Bangladesh 2015)

দল	মোট বসবাসরত প্রজাতি	বিলুপ্ত (Extinct)	মহাবিপন্ন (Critically Endangered)	বিপন্ন (Endangered)	সংকটাপন্ন (Vulnerable)	হুমকির সম্মুখীন (Near Threatened)	ঝুকিপূর্ণ নয় (Least Concern)	অপ্রতুল তথ্য (Data Deficient)	মূল্যায়িত নয় (Not Evaluated)
স্তন্যপায়ী প্রাণী	১৩৮	১১	১৭	১২	৯	৯	৩৪	৩৯	৭
পাখি	৫৫৬	১৯	১০	১২	১৭	২৯	৪২৪	৫৫	০০
সরীসৃপ	১৬৭	১	১৭	১০	১১	১৮	৬৩	২৭	২০
উভচর	৪৯	০০	২	৩	৫	৬	২৭	৬	০০
মিঠা পানির মাছ	২৫৩	০০	৯	৩০	২৫	২৭	১২২	৪০	০০
ক্রাইস্টাসিয়ান	১৪১	০০	০০	২	১১	১	৪৭	৭৯	১
প্রজাপতি	৩০৫	০০	১	১১২	৭৫	০০	৮৪	৩২	০০
মোট	১৬১৯	৩১	৫৬	১৮১	১৫৩	৯০	৮০২	২৭৮	২৮

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের উদ্ভিদ প্রজাতির হালনাগাদ তথ্য সম্পর্কিত Red-list প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

বাংলাদেশের বিলুপ্ত বন্যপ্রাণী

এক সময় প্রাণী বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আজ বিলুপ্ত ও বিপন্ন বন্যপ্রাণীর কারণে চরম হুমকির মুখে। আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘ (IUCN)-এর **২০১৫ সালের লাল তালিকা** অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে এখন পর্যন্ত **৩১টি বন্যপ্রাণী প্রজাতি** চিহ্নিত হয়েছে বিলুপ্ত **(Regionally Extinct)** হিসেবে। এর মধ্যে রয়েছে **১১টি স্তন্যপায়ী, ১৯টি পাখি** এবং **১টি সরীসৃপ** প্রজাতি।

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে বিলুপ্ত যেসব প্রজাতি:

- **গন্ডার:** ভারতীয়, সুমাত্রান ও জাভান গন্ডার
- **হরিণ জাতীয় প্রাণী:** বারশিংগা (Swamp Deer), নীলগাই
- **বন্য গরু ও মহিষ:** বন গরু (Wild Buffalo), বুনো মহিষ
- **হিংস্র প্রাণী:** দাগী হায়না (Striped Hyena), গ্রে ওলফ
- **অন্য প্রজাতি:** কৃষ্ণ ষাঁড় (Blackbuck), শ্লথ ভল্লুক (Sloth Bear), সাম্বার হরিণ

বিলুপ্ত পাখির তালিকায় আছে:

- **ময়ূর জাতীয় পাখি:** সবুজ ময়ূর (Green Peafowl), ময়ূর (Indian Peafowl)
- **জলচর ও হাঁস জাতীয় পাখি:** গোলাপী শির হাঁস (Pink-headed Duck), বাদি হাঁস (White-winged Duck), সারস (Sarus Crane), সাদা বক (White-bellied Heron), স্পট-বিল্ড পেলিকেন
- **শকুন ও টাকজাতীয় পাখি:** রাজ শকুন (Red-headed Vulture), বড় মদনটাক (Greater Adjutant)
- **ভূচর পাখি:** বাংলা ফ্লোরিকেন, ছোট ফ্লোরিকেন, ধূসর তিতির, সোয়াম্প তিতির
- **অন্য পাখি:** বার-টেলড ট্রি ক্রিপার, কালো বুক প্যারটবিল, স্পট ব্রেস্টেড প্যারটবিল, বড় প্যারটবিল, রাস্টি-ফ্রন্টেড বারউংগ, রোফাস থ্রটেড পারট্রিজ

সরীসৃপ:

- **মিঠা পানির কুমির** (Marsh Crocodile)

Figure 2. Extinct Species of Bangladesh (Red List of Bangladesh 2015)

এই প্রজাতিগুলোর অধিকাংশই চরম আবাসস্থল ধ্বংস, নির্বিচারে শিকার এবং বনভূমি হ্রাসের কারণে হারিয়ে গেছে। গন্ডার, হায়না, বুনো মহিষের মতো প্রাণীরা এক সময়ের সাধারণ দৃশ্য হলেও এখন শুধুই ইতিহাস। পাখিদের অনেক প্রজাতিও আজ শুধুই ছবি ও নথিতে সীমাবদ্ধ।

এই সংকটময় পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য এখনই প্রয়োজন কার্যকর বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ পরিকল্পনা, জনগণের সচেতনতা এবং সরকার ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গৃহীত সাম্প্রতিক কার্যক্রম সমূহ:

- সুন্দরবন ও এ বনের বন্যপ্রাণী রক্ষায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন পাঁচ বছর মেয়াদী "সুন্দরবন সুরক্ষা প্রকল্প" শীর্ষক একটি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প রয়েছে এবং প্রকল্পের ব্যয় ১৫৭ কোটি ৮৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পে সুন্দরবন এবং এই বনের বন্যপ্রাণী রক্ষায় বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম, ইকোলজিক্যাল মনিটরিং ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- এছাড়া সুন্দরবনে বাঘ সংরক্ষণ কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে "সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প" শীর্ষক একটি প্রকল্প এপ্রিল ২০২২ হতে মার্চ ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ৩৫ কোটি ৯৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। প্রকল্পের আওতায় সুন্দরবনে ক্যামেরা ট্র্যাপিংয়ের মাধ্যমে বাঘ গণনা, শিকার প্রাণীর সংখ্যা নির্ণয়, খাল সার্ভে, সুন্দরবনের লোকালয় সংলগ্ন এলাকায় নাইলনের রশির বেষ্টনী তৈরী ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।
- বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কমকর্তা-কর্মচারীদের ড্রোন পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। ইতোমধ্যে, ড্রোন ব্যবহার করে সুন্দরবনে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- হাতি ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ ও করিডোরের মাধ্যমে বন্য হাতির নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "Feasibility Study of Transboundary Wildlife Corridor in Chattogram, Chattogram Hill Tracts and Cox's Bazar with Myanmar and India" শীর্ষক সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং উক্ত কারিগরি প্রকল্পের আওতায় ১১টি Elephant Corridor চিহ্নিত করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কাপ্তাই অঞ্চলে ৮ কিলোমিটার ও শেরপুর জেলার বালিজুড়ি এলাকায় ২ কিলোমিটার সৌর বৈদ্যুতিক বেড়া বা সোলার পাওয়ার ফেন্সিং স্থাপন করা হয়েছে।
- চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায়, বিশেষত সুফল প্রকল্প এবং বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় হাতি সমৃদ্ধ বনাঞ্চলে হাতির খাদ্য উপযোগী বাগান ও ANR (Assisted Natural Regeneration) বাগান সৃজন করা হয়েছে।
- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে 'মহাবিপন্ন' প্রাণীর তালিকায় থাকা শকুন রক্ষায় ব্যাথানাশক 'কিটোপ্রোফেন' জাতীয় ব্যাথানাশক ওষুধের উৎপাদন বন্ধের প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া হয়েছে। একই সাথে কিটোপ্রোফেন জাতীয় ব্যাথানাশক ওষুধের পরিবর্তে 'ম্যালোক্সিক্যাম' নামে একটি ওষুধ ব্যবহারের পরামর্শও প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে প্রাপ্ত নতুন প্রজাতির হাঙর ও রে অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর তফসিল ১ ও ২ সংশোধন করে নতুন গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।
- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর কর্তৃক সুফল প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশে প্রাপ্ত হাঙর ও রে প্রজাতি সংরক্ষণে একটি অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন ও হাঙর ও রে এর বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে নন-ডেট্রিমেন্ট ফাইন্ডিংস তৈরির কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- বন্যপ্রাণী বিষয়ক অপরাধ নিরসনের লক্ষ্যে ২০২০ সালে 'অপরাধ উদঘাটনে তথ্য প্রদানকারীকে পুরস্কার প্রদান বিধিমালা, ২০২০' জারি করা হয়েছে।
- দেশের জীববৈচিত্র্য, পাখি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এয়ারগান নিষিদ্ধ করে গেজেট করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ১৯৮১ সালে CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) সনদে স্বাক্ষর করে। CITES এর তিনটি পরিশিষ্টভুক্ত প্রাণী বা ট্রফি আমদনি, রপ্তানি ও পুন:রপ্তানির ক্ষেত্রে CITES এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর এর তত্ত্বাবধানে বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা কর্তৃক CITES রিপোর্টিং এবং CITES পারমিট প্রদান সংক্রান্ত এ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

- সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গবেষণার অনুমতি প্রদান, বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে রক্ষিত বনাঞ্চল বা সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণা, বিদেশে নমুনা প্রেরণ, বিদেশী বন্যপ্রাণী আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি বিষয়ে অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- এছাড়াও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে দেশব্যাপী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনদের কার্যক্রমকে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিয়োজিত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের প্রশিক্ষণও প্রদান করা হচ্ছে।

বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জান-মালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১

মানুষ ও বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর অধীন ধারা-৫২ এর উপধারা-২ (জ) অনুযায়ী চলতি বছর ২৩ মার্চ "বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১" প্রণীত হয়েছে। উক্ত বিধিমালা মোতাবেক ক্ষতিপূরণের ধরণ ও নির্ধারণের হার নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরণ	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ
১	মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে	৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ টাকা)
২	গুরুতর আহত ব্যক্তির ক্ষেত্রে	অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা)
৩	সরকারি বনাঞ্চলের বাইরে লোকালয়ে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে	অনধিক ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার টাকা)

২০১১-২০১২ থেকে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্তদেরকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ:

ক্র:নং	আর্থিক বৎসর	মোট ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	বন্যপ্রাণী আক্রান্তের সংখ্যা						বাড়িঘর ও ফসলের ক্ষতি (সংখ্যা)	মোট প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ (লক্ষ টাকায়)
			বাঘ		হাতি		কুমির			
			পঙ্গু	নিহত	পঙ্গু	নিহত	পঙ্গু	নিহত		
১।	২০১১-১২	৪৮	৮	২২	৩	১৫	-	-	১	৪২.৫
২।	২০১২-১৩	৫২	১	১৬	১	৩১	-	২	১	৪৯.২৫
৩।	২০১৩-১৪	২১	১	৫	৩	১৬	-	-	-	২২
৪।	২০১৪-১৫	২১	-	-	৮	২০	-	১	-	২৫
৫।	২০১৫-১৬	১৯৪	১	-	৯	২৬	-	২	১৫৭	৫৯.১৯
৬।	২০১৬-১৭	৭৫	-	-	১	২৪	-	-	৫০	২৯.৫
৭।	২০১৭-১৮	৩১২	-	২	১	২০	-	-	২৮৯	৪৬.২৫
৮।	২০১৮-১৯	১১৫	৫	১	৭	১৬	-	১	৮৫	৪৩.০৫
৯।	২০১৯-২০	১২৩	-	-	১২	৩১	-	-	৮০	৫৪.৩৫
১০।	২০২০-২১	১৩৩	১	২	১০	১৬	-	-	১০৫	৬৯.৯৭
১১।	২০২১-২২	৫০১	১	১	৩১	১৩	১	-	৪৫৪	১৩০.৭২৫
১২।	২০২২-২৩	৩৪৬	১	-	১৭	২০	-	-	৩০৬	১১৯.৭৯৬
১৩।	২০২৩-২৪	৪৪৭	১	-	১০	১৯	-	-	৪১৮	১৭৯.৬৮২
মোটঃ		২৩৮৮	২০	৪৯	১১৩	২৬৯	১	৬	১৯৪৯	৮৭১.২৬৩

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিধিমালা ও নীতিমালা:

- বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা এর অধীনে "বাংলাদেশ কাঁকড়া রপ্তানি নীতিমালা, ১৯৯৮" অনুযায়ী বেসরকারিভাবে বাংলাদেশ থেকে কাঁকড়া ও কাঁকড়াজাত পণ্য রপ্তানির জন্য আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠান/খামার কর্তৃক প্রেরিত কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করতঃ রপ্তানির অনুমতি বা No Objection Certificate (NOC) প্রদান করা হয়।
- "হরিণ ও হাতি লালন পালন বিধিমালা-২০১৭" অনুযায়ী বেসরকারিভাবে হরিণ ও হাতি লালন-পালনের জন্য আবেদনকারীদের লালন-পালনের স্থান লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা পরিদর্শন এবং কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করতঃ লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, বাতিল ও পজেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
- বেসরকারিভাবে কুমিরের খামার স্থাপনের জন্য "কুমির লালন-পালন বিধিমালা, ২০১৯" অনুযায়ী আবেদনকারীদের খামার বা খামারের স্থান লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা পরিদর্শন এবং কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করতঃ লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, বাতিল ও পজেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
- বেসরকারিভাবে পোষা পাখির খামার স্থাপনের জন্য "পোষা পাখি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২০" আবেদনকারীদের খামার বা খামারের স্থান লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা পরিদর্শন এবং কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করতঃ লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, বাতিল ও পজেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
- বন্যপ্রাণী বিষয়ক অপরাধ নিরসনের লক্ষ্যে ২০২০ সালে 'অপরাধ উদঘাটনে তথ্য প্রদানকারীকে পুরস্কার প্রদান বিধিমালা, ২০২০' জারি করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান, বন্যপ্রাণী ও তাহাদের আবাসস্থল সংরক্ষণ কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়ভাবে উৎসাহিত করা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধকরিবার লক্ষ্যে ২০২০ সাল হইতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে পুরষ্কার প্রদান করা হচ্ছে।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমনের লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর আলোকে ২০১২ সালের জুলাই মাসে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট (Wildlife Crime Control Unit) গঠন করা হয়। সূচনালগ্ন হতেই দেশের যে কোন স্থানে বন্যপ্রাণী অপরাধ সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইউনিটটি অপরাধ দমনে অভিযান পরিচালনা করে আসছে। পাশাপাশি অপরাধ প্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম: সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, মাইকিং, প্রচার-প্রচারণা, পথসভা, লিফলেট, পোস্টার, বিলবোর্ড স্থাপন, ভার্চুয়াল সভা ও টহল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া জাতীয় জরুরী সেবা ৯৯৯, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ইউনিটের হটলাইন ব্যবহার করে বন্যপ্রাণী সংশ্লিষ্ট অপরাধের তথ্য সংগ্রহ, বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন, গোয়েন্দা নেটওয়ার্কিং সৃষ্টি, ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আসামীদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড ও জরিমানা প্রদান, উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণী সমূহ উপযুক্ত পরিবেশে অবমুক্তকরণ এবং বন্যপ্রাণী অপরাধের ডাটাবেস তৈরির ক্ষেত্রে ইউনিটটি অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত ব্যক্তি, সাধারণ জনগণ, স্কুল কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় এর ছাত্র-ছাত্রীসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেও বন্যপ্রাণী উদ্ধার, অপরাধ দমন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

ইউনিটটি জুলাই ২০১২ থেকে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত সর্বমোট ৫০,০৫০ টি বন্যপ্রাণী জব্দ/উদ্ধার করত: যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রকৃতিতে অবমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন এবং হ্যান্ডেলিং এর উপর অত্র ইউনিট কর্তৃক বগুড়াতে ০২ টি, যশোরে ০১ টি, ঢাকাতে ০৩ টি, নেত্রকোনায় ০১ টি, সাতক্ষীরাতে ০১ টি, বরগুনাতে ০২ টি, বাগেরহাটে ০১ টি, ঠাকুরগাঁওয়ে ০১ টি, মংলাতে ০১ টি, কুড়িগ্রামে ০১ টি এবং খাগড়াছড়িতে ০১ টি সহ মোট ১৫ টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে বগুড়া, নওগাঁ, পাবনা, রাজশাহী, নাটোর, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ, নীলফামারী, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর, যশোর, বাগেরহাট, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, খুলনা, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, ঝিনাইদাহ, খাগড়াছড়ি ও নেত্রকোনা জেলার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকে ৪৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজ উদ্যোগে যার যার এলাকায় নতুন নতুন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তৈরির মাধ্যমে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

এছাড়াও ইউনিটটি ৫৬ টি জেলার ২৪৫ টি (রেঞ্জ/বিট/এসএফএনটিসি/এসএফপিসি/উপজেলা পরিষদ/ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ইত্যাদি স্থানে বন্যপ্রাণী বিষয়ক ৩০৫ টি সচেতনতামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করাসহ সংরক্ষণ ও সচেতনতামূলক লক্ষাধিক পোস্টার, বুকলেট, লিফলেট এবং স্টিকার বিতরণ করেছে।

তথ্য কনিকা ২০২৫

জনবল:

ইউনিটটিতে বর্তমানে ১৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন; যার মধ্যে ১০ জন রাজস্ব খাতভূক্ত এবং ০৯ জন আউট সোর্সিং নিয়োগ প্রাপ্ত।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের কার্যক্রম:

- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর প্রয়োগের মাধ্যমে অবৈধ বন্যপ্রাণী শিকার, পাচার, হত্যা ও ক্রয়-বিক্রয় জনিত অপরাধ দমন;
- সমগ্র দেশে বন্যপ্রাণী সংশ্লিষ্ট অপরাধের তথ্য সংগ্রহ, বন্যপ্রাণী অপরাধের হটস্পট (Hotspot) চিহ্নিতকরণ এবং উক্ত পয়েন্টে নিয়মিত টহল প্রদান;
- নিয়মিত মামলা প্রদান ছাড়াও ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আসামীদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড ও অর্থদন্ড প্রদান পূর্বক তাৎক্ষণিক শাস্তির ব্যবস্থা করা;
- ওয়াইল্ডলাইফ ফরেনসিক ল্যাবে পরীক্ষা-নীরীক্ষার মাধ্যমে ট্রফি বা বন্যপ্রাণীর নমুনা থেকে প্রজাতি চিহ্নিত করা এবং জীনগত সিকোয়েন্স এর মাধ্যমে DNA বারকোড ডেটাবেস তৈরি করা;
- আহত, অসুস্থ, দলছুট অথবা বিভিন্ন কারণে লোকালয়ে চলে আসা বন্যপ্রাণী উদ্ধার করে তাদেরকে উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে অবমুক্ত করা;
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টি;
- বন্যপ্রাণী অপরাধ দমনে বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করা।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের (জুলাই ২০১২ থেকে মার্চ ২০২৫) সংক্ষিপ্ত তথ্য উপাত্ত:

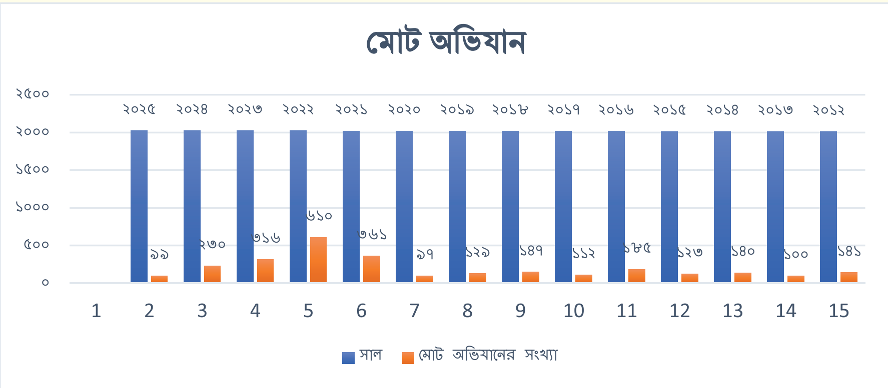

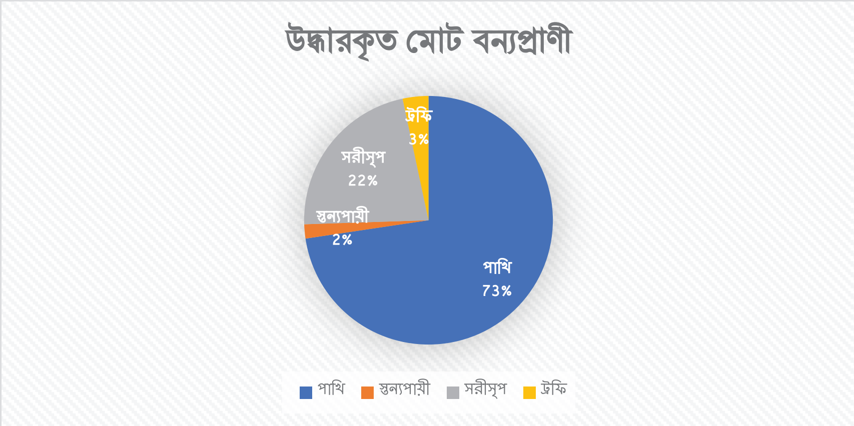

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের সার-সংক্ষেপ (জুলাই ২০১২ থেকে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত):

সাল	মোট অভিযানের সংখ্যা	উদ্ধার/জব্দকৃত বন্যপ্রাণীর সংখ্যা				মোট মামলা সংখ্যা	ধৃত অপরাধীর সংখ্যা
		পাখি	স্তন্যপায়ী	সরীসৃপ	ট্রফি		
২০২৫	৯৯	১৪১৭	১৩০	৭২	০০	০০	০০
২০২৪	২৩০	১২৭৫	৯৪	১৭৭৪	পাখির নখ ০৪ কেজি	৭	১৪ জন
২০২৩	৩১৬	২৫৯৩	১৫২	৬৪০	হাঙর ও শাপলাপাতা মাছ ৫ মণ এবং ময়ূরের পালক ১০০ কেজি	১০	১৩ জন
২০২২	৬১০	৩২৪১	২২৩	৫৮০	হাঙর ও শাপলাপাতার শুটকি ৮ মণ ৭ কেজি	১৭	৩৪ জন
২০২১	৩৬১	২৩২৩	৩০০	৮৩৬	২৪৩	১২	১৯ জন
২০২০	৯৭	১৬৮৯	৩৫	৩৫	-	৭	১৬ জন
২০১৯	১২৯	৪৭৯৬	৭৭	১৩১	২৯৮	১৭	১৫ জন
২০১৮	১৪৭	৩৮৫০	৩৮	১৭	১৫	৯	১৪ জন
২০১৭	১১২	৪৪৫৫	১০	২০	-	০৪	০৫ জন
২০১৬	১৮৫	৩১৮৯	২৯	২৪৮	৪০	১৩	২৩ জন
২০১৫	১২৩	২৬৭৩	৩১	৭৬১৮	২৯৬	২০	২৮ জন
২০১৪	১৪০	১২৫৭	২৩	৫৪৮	৩১২	৭	১২ জন
২০১৩	১০০	২১২৪	৩২	৯২	০৩	৮	১৪ জন
২০১২	১৪১	৯৬১	১২	৪১০	২০৫	১৪	১২ জন
মোট	**২৭৯০**	**৩৫৮৪৩**	**১১৮৬**	**১৩০২১**	**১৪০৫**	**১৪৫**	**২১৯ জন**

বন্যপ্রাণী অপরাধ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের খন্ড চিত্রঃ

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক কুমিল্লার চাঁদপুরে অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন প্রজাতির ১০০০ কচ্ছপ জব্দ

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক টঙ্গী বাজারে অভিযান পরিচালনা করে ০১ জন আসামীসহ শতাধিক বন্যপ্রাণী জব্দ

হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে পাচারকালে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক ০২ জন আসামীসহ বিদেশী কচ্ছপ এবং পাখির নক জব্দ করা হয়।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক দিনাজপুরের স্বপ্নপুরী পার্ক ও মিনি চিড়িয়াখানায় অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী জব্দ করা হয়।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক মর্ডান ফ্যান্টাসি কিংডম শিশু পার্ক ও পিকনিক স্পট, কলুকাঠি, নড়িয়া, শরীয়তপুর অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী জব্দ করা হয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের কার্যক্রমের খন্ড চিত্রঃ

The Daily Star

Around 1,000 turtles seized in Chandpur

Star Digital Report

The Wildlife Crime Control Unit (WCCU) of the Forest Department has seized approximately 1,000 turtles of three different species from Chandpur.

The Business Standard

Two arrested for illegally selling wild birds in Dhaka's 300 feet road

CRIME

TBS Report

The wildlife traders were arrested, and the team rescued the whistling ducks from their possession

যায়যায়দিন

অতিথি পাখি বিক্রির সময় গ্রেফতার ২

বন্যপ্রাণী অপরাধ প্রতিরোধে যুব প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

যায়যায়দিন

কচ্ছপের সবচেয়ে বড় চালান আটক

Sunday, Dec 08,2024

NEW AGE

Indian citizen held with bird nails at HSIA

An Indian citizen, carrying four kilograms of bird nails, was arrested Friday night by customs officials and the forest department at Hazrat Shahjalal International Airport.

The detained Jakir Hossain from West Bengal, holds an Indian passport.

বন ও বন্যপ্রাণীর অপরাধ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধি

বন ও বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত অপরাধ দমনে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বন অধিদপ্তর ইউএস ফরেস্ট সার্ভিস ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম এবং আরণ্যক ফাউন্ডেশন এর কারিগরি সহযোগিতায় ও ইউনাইটেড স্টেটস ব্যুরো অফ ইন্টারন্যাশনাল নারকোটিক্স অ্যান্ড ল এনফোর্সমেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর অফিস অফ গ্লোবাল প্রোগ্রামস অ্যান্ড পলিসির অর্থায়নে মে ২০২৪ পর্যন্ত বন অধিদপ্তরের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কর্মকর্তা, বন্যপ্রাণী রেঞ্জার্স, বন্যপ্রাণী ইন্সপেক্টর, ফরেস্টার এবং বন্যপ্রাণী ফরেনসিক ল্যাবের উর্ধ্বতন ল্যাব টেকনেশিয়ানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে । ইউএস ফরেস্ট সার্ভিসের তিনজন প্রশিক্ষক ২৮টি বিষয়ের উপর এবং বন অধিদপ্তরের চারজন কর্মকর্তা চারটি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদাণ করেন। এছাড়াও কারিকুলাম রিভিউ কমিটির (সিআরসি) সদস্যগণ প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ করেছেন।

এ কর্মসূচির আওতায় ভবিষ্যতে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে বন অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে এন্ট্রি লেভেল অফিসারদের নিজস্ব প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে বন ও বন্যপ্রাণী অপরাধের বিরুদ্ধে সাড়া দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ বন বিভাগের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণকালিন কিছু ছবি:

ওয়াইল্ডলাইফ ফরেনসিক ল্যাব:

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে ২০১২ সালের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন এবং CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) এর কার্যকর বাস্তবায়নে ফরেনসিক বিজ্ঞানের ভূমিকা ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ প্রেক্ষিতে বন বিভাগ ২০১৬ সালে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট-এ একটি ওয়াইল্ডলাইফ ফরেনসিক ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করে, যা দেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ উদ্যোগে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

এই আইনের বাস্তবায়নে উপযুক্ত ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত যখন মামলা আদালতে গড়ায়। ফরেনসিক ল্যাবরেটরি এই ক্ষেত্রে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে, যেমন: প্রাণীর চামড়া, দাঁত, হাড়, রক্ত, পাখনা বা অন্য কোনো অংশের নমুনা থেকে প্রজাতি সনাক্তকরণ, প্রাণীর ট্র্যাফিকিং ট্রেইল চিহ্নিতকরণ এবং DNA বিশ্লেষণের মাধ্যমে অপরাধ শনাক্তকরণ।

ল্যাবটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ট্রফি, দেহের প্রক্রিয়াজাত অংশ ও ডেরিভেটিভস-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাণীর প্রজাতি ও উৎস সনাক্তকরণ এবং জিনগত সিকোয়েন্সের ডেটাবেস তৈরি। সূচনা লগ্ন থেকেই ফরেনসিক ল্যাবটি বন বিভাগ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে বন্যপ্রাণী অপরাধ শনাক্তকরণে কার্যকর সহায়তা প্রদান করে আসছে।

তথ্য কনিকা ২০২৫

ফরেনসিক হলো প্রযুক্তির বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রয়োগ, যা মানুষের অপরাধ চিহ্নিতকরণের মতোই বন্যপ্রাণী অপরাধ সনাক্তে ব্যবহৃত হয়। ল্যাবটিতে মাইক্রোস্কোপিক অ্যানালাইসিস এবং কনজারভেশন জেনেটিক্স প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাণীর প্রজাতি নির্ধারণ করা হয়। এসব বিশ্লেষণের মাধ্যমে শুধু অপরাধীদের শনাক্তই নয়, বরং আদালতে ফৌজদারি আলামতের বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা সম্ভব হয়, যা বিচারিক প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করে।

এ ল্যাব বৈজ্ঞানিক নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে আইনের কার্যকর প্রয়োগে সহায়তা করে এবং আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী সংরক্ষণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষমতা বাড়ায়। ফলে, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ফরেনসিক ল্যাব একটি অপরিহার্য কাঠামো। ফরেনসিক ল্যাবরেটরিটি শুধু আইন প্রয়োগে সহায়ক নয়, বরং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবেও বিবেচিত।

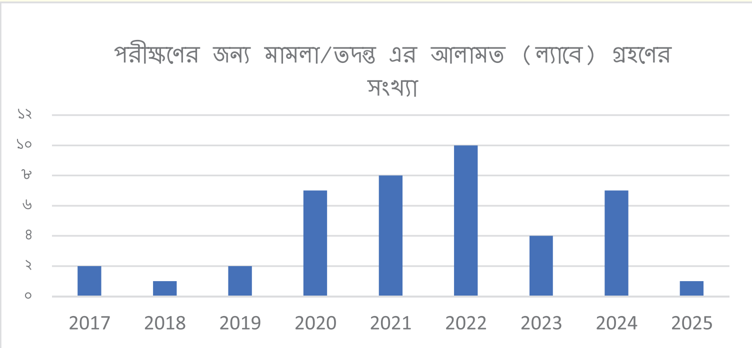

- ল্যাব স্থাপনের পর হতে এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৪২ (বিয়াল্লিশ) টি বিভিন্ন মামলার আলামত কোর্ট এর মাধ্যমে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা থেকে এসেছে। যার মধ্যে ২৫টির বিশ্লেষণ কাজ সমাপ্ত করে বিশেষজ্ঞ মতামত দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ১০ (দশ) টি মামলার বিশ্লেষণের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান আছে।
- এছাড়াও বন্যপ্রাণী রিপ্রোজিটিরী উন্নয়নের লক্ষ্যে অদ্যাবধি বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীর মোট ৫৮০ (পাঁচশত আশি) টি নমুনা রিপ্রোজিটরি নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ওয়াইল্ডলাইফ ফরেনসিক ল্যাব ডিএনএ বারকোডিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল বন্যপ্রাণীর একটি জেনেটিক বারকোডিং লাইব্রেরী সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। যা বন্যপ্রাণী অপরাধ দমনে সহযোগীতা করবে ও বন অধিদপ্তরের কর্মকান্ডকে সাফল্যমন্ডিত করবে।
- ওয়াইল্ডলাইফ ফরেনসিক ল্যাব সুফল প্রকল্প এর আওতায় "Genetics for tiger conservation Microsatellite based unified DNA fingerprinting to infer source of origin of tiger seizures in Bangladesh" শিরোনামে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ওয়াইল্ডলাইফ ফরেনসিক ল্যাবে কর্মরত ল্যাব পারর্সোনেল।

বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার, গাজীপুর

বাংলাদেশ ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ুগত কারণে প্রাণী ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্যতার দিক থেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮ (ক)-এ রাষ্ট্র কর্তৃক জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে বন অধিদপ্তর কর্তৃক জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ধরণের কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। দেশের জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ পরিচালনা নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি এবং মানসম্মত গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত **"স্ট্রেনদেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়াইল্ডলাইফ প্রটেকশন"** প্রকল্পের মাধ্যমে গাজীপুর সদর উপজেলায় মির্জাপুর-মাস্টার বাড়ীতে সর্বাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্মিলিত বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৬ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২০ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারটি শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

একাডেমিক ভবন

খেলার মাঠ

শ্রেণী কক্ষ

অবস্থান ও আয়তন:

ঢাকা বিভাগের অধীন গাজীপুর জেলার গাজীপুর সদর উপজেলা ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ২৩ নং ওয়ার্ডের ১৮ নং আড়ইশ প্রসাদ মৌজায় বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারটি অবস্থিত। এটি গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে উত্তরে ৭ কি.মি. দূরে মাস্টারবাড়ী নামক স্থানে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের ভিতরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পূর্ব পার্শে অবস্থিত যার মোট আয়তন ১৭.৫৮ একর।

লক্ষ্য:

বাংলাদেশ ও বর্হিবিশ্বের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ভিত্তিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

উদ্দেশ্য:

১. বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা খাতের সকল পেশাজীবী, কর্মকর্তা ও আগ্রহী দেশী-বিদেশী ব্যক্তিগণকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান;

২. বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; দেশীয় বন্যপ্রাণীর সঠিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একটি জ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা; যা সংরক্ষণ ও বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয়ক নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহকে উপযুক্ত উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করবে;

৩. ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা;

৪. আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে বন, বন্যপ্রাণীর অবাসস্থল বিষয়ক একটি জাতীয় তথ্য ব্যংক স্থাপন এবং সেন্টারকে বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা সেক্টরের রেফারেন্স কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা;

৫. বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ে জাতীয় তথ্য ব্যাংকে সংগৃহিত ও সংরক্ষিত বিভিন্ন উপাত্ত, প্রতিবেদন ও তথ্য প্রকাশ

৬. দেশি ও বিদেশি এইরূপ প্রতিষ্ঠানের বা বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন;

বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারে বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা

বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার, গাজীপুরে আধুনিক নির্মাণ শৈলী ও সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন নিম্নোক্ত অবকাঠামো সমূহ তৈরী করা হয়েছে:-

১। একাডেমিক ভবন;
২। পর্যাপ্ত সংখ্যক আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্মিলিত শ্রেণীকক্ষ;
৩। ৫০০ আসন বিশিষ্ট আধুনিক মিলনায়তন;
৪। ৩৬ কক্ষবিশিষ্ট অফিসার্স ডরমেটরী;
৫। কনফারেন্স রুম;
৬। লাইব্রেরী;
৭। অফিসার্স কোয়ার্টার;
৮। খেলার মাঠ ও অন্যান্য।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার, গাজীপুরে গত ২০১৭-১৮ খ্রি: থেকে ২০২৪-২৫ খ্রি: অর্থবছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন এবং টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের আওতায় ৬২টি বিভিন্ন মেয়াদে (২১, ০৭, ০৫, ০৩ ও ০২ দিনব্যাপী) ও শিরোনামে (বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা, বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন, ফরেনসিক, আধুনিক বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা, SMART Patrolling for Executive & Staff, Specialized Training (Wildlife Capture, Handling & Restraint), Land Survey and Records in Protected Area, ToT on Forest Restoration & Collaborative Forest Management, Public Procurement & Office Management for Administrative Officers (A.O) of MoEF&CC, Safeguard (ToT) Training of Forest Department Officials, Project Planning, Designing, Monitoring & Evaluation, Community Operation Manual (COM), Park & Sanctuary Management etc.) প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণে ১৭৬৩ জন প্রশিক্ষণার্থী সফলভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

ভবিষৎ পরিকল্পনাঃ

- গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- বাংলাদেশের বিপন্ন প্রজাতি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিভিন্ন কার্যক্রম প্রণয়নের পরিকল্পনা;
- জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বন অধিদপ্তরের নব্য নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিবিধ কার্যক্রম

বাংলাদেশের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ পর্যটন

বর্তমান বিশ্বে প্রকৃতি পর্যটন একটি বিশাল সম্ভাবনার নাম। পৃথিবীর অনেক দেশে প্রকৃতি পর্যটন তাদের দেশীয় উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সুজলা-সুফলা শষ্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশেও রয়েছে প্রকৃতি পর্যটনের অপার সম্ভাবনা। আদিকাল থেকে বহু বিখ্যাত পর্যটক এ প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে এদেশে ভ্রমণে এসেছিলেন। এদেশে রয়েছে অসংখ্য পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় এবং বিশাল সমুদ্র সৈকত। প্রকৃতি পর্যটনে জনগণের অংশীদারিত্ব থেকে এবং জনগণ প্রকৃতি পর্যটন থেকে উপকৃত হয়। বিশ্বের দীর্ঘতম কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, মহেশখালী-সোনাদিয়া দ্বীপের ম্যানগ্রোভ বন, সেন্টমার্টিন দ্বীপ এবং সিলেটের জলাভূমির বন পর্যটকের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। সেন্টমার্টিন দ্বীপে রয়েছে সামুদ্রিক বিচিত্র রকমের কাছিমসহ কোরাল, কাঁকড়া এবং আরো বিচিত্র রকমের মাছ। কুয়াকাটায় সাগর তীরে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উপভোগ করার বিরল সুযোগ রয়েছে। এছাড়া সোনার চরের ঝাউবন সমৃদ্ধ সমুদ্র সৈকত এবং নজরকাড়া ম্যানগ্রোভ বন পর্যটকদের দৃষ্টি কাড়ে। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রকৃতি পর্যটন স্থানসমূহের তালিকা নিম্নরূপঃ

মাধবকুন্ড ইকোপার্ক

সাঙ্গু সংরক্ষিত বনাঞ্চল

কেন্দ্রীয় এলাকা: ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্ক (গাজীপুর), বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক (গাজীপুর), ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন (ঢাকা), বলধাগার্ডেন (ঢাকা), মধুপুর ন্যাশনাল পার্ক (টাঙ্গাইল), মধুটিলা ইকোপার্ক (শেরপুর), রাজেশপুর ইকোপার্ক (কুমিল্লা) ইত্যাদি।

সিলেট এলাকা: রাতারগুল জলাভূমির বন, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, মাধবকুন্ড ইকোপার্ক, বরশীজোড়া ইকোপার্ক, টিলাগড় ইকোপার্ক, খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান, জাফলং, বিছানাকান্দি, হাকালুকী হাওড়, টাঙ্গুয়ার হাওড় ইত্যাদি।

চট্টগ্রাম এলাকা: সীতাকুন্ড বোটানিক্যাল গার্ডেন এন্ড ইকোপার্ক, বাঁশখালী ইকোপার্ক, বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক (কক্সবাজার), বারৈয়াঢালা জাতীয় উদ্যান, এ্যাভিয়ারী এন্ড ইকোর্পাক, মহামায়া ইকোপার্ক, ফয়েজ লেক, পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, হিমছড়ি, টেকনাফ, মহেশখালী দ্বীপের সোনাদিয়া ম্যানগ্রোভ বন, সেন্টমার্টিন দ্বীপ ইত্যাদি।

পার্বত্য এলাকা: কাপ্তাই ন্যাশনাল পার্ক, কাপ্তাই লেক, রাম পাহাড়, সীতা পাহাড়, শুভলং ঝরনা, মাথিনের কুপ, আলুটিলা গুহা, বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়, মেঘলা পর্যটন কেন্দ্র, শৈল প্রপাত, নীলাচল ইত্যাদি।

উত্তরাঞ্চল: রামসাগর জাতীয় উদ্যান, নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান, সিংড়া জাতীয় উদ্যান, বীরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান, বঙ্গবন্ধু সেতু ইকোপার্ক, আলতাদীঘি জাতীয় উদ্যান ইত্যাদি ।

দক্ষিণাঞ্চল: কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান, নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান, টেংরাগিরি ইকোপার্ক, পিরোজপুর রিভারভিউ ইকোপার্ক ইত্যাদি।

দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চল: বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের কটকা, হিরনপয়েন্ট, দুবলারচর, কঁচিখালী, হাড়বাড়িয়া এবং করমজল জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ আকর্ষণীয় পর্যটন স্পট। এখানে রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, লোনা পানির কুমির, ডলফিনসহ বিচিত্র রকমের জীবজন্তু।

প্রকৃতি পর্যটন উপভোগ করতে হলে পর্যটকদের কিছু নিয়ম কানুন পালনের নির্দেশিকা ঃ

কি কি কাজ করা উচিত	কি কি কাজ করা উচিত নয়
১) যে জায়গায় ভ্রমণে যাবেন সে জায়গার নিয়ম-কানুন মেনে চলা যেমনঃ প্রবেশ ফি/পার্কিং ফি থাকলে প্রবেশ ফি/পার্কিং ফি দিয়ে প্রবেশ করা।	১) বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণীর ক্ষতি হয় এমন কোন কাজ না করা।
২) নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে ময়লা আবর্জনা ফেলা।	২) যত্র-তত্র ময়লা আবর্জনা না ফেলা।
৩) নির্দিষ্ট ট্রেইলে ভ্রমণ করা।	৩) রক্ষিত বনাঞ্চল, নদী, সাগর ও জলাশয়ে কোন ধরনের অপঁচনশীল দ্রব্যাদি না ফেলা।
৪) প্রয়োজনে ইকো-ট্যুর গাইড নিয়ে ভ্রমণ করা।	৪) উচ্চস্বরে মাইক ও হর্ণ না বাজানো।
৫) যে এলাকায় ভ্রমণ করা হয়, এর আশেপাশের জনগণের মূল্যবোধকে সম্মান জানানো।	৫) হৈচৈ, চিৎকার- চেঁচামেচি না করা।

সাফারী পার্ক

চিড়িয়াখানায় সকল জীবজন্তু আবদ্ধ অবস্থায় থাকে এবং দর্শনার্থীগণ মুক্ত অবস্থায় থেকে জীবজন্তু পরিদর্শন করেন। কিন্তু সাফারী পার্কে সকল বন্যপ্রাণী উন্মুক্ত অবস্থায় বনজঙ্গলে বিচরণ করে এবং মানুষ সতর্কতার সহিত চলমান যানবাহনে চড়ে আবদ্ধ অবস্থায় জীবজন্তু পরিদর্শন করে থাকে।

সাফারী পার্কে দেশী-বিদেশী সকল বন্যপ্রাণী ন্যূনতম প্রাকৃতিক পরিবেশে রক্ষিত অবস্থায় থেকে বংশ বৃদ্ধির সুযোগ পাবে এবং উন্মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করবে। বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় এবং মহাবিপদাপন্ন বন্যপ্রাণীদের সাফারী পার্কের ভিতরে (in-situ) এবং বাইরে (ex-situ) মূল আবাসস্থলে সংরক্ষণ, প্রজনন, বংশবৃদ্ধি; আহত ও দলছুট বন্যপ্রাণীর চিকিৎসা প্রদান; জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ইকোট্যুরিজমের উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে সাফারী পার্ক গঠিত হয়। বাংলাদেশে সাফারী পার্ক মোট ২টি।

১. ডুলাহাজারা সাফারী পার্ক, কক্সবাজার

২. গাজীপুর সাফারী পার্ক, গাজীপুর

ডুলাহাজারা সাফারী পার্ক, কক্সবাজার

ডুলাহাজারা সাফারী পার্ক, কক্সবাজার বাংলাদেশের প্রথম সাফারী পার্ক। এটি কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার ডুলাহাজারায় অবস্থিত। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পূর্ব পাশে ১৯৮২ সালে তৎকালীন অবিভক্ত কক্সবাজার বন বিভাগ এর ফাঁসিয়াখালী রেঞ্জের ডুলাহাজারা ব্লকের ৪২.৫ হেক্টর বনাঞ্চলে একটি হরিণ প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৯-২০০০ আর্থিক সালে উঁচুনিচু টিলাসমৃদ্ধ চিরসবুজ এ বনাঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে এর আয়তন ৩০০ হেক্টরে বৃদ্ধি করে দেশের প্রথম সাফারি পার্ক হিসেবে ডুলাহাজারা সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০০৬ সালে এর আয়তন বৃদ্ধি করে ৯০০ হেক্টরে উন্নীত করা হয়েছে। বিদ্যমান সাফারী পার্কটিকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিকমানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে একটি মহা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়; যা ২০১৬ সালে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

ডুলাহাজারা সাফারী পার্ক,কক্সবাজার এর প্রধান ফটক

সাফারী পার্ক ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্যগুলো হলো-

১। চিরহরিৎ বনাঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ;

২। বাংলাদেশের বিরল, বিলুপ্ত ও বিপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীর in-situ এবং ex-situ সংরক্ষণ;

৩। পরিবেশ শিক্ষা ও বন্যপ্রাণীর গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি;

৪। ইকো-ট্যুরিজম এর মাধ্যমে চিত্তবিনোদনের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্রতা বিমোচন সহ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;

ডুলাহাজারা সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর বিভিন্ন বেষ্টনীতে রক্ষিত বন্যপ্রাণী সমূহ হলো স্তন্যপায়ী- ১৫৭ টি, সরীসৃপ-৭৩ টি, পাখি-২৮৪টি। এছাড়াও সাফারী পার্কটিতে প্রায় ৩৪০ প্রজাতির উদ্ভিদ ও উন্মুক্ত অবস্থায় আনুমানিক ২০০ প্রজাতির অধিক প্রাণী রয়েছে। সাফারী পার্কে ইতোমধ্যে বাঘ, সিংহ, কালো ভালুক, জলহস্তী, গয়াল, ওয়াইল্ডবিস্ট, জেব্রা, লোনা পানির কুমির, ময়ূর, উটপাখি সহ বিভিন্ন প্রাণীসমূহের কনজারভেশন ব্রিডিং এ সফলতা পাওয়া যায়।

বিগত ৫ বছরে কনজারভেশন ব্রিডিং / কেপটিভ ব্রিডিং এ সাফল্যের তথ্যঃ

ক্রমিক নং	প্রাণীর নাম	বাচ্চার সংখ্যা
১.	গয়াল	১৩টি
২.	কালো ভাল্লুক	০৪টি
৩.	চিত্রা হরিণ	০৪টি
৪.	মায়া হরিণ	০২ টি
৫.	মদনটাক	০২টি
৬.	জেব্রা	০৪টি
৭.	ওয়াইল্ডবিস্ট	০৩টি
৮.	লোনা পানির কুমির	০৩টি
৯.	বন মোরগ	শতাধিক
১০.	কালিম	০৬টি
১১.	উট পাখি	০৪টি
১২.	ইমু পাখি	০৭টি
১৩.	হলুদ পাহাড়ি কচ্ছপ	০২ টি

বিশেষ আকর্ষণসমূহ:

- জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বনের ভেতর দিয়ে হেঁটে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ।
- থিমেটিক চিল্ড্রেন এমিউজমেন্ট পার্ক।
- দৃষ্টিনন্দন এম্ফিথিয়েটার ।
- প্রাকৃতিক শোভামন্ডিত লেক এ বিভিন্ন দেশীয় ও পরিযায়ী পাখির কলতান।
- প্রাকৃতিক বন ও সৃজিত চারণভূমির অপূর্ব সংমিশ্রণে হার্বিভোর সাফারী পরিভ্রমণ।
- বিভিন্ন বেষ্টনীতে রক্ষিত দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণী দর্শন ও পরিচিতি।

ওয়াচ টাওয়ার

থিমেটিক চিল্ড্রেন এমিউজমেন্ট পার্ক

দৃষ্টিনন্দন এম্ফিথিয়েটার

দর্শনার্থীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা:

- বাস এবং কার ও মাইক্রোবাস এর জন্য রয়েছে পৃথক ২টি পার্কিং এরিয়া।
- ওয়েটিং রুম।
- ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার।
- বিশ্রাম শেড।
- পাবলিক টয়লেট।
- সাফারী বাস ।
- ওয়াচ টাওয়ার ।
- ক্যান্টিন।

ডুলাহাজারা সাফারী পার্ক, কক্সবাজার দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য একটি আদর্শ গবেষণা ক্ষেত্র। পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রাণীবিদ্যা,পরিবেশ বিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, বন ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা তাদের গবেষণার কাজে এ পার্কে আগমন করে থাকেন। তাছাড়াও সারাদেশের স্কুল,কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের জন্য ডুলাহাজারা সাফারী পার্ক, কক্সবাজার একটি মাঠ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। উক্ত পার্কে প্রতিবছর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সফরে আগমন করে। চলতি ২০২৪-২০২৫ আর্থিক সালে ইতোমধ্যে ৮৮ টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মোট ১১,৬২০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা সফরে ডুলাহাজারা সাফারী পার্ক, কক্সবাজারে আগমন করেছে।

গাজীপুর সাফারী পার্ক, গাজীপুর

ঢাকা থেকে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার উত্তরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বাঘের বাজার থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে সাফারী পার্কটির অবস্থান। ভাওয়াল গড়ের শালবন একসময় জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ছিল; কিন্তু ইতোমধ্যে অনেক প্রাণী ও গাছপালা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলাধীন মাওনা ইউনিয়নের বড় রাথুরা মৌজা ও সদর উপজেলার পিরুজালী ইউনিয়নের পিরুজালী মৌজার খন্ড খন্ড শাল বনের ৪৯০৯.০ একর বনভূমি ছোট বড় বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীর জন্য নিরাপদ আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত।

এর মধ্যে ৩৬৯০.০ একর এলাকাকে সাফারী পার্কের মাস্টার প্ল্যানের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। সাফারী পার্কটি দক্ষিণ এশীয় মডেল, বিশেষ করে থাইল্যান্ডের সাফারী ওয়ার্ল্ড (Safari World) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থাপন করা হয়েছে। সাফারী পার্কের চারদিকে নির্মান করা হয়েছে স্থায়ী ঘেরা এবং উহার মধ্যে দেশী/বিদেশী বন্যপ্রাণীর বংশবৃদ্ধি ও অবাধ বিচরণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে; যাতে পর্যটকগণ চলমান যানবাহনে অথবা পায়ে হেঁটে ভ্রমন করে শিক্ষা, গবেষণা ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ লাভ করতে পারেন।

সাফারী কিংডমের প্রবেশদ্বার, সাফারী পার্ক, গাজীপুর

সাফারী পার্কের মূল উদ্দেশ্য

১। শাল বনের বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সংরক্ষণ;

২। বাংলাদেশের বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রাণীকে নিজ আবাসস্থলে (in-situ) এবং আবাসস্থলের বাহিরে (ex-situ) সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাধন;

৩। ঢাকা মহানগরীর অতি নিকটে ইকো-ট্যুরিজমের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের বিকাশ, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;

৪। শালবনের বন্যপ্রাণী, যেমন-বানর, মায়া হরিণ, বেজী, বনরুই, বাঘদাস, বন বিড়াল, খরগোশ, শিয়াল, খেকশিয়াল ও অজগরসহ বিপন্ন বন্যপ্রাণীর নিরাপদ আবাসস্থল সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করা;

৫। এছাড়া বাঘ, সিংহ, সাম্বার হরিণ, মায়া হরিণ, চিত্রা হরিণ, প্যারা হরিণ এবং অন্যান্য তৃণভোজী বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা;

৬। গন্ডার, এশীয় হাতী, পরিযায়ী পাখী, জলজ পাখী, কালো ভাল্লুক, মিঠা পানির কুমির, লোনা পানির কুমির, নীল গাই, জলহস্তী ইত্যাদি বিপন্ন ও বিলুপ্ত বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ;

৭। আহত ও উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণীর চিকিৎসার নিমিত্ত বন্যপ্রাণীর সেবাশ্রম ও হাসপাতাল স্থাপন;

৮। বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা।

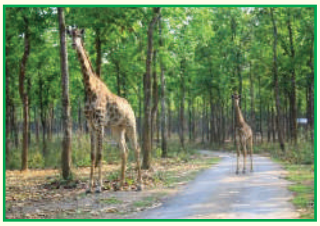

সাফারী পার্ক ৫টি অঞ্চলে বিভক্ত

১। কোর সাফারী ২। সাফারী কিংডম ৩। বায়ো-ডাইভারসিটি পার্ক
৪। এক্সটেনসিভ এশিয়ান সাফারী পার্ক ৫। পার্ক স্কয়ার।

সাফারী পার্কের দর্শনীয় স্থান ও বেষ্টনী

কোর সাফারী পার্ক (Core Safari Park):
আফ্রিকান সাফারী
হরিণ সাফারী
ভাল্লুক সাফারী
সাদা সিংহ সাফারী
সিংহ সাফারী
বাঘ সাফারী
সাফারী কিংডম (Safari Kingdom):
প্রজাপতি গার্ডেন
ফেন্সি কার্প গার্ডেন
ঝুলন্ত সেতু
৯-D Show
পর্যবেক্ষণ টাওয়ার
কচ্ছপ ও কাছিম ব্রিডিং সেন্টার
লিজার্ড পার্ক
ফেন্সি ডাক গার্ডেন
ক্রাউন ফিজেন্ট পাখীশালা
ধনেশ পাখীশালা
প্যারট পাখীশালা
কুমির বেষ্টনী
ঘড়িয়াল বেষ্টনী
অজগর বেষ্টনী
পাখি দ্বীপ
অর্কিড হাউজ
শকুন পূনর্বাসন কেন্দ্র
প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র
ফোয়ারা
তথ্য ও শিক্ষা কেন্দ
ন্যাচারহিস্ট্রি মিউজিয়াম
সিংহ পর্যবেক্ষণ রেস্তোরা
বাঘ পর্যবেক্ষণ রেস্তোরা

সাফারী পার্কে সংরক্ষিত বন্যপ্রাণীর সারসংক্ষেপ

শ্রেণী/ প্রাণী	প্রজাতির সংখ্যা	প্রাণীর সংখ্যা (টি)
স্তন্যপায়ী	২৫	৩৪৪
সরীসৃপ	১৪	৩৫৭
পাখি	৩৩	২৭৫ (কম/বেশি)
মাছ	১	৪০০ (কম/বেশি)
মোট=	৭৩	১৩৭৬

সাফারী পার্কের প্রবেশ ও গাড়ীতে চড়ে কোর সাফারী পার্ক পরিদর্শন ফি সম্পর্কিত তথ্যাদি

- সাপ্তাহিক বন্ধ: মঙ্গলবার
- প্রবেশ ফি:

বিবরণ	ফি (টাকায়)
প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতিজন	৫০ /-
অপ্রাপ্ত বয়স্ক (১২ বছরের নীচে) প্রতিজন	২০ /-
ছাত্র/ছাত্রী প্রতিজন	১০/-
বিদেশী পর্যটক	১০০০/- বা ০৫ ইউএস ডলার
শিশু (০৬ বছরের নীচে)	ফ্রি

- গাড়ীতে চড়ে কোর সাফারী পার্ক পরিদর্শন ফি:

বিবরণ	ফি (টাকায়)
প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতিজন	১৫০ /-
অপ্রাপ্ত বয়স্ক (১২ বছরের নীচে) প্রতিজন	৫০ /-
ছাত্র/ছাত্রী প্রতিজন	৫০/-

- অন্যান্য ফি:

বিবরণ	ফি (টাকায়)
ক্রাউন ফিজেন্ট এ্যাভিয়ারী	২০ /-
ধনেশ এ্যাভিয়ারী	২০ /-
প্যারোট এ্যাভিয়ারী	২০ /-
ম্যাকাউ এ্যাভিয়ারী	২০ /-
প্রজাপতি পার্ক	২০ /-
ন্যাচার হিস্ট্রি মিউজিয়াম	২০ /-

জলবায়ু পরিবর্তন-প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সংকটে পরিণত হয়েছে যা ক্রমান্বয়ে মানব সভ্যতার অস্তিত্বের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি মূলত গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের ফলে ঘটছে, যা শিল্পোন্নত দেশগুলোর কারণে সৃষ্ট। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশসহ পৃথীবির সব দেশেই পড়ছে এবং তা ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মধ্যে বাংলাদেশে জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব আরও বেশি গভীর ও বিপজ্জনক। দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর কারণে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। অনেক পরিসংখ্যান স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের বাস্তুসংস্থান এবং মানুষের জীবনধারায় বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটছে। বিশ্বব্যাপী গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৬ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশে গড় তাপমাত্রা প্রায় ১.২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে (International Centre for Climate Change and Development, 2020)। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ৩০ মিলিয়ন মানুষ ঝুঁকিতে রয়েছে। ১৯৬১ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি বছর গড়ে ৩.৩ মিলিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে (Bangladesh Meteorological Department, 2019)। গবেষণায় দেখা গেছে, ২০৫০ সালের মধ্যে দেশের প্রায় ১৭ শতাংশ ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচে চলে যেতে পারে, যার ফলে প্রায় ২০ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারে (World Bank, 2020)। এছাড়া যোগ হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের নতুনমাত্রা; যেমন- জলাবদ্ধতা, মরুময়তা, উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষিজমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি খাদ্য নিরাপত্তার হুমকি।

সরকার জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় প্রশমন (Mitigation) ও অভিযোজনে (Adaptation) বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস সম্প্রচার, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন, উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী মানুষকে যথাসময়ে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর, দ্রুত ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ, উপকূলীয় বাঁধ তৈরী, বাঁধ ও বাঁধ সংলগ্ন চরসহ উপকূলীয় এলাকায় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী সৃজন ইত্যাদি বাস্তবায়ন করছে। এর অংশ হিসেবে বন অধিদপ্তর এসডিজি-২০৩০, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০, Voluntary National Contributions (VNC) এবং UNCBD সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বন অধিদপ্তর ১৯৬৫ সালে থেকে বাংলাদেশ উপকূলে জেগে উঠা চরসহ উপকূলীয় এলাকায় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী সৃজনের লক্ষ্যে বনায়ন কার্ক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। ২০২৩-২৪ আর্থিক সাল পর্যন্ত ২৭৩৩১৫ হেক্টর বনায়ন করা হয়েছে যা সবুজ বেষ্টনী সৃজন সহ উপকূলবাসীকে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করছে। এছাড়া বন অধিদপ্তর ২০০৯-২০১০ সাল হতে ২০২৩-২৪ আর্থিক সাল পর্যন্ত দেশব্যাপী ১৪০৫৮৩ হেক্টর ব্লক, ১০১৫৯৮ হেক্টর ম্যানগ্রোভ, ৩৩৩৮৪ কি.মি স্ট্রীপ বনায়ন সৃজন করেছে। বন অধিপ্তর কর্তৃক সৃজিত বনায়ন একই সাথে জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকাবেলায় প্রশমন (Mitigation) ও অভিযোজনে (Adaptation) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশ বনখাতে গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ (Emission) কমানোর জন্য স্যাটেলাইট ইমেজ এর উপর ভিত্তি করে Forest Reference Emission Level (বনখাতের কার্বন নিঃসরণের মাত্রা) প্রণয়নপূর্বক ২০১৯ সালে UNFCCC তে দাখিল এবং পরবর্তীতে Nationally Determined Contributions (NDCs) লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে।

জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকাবেলায় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে জলবায়ু শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এছাড়া বিভিন্ন মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা চালানো প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তন বহুমাত্রিক এবং জটিল সমস্যা, যার সমাধান এককভাবে সম্ভব নয় বিধায় এর মোকাবেলায় সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সরকারি, বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, যাতে বাংলাদেশের জনগণের একটি নিরাপদ এবং টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হয়।

বন সেক্টরের সাম্প্রতিক কার্যক্রম ও অগ্রগতি

দেশের বনজ সম্পদ, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বন ও বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি, ভূমির ক্ষয় রোধ, দেশের মরুময়তা হ্রাস, কার্বন আধার সৃষ্টি, প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা, গ্রাম বাংলার দরিদ্র মহিলাসহ সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলাসহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে বন অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক বনায়নসহ বনায়ন কার্যক্রম ও দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণের ফলে দেশে মোট বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ ২৪.৩৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া সরকারী বনাঞ্চলে বনায়নের পাশাপাশি বনের বাইরের এলাকা, উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে উঠা চর ভূমি এবং সকল ধরনের প্রান্তিক ভূমি বনায়নের আওতায় আনা হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখার জন্য বন অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বন অধিদপ্তরের আওতায় ১৮টি উন্নয়ন প্রকল্প (১৪টি বিনিয়োগ, ০১টি কারিগরী ও ০৩টি সমীক্ষা প্রকল্প) চলমান রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ৪৩৬৬৯.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৬৫৭৯.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২৭০৯০.০০ লক্ষ টাকা)।

চলমান প্রকল্প তালিকা

বিনিয়োগ প্রকল্প:

১। এ্যাভিয়ারী এ্যান্ড ইকো-পার্ক, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প, চট্টগ্রাম (জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৫)

২। টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৫)

৩। ডুলাহাজরা সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৫)

৪। কক্সবাজার জেলায় সবুজ বেষ্টনী সৃজন, প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার এবং ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৫)

৫। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিরসনে সিলেট বিভাগে পুনঃবনায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৫)

৬। মহামায়া ইকো-পার্কের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪)

৭। মাদারীপুর জেলার আওতায় বিদ্যমান চরমুগুরিয়া ইকো-পার্কের আধুনিকায়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২৫)

৮। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবেশ সুরক্ষা (১ম সংশোধিত) (মার্চ ২০২১ হতে জুন ২০২৫) প্রকল্প

৯। সুন্দরবন সুরক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৫)

১০। সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল ২০২২ হতে মার্চ ২০২৬)

১১। বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকোপার্ক, চট্টগ্রাম এর প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারী ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৬)

১২। গাজীপুর সাফারী পার্ক এর অত্যাবশ্যকীয় ব্যবস্থাপনা সহায়ক প্রকল্প (জুলাই, ২০২৪ হতে জুন ২০২৭)

১৩। Establishing Green Belt at Bhasan Char and Reforestation in Rhoingya Affected area in Cox's Bazar (জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৫)

১৪। বাংলাদেশের প্রাণিকূলের রেড লিস্ট হালনাগাদকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৭)

কারিগরী প্রকল্প:

১. USAID Ecosystems/Protibesh Activity প্রকল্প (জানুয়ারী ২০২৪ হতে জুন ২০২৬)

সমীক্ষা প্রকল্প:

১। ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ফরেস্ট ইকোসিস্টেম কনজারভেশন এ্যান্ড ইকোট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অব গ্রেটার দিনাজপুর এ্যান্ড রংপুর রিজিয়ন (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৪)

২। ফিজিবিলিটি স্টাডি অন দি এসেসমেন্ট অফ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টস ক্যাপাসিটি ফর ফরেস্ট রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট থ্রু দি ডিজিটালাইজেশন অব ফরেস্ট ল্যান্ড ডাটাবেজ এন্ড ইম্প্রুভমেন্ট অফ ই-ইফিসিয়েন্সি (জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৫)

৩। ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন এ্যান্ড ইকোট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ইন ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্ক (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৫)

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের প্রকল্প:

১। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সারাদেশব্যাপী ব্যাপক বনায়নের লক্ষ্যে চারা উত্তোলন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প।

২। সিরাজগঞ্জ জেলাধীন কাজিপুর উপজেলায় শহীদ ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ইকোপার্ক স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প।

৩। মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব নিরসণে সৌর বেষ্টনী স্থাপন প্রকল্প।

৪। সিরাজগঞ্জ জেলাধীন কাজিপুর উপজেলায় সমন্বিত বনায়নের মাধ্যমে যমুনা নদীর চরাঞ্চল ও নাটুয়ার পাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ রক্ষা প্রকল্প।

৫। হাকালুকি হাওড়ের হাল্লা পাখিবাড়ীর (বঙ্গবন্ধু পুরস্কারপ্রাপ্ত) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন প্রকল্প, হাল্লা, বড়লেখা মৌলভীবাজার প্রকল্প।

৬। পূর্বাচল শালবন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন” প্রকল্প।

৭। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে মধুপুর শালবন পুন:প্রতিষ্ঠা”প্রকল্প।

৮। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনঃ বাংলাদেশের বনাঞ্চলে বিপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, রিইন্ট্রোডাকশন ও হাতি-মানুষ দ্বন্দ্ব নিরসণ” প্রকল্প।

টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বন অধিদপ্তর বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তা ও সরকারি অনুদানে ০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত মেয়াদে টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১,৫৫২.৩০ কোটি টাকা। বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ সহায়তা ১,৫২৭.১৭ কোটি টাকা এবং জিওবি অনুদান ২৫.১৩ কোটি টাকা। প্রকল্পটির কার্যক্রম দেশের মোট ০৮ টি প্রশাসনিক বিভাগের ৩৪ টি জেলার ২১১ টি উপজেলায় বিস্তৃত। ২৬টি বন বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান বনের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি টেকসই বন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক) মূল উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকায় বন নির্ভর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয় বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি।

খ) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

১। প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;

২। সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ এবং রক্ষিত এলাকার উন্নয়ন;

৩। প্রকল্প এলাকার বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয় বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি, বন সম্প্রসারণ এবং বনের বাহিরে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি; এবং

৪। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ এবং রিপোর্টিং।

প্রকল্পের কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহ চারটি কম্পোনেন্টের আওতায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছেঃ

কম্পোনেন্ট-১ঃ প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান

বন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক এবং পরিচালনা পদ্ধতি পর্যালোচনা, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রস্তাব এবং ফরেষ্ট ম্যানুয়েল হালনাগাদ করণ। সহযোগিতামূলক বন ও রক্ষিত এলাকাসহ ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও নিরীক্ষণের জন্য প্রযুক্তি নির্ভর তথ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা। ০.৫ লক্ষ উন্নত চারা উত্তোলনের জন্য সামাজিক বনায়ন নার্সারি ও ট্রেনিং সেন্টারে ৩টি টিস্যু কালচার ল্যাব প্রতিষ্ঠা, ২,০০০ নার্সারি মালিক এবং আধুনিক করাতকল ব্যবস্থাপনায় ১,০০০ করাতকল মালিকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা ও রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে বন অধিদপ্তরের ৩৭১৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান। বন ও বন্যপ্রাণী বিষয়ে প্রযুক্তিগত ও ফলিত গবেষণা, এতদ্‌বিষয়ে ২০ লক্ষ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে গণযোগাযোগ, জনসংযোগ কার্যক্রম এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন করা। এছাড়া ২য় আবর্তের জাতীয় বন জরীপ সম্পাদন ও ল্যান্ডকভার ম্যাপিং এবং ৪টি গুরুত্বপূর্ণ বন বিভাগের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

কম্পোনেন্ট-২ঃ সহযোগিতামূলক বন এবং রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ

সুফল প্রকল্পের মাধ্যমে পাহাড়ি, সমতল ও উপকূলীয় এই তিন ধরণের প্রতিবেশে ৩২ ধরণের বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী তৈরিতে মোট ৪২ হাজার ৮৫৫ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অবক্ষয়িত ও বৃক্ষশূন্য পাহাড়ি এলাকায় ৫০ হাজার ৫৩৫ হেক্টর ও সমতল বনভূমিতে ১০ হাজার ৫৭০ হেক্টর বাগান সৃজনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ২০টি রক্ষিত এলাকার ২,৫০০ হেক্টর বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন এবং ১১৪০ হেক্টর বন্যপ্রাণী চলাচলের পথে পশু খাদ্য উপযোগী প্রজাতীর বাগান সৃজন সম্পন্ন হয়েছে। ৮টি প্রজাতির সংকটাপন্ন বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৩২ টি রক্ষিত এলাকায় বন্যপ্রাণী এবং রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বৃদ্ধি করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১০০০ টি উদ্ভিদের লাল তালিকা (Red listing of Plants) এবং বিদেশী আগ্রাসী প্রজাতির (Invasive Alien Species) তালিকা প্রণয়ন করাসহ ৫টি রক্ষিত এলাকায় আগ্রাসী উদ্ভিদ প্রজাতি নিয়ন্ত্রণ কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী কেন্দ্র, গাজীপুর এর সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সেখানে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে কার্যকারীতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৬১৫টি গ্রামে ১২৩০ জন কমিউনিটি সদস্যকে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৯টি রক্ষিত এলাকায় SMART Patrolling এর কাজ চলমান রয়েছে। পাখি শুমারী এবং শিকারী পাখি (যেমন শকুন, চিল) সংরক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ২টি হাঙ্গর প্রজাতি ও ২টি শাপলাপাতা মাছ প্রজাতির নন- ডেট্রিমেন্ট ফাইন্ডিং (NDF) এবং বাংলাদেশে হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হযেছে। হাতি সংরক্ষণ কর্মপরিকল্পনা অনুসারে Elephant Response Team গঠন করে মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব নিরসণে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

কম্পোনেন্ট-৩ঃ বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়-বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি ও বন সম্প্রসারণঃ

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা টেকসই করার লক্ষ্যে বন ও রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ৬১৫টি গ্রামের ৪১,০০০ বন নির্ভর পরিবারের বিকল্প জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য Livelihood Development Fund (LDF) এর আওতায় ২০.৫০ মিলিয়ন ডলারের একটি ঘূর্ণায়মান তহবিল গঠন পূর্বক ক্ষুদ্র-ঋণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং Community Development Fund (CDF) এর আওতায় গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ/ সংস্কারের জন্য ৩.০৮ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়েছে। ৬১৫ গ্রামে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপ-কমিটি গঠনের মাধ্যমে সংগঠন সৃষ্টি করা হয়েছে।

১৯টি রক্ষিত এলাকায় ১৪৭টি গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম গঠন করা হয়েছে এবং ৭টি এনজিও'র সহায়তায় ২৭,৬৭৫ জন সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যগণকে সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ এবং ৪১,০০০ জন সদস্যকে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১১,০৭০ জন সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যকে ট্রেড ভিত্তিক অধিকতর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন প্রয়োগে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কমিউনিটি টহল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী ৪০ বছরে মোট ৩৩.০ মিলিয়ন টন কার্বন অপসারণ করা হবে। টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে উত্তোলনের ০.৫ লক্ষ উন্নত চারাসহ ৬৪.৩০ লক্ষ বনজ/ফলদ চারা বিতরণ করা হয়েছে, মডেল উপজেলা হিসাবে ৫টি উপজেলায় ৫.০ লক্ষ চারা উত্তোলন ও বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩.৫৪ লক্ষ চারা বিতরণ করা হয়েছে এবং ৪,৮২৬ কি.মি. স্ট্রিপ বাগান ও ২৩০৫ কি.মি. গোলপাতা বাগান সৃজনের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

কম্পোনেন্ট-৪: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ এবং রিপোর্টিংঃ

ODK ভিত্তিক অনলাইন এসএসপি প্রবর্তনের মাধ্যমে বনায়ন পরিবীক্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কম্পিউটার-ভিত্তিক হিসাব-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ৪১,০০০ সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সদস্যদের অনলাইন ডাটাবেজ তৈরী করা হয়েছে। বন অধিদপ্তরের যথাসময়ে রিপোর্টিং এর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রকল্পের ফলাফলসমূহকে তৃতীয়-পক্ষের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সুফল প্রকল্পের আওতায় স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী ৩টি সংস্থার কার্যক্রমঃ

গণপূর্ত অধিদপ্তর

বিগত ৩১শে আগস্ট ২০২০ খ্রি. তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপির ৬৪টি প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের আওতায় ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে যার মোট মূল্যমান ১৬১০৭.৬৫ লক্ষ টাকা। ইতোমধ্যে মোট ৬৪টি প্যাকেজের টেন্ডার আহবান করা হয়েছে এবং মোট ৬৪টি প্যাকেজের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ৯৩টি ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ভবনগুলো বন অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ভবনসমূহের মধ্যে-জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় উপকূলীয় এলাকার ভবনের জন্য সফট স্টোরি নির্মাণ, শহরাঞ্চলে মূল্যবান জমির বিবেচনায় বিভাগীয় বন কর্মকর্তার ভবনের জন্য ২-তলার স্থলে ৪-তলা ফাউন্ডেশন, আগারগাঁওস্থ বন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে অতিরিক্তি তিনতলা নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রতিটি ভবনের জন্য পরিবেশ সুরক্ষা প্রতিপালনের লক্ষ্যে ইএসএমপি তৈরী করা হয়েছে।

করেরহাট রেঞ্জ অফিস, চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ

রাউজান বিট অফিস, চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ

স্টাফ ডরমেটরি, গাজীপুর

স্টাফ ব্যারাক, সন্তোষপুর বিট, ময়মনসিংহ বন বিভাগ

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর সাথে সমঝোতা স্মারক ২০ অক্টোবর ২০২০ খ্রি. তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। মোট ৮৬৩.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এ কার্যক্রমের আওতায় (কম্পোনেন্ট-১) করাতকল ও কাঠ প্রক্রিয়াজাতকরণের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও (কম্পোনেন্ট ২) টিস্যু কালচার ও নার্সারি উন্নয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। আরডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ১৫ মাসের মেয়াদ বৃদ্ধি ও একই অর্থনৈতিক কোডের আওতায় কার্যক্রম বাস্তবায়নকালীন স্বাশ্রয়কৃত অর্থ আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে আরপিএ খাতে মোট ২৫.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করত ০১ এপ্রিল ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৮৩৮.৪৩ লক্ষ টাকার সমঝোতা স্মারক সংশোধন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ বন বিভাগ, কক্সবাজার উত্তর ও দক্ষিণ, ঢাকা ও টাঙ্গাইল বন বিভাগের প্রকল্প এলাকার ব্যক্তিমালিকানাধীন নার্সারি মালিক ও বন বিভাগের কর্মীসহ মোট ১,২২০ জনকে নার্সারি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, স'মিল ও উড প্রসেসিং বিষয়ক ৫০ জন করাতকল মালিক ও স্টাফগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে ১০টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রণয়ন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে, বাঁশের কঞ্চিকলম, টিস্যু কালচার, গোলপাতা নার্সারি, নার্সারিতে বালাই দমন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

৮টি বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের (বৈলাম, চন্দন, রক্তন, হলদু, সাদা গর্জন, সিধা জারুল, পাদক, ও রিঠা) টিস্যু কালচার প্রটোকল প্রণয়ন কাজ চলছে। গাজীপুরে টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। চট্টগ্রাম ও যশোর বন বিভাগের এসএফএনটিসি প্রাঙ্গণে টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি স্থাপনের কাজ চলছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম এর সাথে বিগত ১০ জুন ২০২০ খ্রি. তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। মোট ৬৯৮.৭৯৮ লক্ষ টাকার এ কার্যক্রমের আওতায় ১০০০ উদ্ভিদের রেডলিষ্ট প্রণয়ন ও নির্বাচিত ০৫টি রক্ষিত এলাকায় ১) সুন্দরবন পূর্ব বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ২) রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ৩) কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান, ৪) মধুপুর জাতীয় উদ্যান, এবং ৫) হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান ১৭টি আগ্রাসী বিদেশী প্রজাতির উদ্ভিদ চিহ্নিত করা হয়েছে। উক্ত রক্ষিত এলাকায় স্থানীয় বন জীববৈচিত্র্যের উপর আক্রমণাত্মক এলিয়েন প্রজাতির (আইএএস) প্রভাব কমাতে ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে।

সুফল প্রকল্পের বনায়নে অগ্রগতি

প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ১,০৩,৯৬০ হেক্টর বনায়ন সম্পন্ন হয়েছে। স্থানীয় ৫০-৬০ সংখ্যক প্রজাতির সংমিশ্রণে নার্সারি উত্তোলন ও বাগান সৃজন করা হচ্ছে, যা বিভিন্ন পরিদর্শনে (আইএমইডি, জেলা প্রশাসক, মন্ত্রণালয়, বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ইত্যাদি) প্রশংসা জ্ঞাপন করেছেন। বন্যপ্রাণী আবাসস্থল ও করিডোর উন্নয়ন, বিরল ও সংকটাপন্ন প্রজাতি নির্বাচন, ঔষধি গাছ ইত্যাদি সম্প্রসারণে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিদেশী ও আগ্রাসী প্রজাতির চারা নির্বাচনে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বনায়নের শুরু হতে অন-লাইন ভিত্তিক ওপেন ডাটা কিট (ওডিকে) এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণের সুবিধা চালু করা হয়েছে।

প্রকল্পের বনায়ন কাজে Site Specific Plan (SSP) প্রণয়ন

প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রারম্ভে Site Specific Plan (SSP) প্রণয়ন করার বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সুপারিশ রয়েছে। সে অনুযায়ী ইতোমধ্যে ৯৩,৮১৮ হেক্টর বনায়ন এলাকার Site Specific Plan (SSP) পরিচালনা করা হয়েছে, যা যাচাই-বাছাই এর মাধ্যমে সার্ভারে স্থানান্তরের কাজ চলমান আছে। অনলাইনে এসএসপি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও অনুমোদনের জন্য একটি ড্যাসবোর্ড প্রণয়ন করা হয়েছে। এ অনুমোদন প্রক্রিয়ায় মাঠ-পর্যায়ে কর্মরত বিট কর্মকর্তা হতে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা পর্যন্ত সকল কর্মকর্তার ইউজার একাউন্ট খোলা হয়েছে। ৩২৪ টি বন বিটের ইনডেক্স ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে।

সুফল প্রকল্পের আওতায় সৃজিত ম্যানগ্রোভ বনায়ন

২০১৮-২০১৯ হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত বছর ভিত্তিক বনায়নের অগ্রগতি:

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকারে ১৩৩৯ হে. বনায়ন এবং ১০০ সি. কি.মি. গোলপাতা ও ১৭৫ সি. কি.মি. স্ট্রিপ বনায়ন সম্পন্ন হয়েছে পাশাপাশি ৩.৭৩ লক্ষ চারা উত্তোলন ও বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকারে ১৭৬৩০ হে. বনায়ন এবং ৫২০ সি. কি.মি গোলপাতা ও ১৩২১ সি. কি.মি. স্ট্রিপ বনায়ন সম্পন্ন হয়েছে পাশাপাশি ১৩.৬৫ লক্ষ চারা উত্তোলন ও বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণের লক্ষ্যে ৩৩.৫৪ লক্ষ চারা বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকারে ২০,৫২০ হে. বনায়ন এবং ৬৫০ সি. কি.মি. গোলপাতা ও ৮৯৫ সি. কি.মি. স্ট্রিপ বনায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকারে ২০,৫২৮ হে. বনায়ন এবং ৬০ সি. কি.মি. গোলপাতা ও ১০৬৯ সি. কি.মি. স্ট্রিপ বনায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকারে ২০,৫২৮ হে. বনায়ন এবং ৩৫০ সি. কি.মি. গোলপাতা ও ৪৯১ সি. কি.মি. স্ট্রিপ বনায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকারে এ পর্যন্ত ২৩,৩৭২ হে. বনায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং ৬২৫ সি. কি.মি. গোলপাতা ও ৮৭৫ সি. কি.মি. স্ট্রিপ বাগান সৃজন করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তদনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। একাউন্টস, ই-জিপি, আইবাস++, প্রকিউরমেন্টস, বন ব্যবস্থাপনা, বনের প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা, সাইট-স্পেসিফিক প্ল্যানিং, জলবায়ু পরিবর্তন, অফিস ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে ৩,৮৫৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে ৩,৪১৮ জন পুরুষ এবং ৪৪০ জন নারী কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন:

প্রকল্পের আওতায় বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ও করিডোর উন্নয়নের জন্য বিশেষ বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ৩,৬৪০ হে. বাগান সৃজন করা হয়েছে। পাশাপাশি সংকটাপন্ন ও বিপদাপন্ন নিম্নলিখিত ৮টি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

হাতি সংরক্ষণ:

হাতি সংরক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব নিরসণে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও ময়মনসিংহে ৭২টি ইআরটি গঠন এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে ৬টি সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব বিষয়ক তথ্য ২০১৬-২০২১ সাল অবধি সংগ্রহ করা হয়েছে। মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব নিরসণে ইআরটি সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রচারণার জন্য লিফলেট ও পোস্টার তৈরী করা হয়েছে।

সার্ক ও রে সংরক্ষণ:

প্রকল্পে সার্ক ও রে সংরক্ষণে জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এ কাজে ৯৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২ টি সার্ক' ও ২টি রে' প্রজাতির নন ডেট্রিমেন্ট ফাইন্ডিংস (এনডিএফ) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সার্ক ও রে সংরক্ষণ কর্মকৌশল এবং প্ল্যান অব এ্যাকশন তৈরী করা হয়েছে এবং তা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উপকূলীয় মৎসজীবির মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৬টি স্থানে প্রদর্শনী ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। এ কাজ প্রচারণায় পোস্টার তৈরী করা হয়েছে এবং একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি তৈরী করা হয়েছে।

শকুন সংরক্ষণ:

শকুন সংরক্ষণে ০৭ টি ভিসিটির ওপর সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। ভালচার কনজারভেশন টিমের সাথে ১৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভালচার কনজারভেশন টিমের তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে, যা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। কাজটি চলমান রয়েছে। রেমা-কালেঙ্গাস্থ ভালচার ফিডিং স্টেশন মেরামতে কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং খাবার হিসেবে ৩০ টি গরু সরবরাহ করা হয়েছে। ভালচার নেস্টিং ও রুস্টিং গাছের জরিপ চালানো হয়েছে। ২০২৩ সালে মোট ২০ টি এবং ২০২২ সালে ১৮টি নেস্ট পাওয়া গেছে। সারাদেশে ১৯৩টি রেস্টিং ও রুস্টিং গাছ চিহ্নিত হয়েছে। বাংলাদেশে এবার আরও একটি এলাকায় নতুন ভাবে শকুনের বসবাস চিহ্নিত করা হয়েছে। ৭২টি অসুস্থ শকুন সেবাপ্রদান পূর্বক প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়েছে। ৩টি শকুনের গায়ে ১ম বারের মত HG স্যাটেলাইট ট্যাগ সংযুক্ত করা হয়েছে। সচেতনতা বৃদ্ধিতে একটি পোস্টার ও একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি তৈরী করা হয়েছে।

২টি আন্তর্জাতিক শকুন সচেতনতা দিবস পালিত হয়েছে। শকুন সংরক্ষণে ম্যালোক্সিক্যাম প্রচারে ঔষধ কোম্পানির সাথে ২টি সভা করা হয়েছ। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সভা অয়োজনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে বার্ষিক SAVE সভা আয়োজন করা হয়েছে।

পাখি সংরক্ষণ:

প্রকল্পের আওতায় ক) শিকারী পাখি সংরক্ষণ, খ) পরিযায়ী পাখির এশিয়ান ফ্লাইওয়ে, এবং গ) পাখি শুমারি ও রিংগিং বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ৩২টি এলাকায় সকল পাখির জরীপ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ৪টি রিংগিং ক্যাম্প সম্পন্ন হয়েছে। ৪টি শিকারী পাখির জরীপ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৮টি আরটিসি গঠন করা হয়েছে। ২৬১টি সোয়াপ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ৬টি পরিযায়ী পাখির ফ্লাইওয়ে সাইট জরিপ করা হয়েছে এবং ৬টি সাইট ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৭টি ডাবিং ডাক ও ৫টি সৈকত পাখিকে জিপিএস-ট্যাগ পরানো হয়েছে। মোট ৩৫২টি পাখিকে রিংগিং পরানো হয়েছে। শিকারী পাখি, পরিযায়ী পাখি ও জলাভূমি সংরক্ষণে স্ট্রাটেজিক কনজারভেশন প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। দু'টি পরিযায়ী পাখি দিবস পালন করা হয়েছে।

ঘড়িয়াল সংরক্ষণ:

ঘড়িয়াল সংরক্ষণ কার্যক্রম ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ হতে শুরু হয়েছিল। এই কর্মসূচির আওতায় দেশের প্রকৃতিতে এবং বিভিন্ন চিড়িয়াখানা ও সাফারি পার্কে বন্দী ঘড়িয়ালের উপর জরিপ এবং ঘড়িয়ালের আবাসস্থলের একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং মোট ৪ টি ঘড়িয়ালের সংখ্যা জরিপ ও ২টি ঘড়িয়ালের আবাসস্থলের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা হয়েছে। এছাড়াও, ঘড়িয়াল

সংরক্ষণে ম্যানেজম্যান্ট প্ল্যান এবং ঘড়িয়াল প্রজনন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে দশ বছর মেয়াদী একটি মাস্টার প্ল্যান প্রনয়ন করা হয়েছে। এই মাস্টার প্ল্যানের আলোকে ঘড়িয়াল প্রজনন কেন্দ্রের জন্য রাজশাহীর সামাজিক বনায়নের নার্সারীতে ২ একর জায়গা নির্বাচিত এবং ঘড়িয়াল প্রজনন কেন্দ্রের একটি ৩ডি নকশা তৈরি করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে, নির্বাচিত জায়গায় ঘড়িয়ালের ডিম পাড়ার একটি বালুর বিচ ও পুকুর থেকে বিচে উঠার জন্য বৈজ্ঞানিকভাবে পুকুরের পাড় ঢালু করাসহ ঘড়িয়ালের সুরক্ষার জন্য লোহার তাড়ের বেড়া দেওয়া হয়েছে। ঘড়িয়ালের সফল কৃত্তিম প্রজননের নিমিত্তে গত ১৫ এপ্রিল, ২০২৫, সাফারি পার্ক, গাজীপুর হতে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ঘড়িয়াল রাজশাহীর প্রজনন কোন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়েছে। পদ্মা ও যমুনা নদীতে ঘড়িয়ালের মোট ৬টি হটস্পট চিহ্নিত করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট মোট ৬টি ঘড়িয়াল সংরক্ষণ টিম (GCT) গঠন করে স্থানীয় জনগণের মাঝে সচেতনতা বাড়ানো কার্যক্রমসহ লিফলেট ও পোষ্টার বিতরণ করা হয়। তাছাড়াও, ঘড়িয়ালে নিরাপদ উদ্ধার ও অবমুক্তকরণে ঘড়িয়াল সংরক্ষণ টিমের সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্তে তাদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং একটি ঘড়িয়াল সংরক্ষণ সহায়িকা প্রস্তুত করা হয়েছে। ঘড়িয়াল সংরক্ষণে সকল অংশীদারদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ টি সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে।

তথ্য কনিকা ২০২৫

ডলফিন সংরক্ষণ:

টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের আওতায় ২০২৪ সালে ডাব্লিউসিএস কর্তৃক পরিচালিত ডলফিন জরিপের মাধ্যমে ১,৯০০ কিমি. নদীতে ১,৩৭০ টি শুশুক গণনা করা হয়েছে এবং ১৬টি এলাকাকে ডলফিনের হটস্পট (যেখানে অন্যান্য এলাকার তুলনায় অনেক বেশি ডলফিন বাস করে) চিহ্নিত করা হয়েছে।

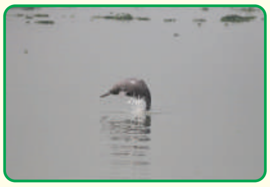

নাজিরগঞ্জ ডলফিন অভয়ারণ্যে এবং ৭টি হটস্পটে ডলফিনের সুরক্ষা জোরদার করার জন্য দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি করে ডলফিন কনজারভেশন টিম (DCT) গঠন করা হয়েছে। DCT'র সদস্যগণ জালে আটকে পড়া ডলফিন নিরাপদে অবমুক্ত করতে সহযোগিতা করবেন এবং মৃত ডলফিনের তথ্য সংগ্রহ ও হটস্পটে অবৈধ কর্মকাণ্ড দেখা গেলে তা বন অধিদপ্তরকে অবহিত করবেন। একটি National Ganges River Dolphin Conservation Action Plan for Bangladesh (জাতীয় শুশুক সংরক্ষণ কর্ম পরিকল্পনা-বাংলাদেশ), একটি ডলফিন কনজারভেশন হ্যান্ডবুক ও ডিসিটির আদর্শ পরিচালনা পদ্ধতি প্রস্তুত করা হয়েছে। জনেসতনতা বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস-২০২৪ উদজাপন করা হয়েছে। সেইসাথে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মাঝে ডলফিনের গুরুত্ব ও সংরক্ষণে করণীয় সম্বলিত পাঁচ শতাধিক লিফলেত এবং সহস্রাধিক স্টিকার বিতরণ করা হয়েছে।

স্পুনবিলড স্যান্ডপাইপার:

মহাবিপন্ন চামচঠুঁটো বাটান পাখি জরিপ ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে ইকিউএমএস কনসাল্টিং লিমিটেড, বাংলাদেশ বন বিভাগের সুফল প্রকল্পের আওতায় চামচঠুঁটো বাটান সংরক্ষণ কার্যক্রম (Spoon-Billed Sandpiper Conservation Program) বাস্তবায়ন করে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২৪ সালে সোনাদিয়া

দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ এবং মেঘনা মোহনা জুড়ে চামচঠুঁটো বাটান পাখি জরিপ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। জরিপকালে ২০২৩-২৪ সালে ৫ টি চামচঠুঁটো বাটান পাখি এবং ২০২৪-২৫ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৫ টি চামচঠুঁটো বাটান পাখি রেকর্ড করা হয়। বিগত বছরগুলোর জরিপের ধারাবাহিকতায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশ এবং মায়ানমারে এ পাখির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী এ পাখির সংখ্যা হ্রাস এবং শীতকালীন বিচরণক্ষেত্র বাংলাদেশের উত্তরে পরিবর্তিত হওয়া এর প্রধান কারণ বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন (Zöckler et al. 2021)। বর্তমান সংরক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী উপকূলীয় বন বিভাগ এর অধীনে তিনটি চামচঠুঁটো বাটান সংরক্ষণ দল (এসসিটি) গঠন এবং স্থানীয় অংশীজন, নারী এবং ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে স্থানীয় ও আঞ্চলিক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে চারটি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সচেতনতামূলক সাইনবোর্ডও স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া চামচঠুঁটো বাটান সংরক্ষণ কর্মপরিকল্পনা (Conservation Action Plan) ২০২৫-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

ওয়াইল্ডলাইফ অলিম্পিয়াড:

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো স্কুল এবং কলেজ পর্যায়ে ওয়াইল্ডলাইফ অলিম্পিয়াড আয়োজন করা হয়েছে। হাই স্কুল এবং কলেজ ছাত্রদের জন্য বন্যপ্রাণী অলিম্পিয়াড অ্যাক্টিভেশন ইভেন্ট এর জন্য বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা থেকে স্কুল/কলেজ নির্বাচিত করা হয়েছে। অলিম্পিয়াডের প্রথম রাউন্ডে অংশগ্রহণের জন্য ৬৪টি জেলার স্কুল/কলেজ থেকে ১,০৩,৮৫০ শিক্ষার্থীকে এই ইভেন্ট এর আওতায় আনা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৬৪টি জেলায় এই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টার উপস্থিতিতে ঢাকায় ৯ই নভেম্বর ২০২৪ তারিখে জাতীয় পর্যায়ে সমাপনি অনুষ্ঠান হয়েছে।

SMART প্যাট্রোলিং:

৯টি রক্ষিত এলাকা যথাক্রমে মধুপুর জাতীয় উদ্যান, বাড়েয়াঢালা জাতীয় উদ্যান, চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ফাসিয়াখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, হাজারীখিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, টেংরাগিরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান, মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান, নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যানে SMART প্রোটোকল অনুসরণ করে SMART প্যাট্রোলিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। SMART টহলের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন SMART অ্যাপ সম্বলিত স্মার্টফোন, প্যাট্রোলিং ভেস্ট, ওয়াইল্ডলাইফ মর্টালিটি কিটসহ স্টেশনারি প্রভৃতি সরবরাহ করা হয়েছে। SMART পেট্রোলিং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, পরিকল্পনা এবং SOP/নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। SMART প্রোটোকল অনুসরণকরতঃ মার্চ ২০২৪ হতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত সর্বমোট ৪,৬০৯ কিমি বন এলাকায় পেট্রোলিং সম্পন্ন হয়েছে।

SMART বাস্তয়নাধীন রক্ষিত এলাকা অনুযায়ী প্যাট্রোল কভারেজ

ক্রম	বাস্তয়নাধীন রক্ষিত এলাকার নাম	টহলকৃত দূরত্ব (কি.মি.)
১.	মধুপুর জাতীয় উদ্যান	১৪৩৭.৮৯৭
২.	বারৈয়াঢালা জাতীয় উদ্যান	৭২৭.৫১
৩.	হাজারিখিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	১৩০.২৫
৪.	নিঝুমদ্বীপ জাতীয় উদ্যান	৮৬৮.০৮
৫.	টেংরাগিরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	২৩৬.৫৪
৬.	চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	৩৫৯.২৩
৭.	ফাসিয়াখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	৪৯৮.৬১৬
৮.	মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান	১১৩.৬৬
৯.	খাদিম নগর জাতীয় উদ্যান	২৩৭.৮২
	সর্বোমোট	**৪৬০৯.৬০**

প্যাট্রোল ট্র্যাক, বারৈয়াঢালা জাতীয় উদ্যান

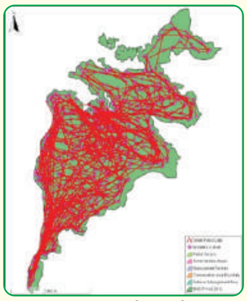
প্যাট্রোল ট্র্যাক, ফাসিয়াখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

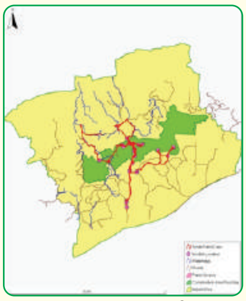
প্যাট্রোল ট্র্যাক, খাদিম নগর জাতীয় উদ্যান

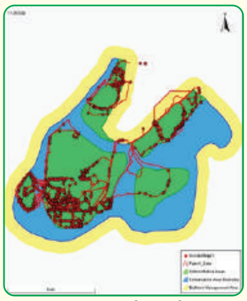
প্যাট্রোল ট্র্যাক, নিঝুমদ্বীপ জাতীয় উদ্যান

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন:

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত কমিউনিটি অপারেশন ম্যানুয়েল (COM) মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। COM অনুসরণে ৪১,০০০ বন নির্ভর পরিবারকে সম্পৃক্ত করে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এ কাজে সহায়তার জন্য ০৭ জন কমিউনিটি মোবিলাইজেশন অফিসার বিভাগীয় বন কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করছেন। ০৭টি এনজিও কর্তৃক মাঠপর্যায়ে বন নির্ভর গ্রাম (এফসিভি/ভিসিএফ) নির্বাচন, সুবিধাভোগী পরিবার নির্বাচন, বেইজলাইন সার্ভে, পরিচালনা কমিটি ও গ্রাম পর্যায়ে সুবিধাভোগীদের সমন্বয়ে সাব-কমিটি গঠন, ব্যাংক একাউন্ট খোলা, প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সংশোধিত আরডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী অফিস ভাড়া বাবদ ৪৩৩.৭৯ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৪৯.২৯ লক্ষ টাকা, কমিউনিটি প্যাট্রোলিং বাবদ ৪,৩৮৫.৩৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩,০৯০.০৫ লক্ষ টাকা, কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল বাবদ ২,৫৮৩.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ২,৫৮৩ লক্ষ টাকা এবং জীবিকা উন্নয়ন তহবিল বাবদ ১৭,৩৬০.৭৬ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৬,৫৪৫.১৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় নিয়োগকৃত এনজিও সমূহ

ক্রম	এনজিও সমূহের নাম	বাস্তবায়ন এলাকা
১.	ইকো-স্যোসাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইমসডিও)	ঢাকা ও ময়মসসিংহ বন বিভাগ।
২.	সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্ট্যাডিজ (সিএনআরএস)	সিলেট বন বিভাগ ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, মৌলভীবাজার।
৩.	ঢাকা আহসানিয়া মিশন (ড্যাম)	চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ বন বিভাগ ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, চট্টগ্রাম।
৪.	প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন সংস্থা	উপকূলীয় বন বিভাগ, পটুয়াখালী ও উপকূলীয় বন বিভাগ, ভোলা।
৫.	ন্যাচার কনজারভেশন ম্যানেজমেন্ট (ন্যাকম)	কক্সবাজার উত্তর ও দক্ষিণ বন বিভাগ।
৬.	স্বাবলম্বী সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (এসএসইউএস)	উপকূলীয় বন বিভাগ, চট্টগ্রাম ও উপকূলীয় বন বিভাগ, নোয়াখালী।

মোট ৪১,০০০ সুবিধাভোগীদের মধ্যে এ পর্যন্ত ৪০,২৬৪ জন সুবিধাভোগীকে ১৬,৫৪৫.১৫ লক্ষ টাকা জীবিকা উন্নয়ন তহবিল ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ২৭,৬৭৫ জন কমিউনিটি সদস্যের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ এবং ৪১,০০০ জন সদস্যকে পেশাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ঋণ সহায়তাপ্রাপ্ত সদস্যগণ ইতোমধ্যে তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিকল্প জীবিকা বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করে স্বনির্ভর হয়ে উঠছেন।

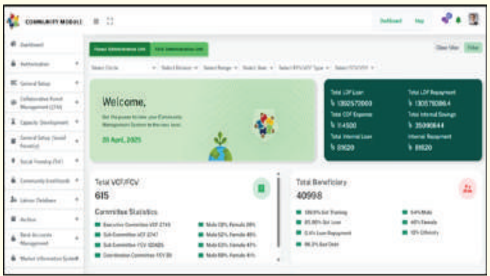

কমিউনিটি ডাটাবেস

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

সুফল ইনোভেশন গ্রান্টস:

প্রকল্পের ইনোভেশন গ্রান্টস ম্যানুয়েল (আইজিএম) বিশ্ব-ব্যাংকের সম্মতির বিষয়টি বিগত ২৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে ইআরডি কর্তৃক জানানো হয়েছে। প্রথম রাউন্ডে নির্বাচিত ১০ টির মধ্যে ০৮টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দ্বিতীয় রাউন্ডে ৯০ টি গবেষণা প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে এবং তন্মধ্যে ১৫ টি প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছে এবং এতদসংশ্লিষ্ট ১৫ টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তৃতীয় রাউন্ডে প্রাপ্ত ৩৯টির মধ্যে ১১টি গবেষণা প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৩৪টি গবেষণা (বনবিদ্যা থিম ১৮টি এবং বন্যপ্রাণী থিম ১৬টি) চলছে যার মধ্যে ১২টি ফাইনাল এবং ১০টি ড্রাফট ফাইনাল গবেষণা রিপোর্ট জমা হয়েছে এবং বাকিগুলো গবেষণা প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বিগত ২০-২১/০১/২০২৫ তারিখে ১ম দফা ডেসিমিনেসন কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে।

ইকোসিস্টেম সার্ভিস ভ্যালুয়েশন (ওয়েল্থ একাউন্টিং) ও ইকোসিস্টেম পরিষেবার জন্য মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি নির্ধারণ:

তিনটি রক্ষিত এলাকায় (১) মধুপুর জাতীয় উদ্যান, (২) রামগড়-সীতাকুন্ড রিজার্ভ ফরেস্ট ও (৩) টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে ইকোসিস্টেম সার্ভিস ভ্যালুয়েশন (ওয়েল্থ একাউন্টিং) ও ইকোসিস্টেম পরিষেবার জন্য মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি নির্ধারণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এ কাজে সহায়তা করার জন্য Ernest & Young (EY) LLP (লিড) এবং The Energy & Resource Institute (TERI) নামক ফার্মদ্বয়কে নিয়োগ করা হয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম, বাংলাদেশ পরিসংখান ব্যুরো এর কর্মকর্তগণ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সমন্বয়ে মোট ১০০ জনকে ইকোসিস্টেম সার্ভিস ভ্যালুয়েশন (ওয়েল্থ একাউন্টিং) ও ইকোসিস্টেম পরিষেবার জন্য মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি নির্ধারণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইকোসিস্টেম সার্ভিস মূল্যমান নিরুপণে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাথে সমন্বয় করে জাতীয় তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন PMU-তে দাখিল করেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী তিনটি এলাকার ইকোসিস্টেম পরিষেবার জন্য মূল্য নিম্নরূপ।

এলাকার নাম	আয়তন (হে.)	প্রভিশনিং সার্ভিস (লক্ষ টাকা/বছর)	রেগুলেটিং সার্ভিস (লক্ষ টাকা/বছর)	কালচারাল সার্ভিস (লক্ষ টাকা/বছর)	মোট
মধুপুর জাতীয় উদ্যান	৮২৯৮	৮,৩৪৩	৫৩৮৮২	১৭১২	৬৩,৯৩৭
টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	১১৩৮৯	৮,৮৭০	১,২৭,০৯৭	৬০	১,৩৬,০২৭
রামগড়-সীতাকুন্ড সংরক্ষিত বন	৪২৭০২.১	৮৩,৭৯৫	৪,৫৬,৯৩৪	৮,৪৬৩	৫,৪৯,১৯২
মোট	৬২৩৯০.১	৬২,৩৯০.১	৬,৩৭,৯১৩	১০,২৩৫	৭,৪৯,১৫৬

বাংলাদেশে বন সম্পদ জরীপ (২য় পর্যায়):

বাংলাদেশে বন সম্পদ জরীপের গভীর ঐতিহাসিক শিকড় রয়েছে তবে ২০০৫ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত প্রথম জাতীয় বন জরীপ (NFA) বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। এর আগে, প্রায়শই সীমিত পরিসরে এবং শুধুমাত্র নির্ধারিত বন সংরক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। NFA বন এবং বনের বাইরের গাছপালা (TOF) অন্তর্ভুক্ত করে একটি ব্যাপক পদ্ধতি গ্রহণ করে একটি রূপান্তরমূলক মুহূর্ত চিহ্নিত করেছে। এই প্রাথমিক মূল্যায়নে ভূমি ব্যবহার, বনের পরিমাণ, জৈববস্তু, জীববৈচিত্র্য এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশদ তথ্য সংগ্রহের জন্য সারা দেশে নমুনা প্লট সহ একটি ভূমি তালিকার পাশাপাশি দূরবর্তী সংবেদন কৌশল ব্যবহার করা হয়েছিল।

২০১৬-২০১৯ সালে, জাতীয় বন জরীপের প্রথম পর্যায়, যাকে বাংলাদেশ বন তালিকা (BFI) বা NFI চক্র-১ বলা হয়, বাংলাদেশ বন বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হয়েছিল বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থার কারিগরি সহায়তায়। NFA-এর ভিত্তির উপর ভিত্তি করে, BFI একটি আরও উন্নত এবং সমন্বিত প্রক্রিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে। BFI দূরবর্তী সংবেদন, ভূমি-ভিত্তিক পরিমাপ এবং আর্থ-সামাজিক জরিপগুলিকে একত্রিত করে শক্তিশালী, বিজ্ঞান-ভিত্তিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে NFA-এর প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিগুলিকে পরিমার্জিত করেছে। এই সমন্বিত প্রক্রিয়াটি সময়ের সাথে সাথে বন সম্পদের সঠিক পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করেনি বরং দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনাকেও সহজতর করেছে। এছাড়াও, BFI প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে কীভাবে বন সম্পদ মূল্যায়ন (FRA) এবং পরবর্তী প্রক্রিয়াগুলি জাতীয় নীতি এবং পরিকল্পনায় একীভূত হয়েছিল। FRA ডেটা কার্বন মজুদ অনুমান করতে, বনের গতিশীলতা পর্যবেক্ষণ করতে এবং বন অবক্ষয়ের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকির কারণগুলি সনাক্ত করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল, যা এটিকে একটি বিশ্বস্ত সম্পদে পরিণত করেছে যা নীতি প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে BFI থেকে উৎপন্ন ডেটা কেবল প্রমাণ-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সমর্থন করে না বরং জাতীয় বন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থায়ও পদ্ধতিগতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই একীকরণ নিশ্চিত করেছে যে বন ব্যবস্থাপনা কৌশল, সংরক্ষণ প্রচেষ্টা এবং নীতি কাঠামো বর্তমান বন পরিস্থিতি এবং উদীয়মান চ্যালেঞ্জগুলি প্রতিফলিত করার জন্য ক্রমাগত আপডেট করা হচ্ছে। জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, BFI প্রতিবেদনটি কৌশলগত হস্তক্ষেপ এবং সম্পদ বরাদ্দ গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে, যার ফলে বন সম্পদ মূল্যায়ন এবং টেকসই জাতীয় পরিকল্পনার মধ্যে যোগসূত্র আরও শক্তিশালী হয়েছে।

এই সময়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বনজ সম্পদের পরিবর্তন মূল্যায়ন এবং পরিবর্তনের কারণগুলি সনাক্ত করার জন্য, বন বিভাগ প্রতি পাঁচ বছরের ব্যবধানে একটি তালিকা পরিচালনা করার উদ্যোগ নেয়। এই প্রসঙ্গে, জাতীয় বনজ সম্পদ তালিকার দ্বিতীয় পর্যায় (BFI চক্র ২) দেশের সমস্ত ভূমি ব্যবহারের জন্য বৃক্ষ এবং বনজ সম্পদ সম্পর্কে আপডেট তথ্য প্রদানের জন্য ডিজাইন এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছিল, পাশাপাশি বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের পরিষেবা এবং উপাদানগুলির জন্য তথ্য প্রদান করা হয়েছিল।

দুটি চক্রের তথ্যের সাহায্যে, বন বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে যেমন গাছ এবং বনজ সম্পদ কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। কেন তারা পরিবর্তিত হয়েছে? মানুষ কীভাবে এই সম্পদগুলি ব্যবহার করে? ইত্যাদি। BFI চক্র ২ বন বিভাগকে প্রবণতা বিশ্লেষণ করতে এবং কোথায় হস্তক্ষেপগুলি সবচেয়ে কার্যকরভাবে ডিজাইন করা উচিত তা বুঝতে সক্ষম করবে। পদ্ধতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, জৈবিক তালিকাটি সমগ্র দেশকে পাঁচটি বাস্তুসংস্থানীয় অঞ্চলে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, যা তাদের পরিসংখ্যানগত এবং বাস্তুসংস্থান এবং ভূদৃশ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর তথ্য সংগ্রহের জন্য নমুনা হিসাবে ১৮৫৮টি প্লট নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও, বৃক্ষরোপণ এবং জনসংখ্যার ঘনত্বের উপর পরিকল্পিত আর্থ-সামাজিক জরিপটি বন সম্পদের উপর বন সংলগ্ন জনগোষ্ঠীর নির্ভরতা, প্রাপ্ত বাস্তুতন্ত্রের পরিষেবা এবং জাতীয় অর্থনীতিতে বনের অবদান পরিমাপ করে। এই বিষয়ে পাঁচটি ভিন্ন অঞ্চলের অধীনে দেশজুড়ে মোট ৬৪০০টি পরিবারের উপর জরীপ করা হয়েছিল। বন বিভাগের কারিগরি অংশীদার হিসেবে FAO, স্টেকহোল্ডারদের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করে, যা তাদেরকে প্যারিস চুক্তির অধীনে তথ্য স্বচ্ছতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে ক্রমাগত তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য দেশে একটি স্বাধীন জাতীয় বন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম করে।

ভূমি আচ্ছাদন এবং প্রাকৃতিক মূলধন মানচিত্র তৈরি এবং সমন্বিত সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি:

বাংলাদেশ বন বিভাগের (BFD) টেকসই বন ও জীবিকা (SUFAL) প্রকল্পের অধীনে চুক্তি প্যাকেজ নং SD-49B-1 এর আওতায় CEGIS নিম্নলিখিত পরামর্শমূলক পরিষেবা প্রদানের জন্য নিযুক্ত হয়েছে। এই অ্যাসাইনমেন্টের তিনটি উপাদান রয়েছে: ১. ভূমি আচ্ছাদন ম্যাপিং, ২. প্রাকৃতিক মূলধন ম্যাপিং, এবং ৩. সমন্বিত সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা। সাম্প্রতিক বছরগুলির মাঝারি-রেজোলিউশনের SPOT স্যাটেলাইট চিত্র (৬ মি. রেজোলিউশন) ব্যবহার করে ২০১৫ সালের ভূমি আচ্ছাদন ডেটা আপডেট করা হবে। ভূমি আচ্ছাদন মানচিত্রটি বিভিন্ন ভূমি আচ্ছাদনের স্থানিক বন্টন দেখাবে এবং জাতীয় বন তালিকার জন্য ব্যবহার করা হবে। অবশেষে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর এর প্রভাবের কারণে ভূমি আচ্ছাদন পরিবর্তন সনাক্তকরণের জন্য এটি ২০১৫ সালের ভূমি আচ্ছাদন ডেটার সাথে তুলনা করা হবে। প্রাকৃতিক মূলধন ম্যাপিংয়ের অধীনে সাম্প্রতিক বছরগুলির উচ্চ-রেজোলিউশন মাল্টিস্পেকট্রাল ওয়ার্ল্ডভিউ-৩ স্যাটেলাইট চিত্র (রেজোলিউশন ৩০ সেমি) ব্যবহার করে প্রাকৃতিক টিলা, পাহাড়ি অঞ্চল এবং জলাভূমির সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে। স্থানীয় অফিস থেকে জলাভূমির নাম এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী জলাভূমির ডাটাবেস আপডেট করা হয়েছে। ভূমি আচ্ছাদন এবং প্রাকৃতিক মূলধন ডাটাবেস প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা তথ্য ব্যবস্থায় একীভূত করা হয়েছে এবং উপযুক্ত স্কেলে সফটকপি এবং হার্ডকপি মানচিত্র প্রস্তুত করতে ব্যবহার করা হয়েছে। সমন্বিত সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অধীনে, CEGIS তিনটি বন বিভাগ যথা ঢাকা, চট্টগ্রাম উত্তর এবং পটুয়াখালী এবং একটি সংরক্ষিত এলাকা, মধুটিলা ইকোপার্কের জন্য সমন্বিত সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ICFMPs) তৈরি করা হয়েছে। এই পরিকল্পনাগুলি বিজ্ঞানভিত্তিক সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতার নীতিগুলির সাথে স্থানিক চাহিদার ভারসাম্য বজায় রাখে। স্থানীয় সম্প্রদায়গুলিকে জড়িত করে, টেকসই জীবিকা নির্বাহ করে এবং SSP ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মতো সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে, এই উদ্যোগের লক্ষ্য বাংলাদেশের বনভূমির দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা।

ভূমি আচ্ছাদন এলাকা ২০২৩

ক্রম	ভূমি আচ্ছাদন শ্রেনির নাম	এলাকা (হে.)
১	বিমান বন্দর (Air Port)	২,৬৮২
২	বাঁশবন (Bamboo Forest)	১,৪৫,৫৯০
৩	বাওড় (Baor)	১৯,০২৮
৪	লবণক্ত পানির ঘের (Brackish Water Aquaculture)	১,৫২,২৪১
৫	ইটভাটা (Brickfield)	৩৩,১৪৬
৬	নির্মিত ও নির্মানাধীন এলাকা (Built-Up Non-Linear)	২,২০,৯০১
৭	ভাগাড়/উত্তোলন স্থান (Dump Sites/ Extraction Sites)	৯,৭৫৫
৮	বন বাগান (Forest Plantation)	১,০৩,৪৪৪
৯	মিঠাপানির পানির ঘের (Fresh Water Aquaculture)	২,৮৪,৪১৫
১০	ঘাস অধ্যুষিত এলাকা (Herb Dominated Area)	১,০০,০৯৫
১১	পাহাড়ী বন (Hill Forest)	৫,২৮,৫০৬

ক্রম	ভুমি আচ্ছাদন শ্রেনির নাম	এলাকা (হে.)
১২	হ্রদ (Lake)	৬০,৭২২
১৩	ম্যানগোভ বন (Mangrove Forest)	৩,৯৩,৭৫০
১৪	ম্যানগোভ বনায়ন (Mangrove Plantation)	৬৬,৫৪৪
১৫	কাদাচর ও আন্তঃজোয়ার এলাকা (Mud Flats or Intertidal Area)	১,২৫,০৪১
১৬	একাধিক শস্য (Multiple Crop)	৪৫,১১,৮০৫
১৭	ফলের বাগান ও অন্যান্য বাগান (গুল্ম) Orchards and Other Plantations (Shrub)	৭৬,০৯০
১৮	ফলের বাগান ও অন্যান্য বাগান (গাছ) Orchards and Other Plantations (Trees)	২,৮৫,৬৩৯
১৯	হাওড়/বিল (Perennial Beels/Haors)	৬৮,৪৯৯
২০	সমতল (শাল বন) Plain Land Forest (Sal Forest)	২০,৯৯০
২১	পুকুর (Ponds)	২৪,২৭৭
২২	নদীর তীর (River Banks)	৫৭৮
২৩	নদী ও খাল (Rivers and Khals)	১৩,১০,৩৩৩
২৪	রাবার বাগান Rubber Plantation	৩৩,১৪১
২৫	গ্রামীন বসতি (Rural Settlement)	৩১,৪০,৬৩৫
২৬	লবণ চাষ এলাকা (Salt Pans)	৩৮,৭০৭
২৭	বালুময় এলাকা (Sand)	১,০৯,৩৫৫
২৮	ঝুম চাষ (Shifting Cultivation)	৩৩,৬৭৫
২৯	বিক্ষিপ্ত গাছপালাসহ গুল্ম (Shrubs with scattered trees)	৪,৮৯,৯০৯
৩০	এক শস্য (Single Crop)	২৩,৫০,৮৮৩
৩১	জলাবন (Swamp Forest)	১৩৭
৩২	জলাবন বাগান (Swamp Plantation)	৯৩৭
৩৩	জলমগ্ন নলখাগড়ার বন (Swamp Reed Land)	১৫,৫৪৭
Total		১,৪৭,৫৭,০০০

পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি:

প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে পিএমইউ কর্তৃক মনোনীত পরিবেশ সমন্বয়ক কর্মকর্তার সহায়তায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া জিআরএম প্রতিষ্ঠার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং মাঠপর্যায়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। প্রকল্পের পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা পরিবীক্ষণের জন্য কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। ১১০ জন বন কর্মকর্তাকে দুটি ব্যাচে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বনায়ন কাজে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। এনজিও কর্মীগণকে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। পূর্তকাজে সকল প্যাকেজের ইএসএমপি স্বাক্ষর করা হয়েছে। সুফল প্রকল্পের এবং বন অধিদপ্তরের খসড়া জেন্ডার একশন প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। ৮০০ জন (নারী-৩৬১, পুরুষ-৪৩৯) কমিউনিটি সদস্যকে সেফগার্ড প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং বাকি ৪৩০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়ার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২৯ জন বন কর্মকর্তাকে জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৪৫১টি বন সংরক্ষণ গ্রামের কমিউনিটি অ্যাসেসমেন্ট প্রসেস (CAP) সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও চুক্তিবদ্ধ বিভিন্ন ফার্ম ও এনজিওর পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ডলফিন সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ

দেশের জলজ জীববৈচিত্র্য, বিশেষ করে ডলফিন সংরক্ষণের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান প্রধান কার্যক্রম গুলো হলো:

১। বাংলাদেশের বিদ্যমান ছয়টি ডলফিন অভয়ারণ্যের সাথে সুন্দরবনের ডলফিনের হটস্পট গুলো চিহ্নিত করে নতুন তিনটি রক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। ডলফিনের জন্য ঘোষিত বাংলাদেশের মোট নয়টি রক্ষিত এলাকা হলো:

ক্রমিক	রক্ষিত এলাকার নাম	অবস্থান	আয়তন (হেঃ)
১.	দুধমুখী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	১৭০
২.	চাঁদপাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৫৬০
৩.	ঢাংমারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৩৪০
৪.	নাজিরগঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	পাবনা	১৪৬
৫.	শিলন্দা-নাগডেমরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	পাবনা	২৪.১৭
৬.	নগরবাড়ি -মোহনগঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	পাবনা	৪০৮.১১
৭.	পানখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৪০৪
৮.	শিবসা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	২১৫৫
৯.	ভদ্রা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৮৪৮
	মোট		৫০৭৫.২৮

২। ডলফিনের গবেষণা ঘাটতি বিশ্লেষন এবং আবাসস্থল সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩। হালদা নদীতে ডলফিনের সংখ্যা নির্ণয় এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪। সমাজ ভিত্তিক সম্পদ ব্যবহার ও কার্যকরী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন ও তার বাস্তবিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

৫। পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর অর্থাৎ ট্যুরিজম, ফিসারিজ, একুয়াকালচার, কমার্স ও ইন্ডাস্ট্রি এবং ম্যারিটাইম ট্রাফিকিং এর জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬। ডলফিন এ্যাকশন প্ল্যান এবং সমগ্র বাংলাদেশের জন্য এটলাস প্রস্তুত করা হয়েছে।

৭। ডলফিন সংরক্ষণের জন্য ৭০ (সত্তর) জন সদস্য বিশিষ্ট ০৭ (সাতটি) ডলফিন কনজারভেশন দল গঠন করা হয়েছে।

৮। মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল ১০০০ (এক হাজার) টি পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিকল্প আয় বৃদ্ধিমূলক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি পরিবারকে ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৯। ডলফিন কনজারভেশন দল এবং সংশ্লিষ্ট বন কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ডলফিন মেলা আয়োজন সহ বিভিন্ন স্কুল-কলেজ এবং কমিউনিটিতে ডলফিন সম্পর্কিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

১০। ডলফিন সহ অন্যান্য জলজ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য Integrated Management Plan for the Swatch-of-no-ground Marine Protected area (2023-2032) প্রণয়ন করা হয়েছে।

১১। মিঠা পানির ডলফিনের সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের আওতায় ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটির (WCS) কারিগরি সহায়তায় Dolphin Conservation Handbook প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি WCS কর্তৃক সমগ্রদেশের ৪৯৭৪ কি.মি. নদী অববাহিকায় ডলফিন জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। তাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী বর্তমানে দেশে ২৩৪৪টি মিঠাপানির শুশুক বা ডলফিন রয়েছে।

উপর্যুক্ত কার্যক্রম সমূহ সফলতার সাথে সম্পন্ন করার ফলে সুন্দরবনে ডলফিনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুন্দরবনের তিনটি অভয়ারণ্য (ঢাংমারী, দুধমুখি ও চাঁদপাই)-তে এই বৃদ্ধির হার ৫৫%; যা দেশের ডলফিন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

চিত্র : শুশুক বা গাঙ্গেয় ডলফিন

বাংলাদেশের হাতি সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহঃ

বাংলাদেশ সহ পৃথিবীতে ১৫টি দেশের বনাঞ্চলে হাতি আছে। ২০১৫ সালের জরীপ অনুযায়ী বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসরত ২১০-৩৩০ টি, পরিযায়ী ৭৯-১০৭ টি এবং ৯৬টি পোষা হাতির রয়েছে, যা বন্যপ্রাণীর লাল তালিকা অনুযায়ী বাংলাদেশে মহাবিপদাপন্ন প্রাণী।

মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষ্যে হাতির আক্রমনে মৃত ব্যক্তি, গুরুতর আহত এবং সরকারি বনাঞ্চলের বাহিরে লোকালয়ে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পদের ক্ষতিজনিত কারণে সর্বমোট ২,৯৭৫ জনকে ১০ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে ।

হাতি উপদ্রুত এলাকাগুলোতে (শেরপুর, চট্টগ্রাম দক্ষিণ, কক্সবাজার দক্ষিণ ও বান্দরবান) মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব নিরসন, জানমালের ক্ষতি হ্রাস কল্পে স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে হাতি রক্ষায় ১৫৯টি Elephant Response Team (ERT) গঠন করা হয়েছে। ERT সদস্যদের কার্যক্রম সক্রিয় রাখতে তাদের টহল প্রদানের জন্য দৈনিক ভাতা এবং সহায়ক সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মানুষ ও হাতি উভয়ের সুরক্ষার লক্ষ্যে মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর সার্বিক দিক নির্দেশনার প্রেক্ষিতে হাতি সংরক্ষণ, মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব নিরসন, হাতি দ্বারা আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণ, বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হাতি উপদ্রুত এলাকার জনসাধারণ, বন্যপ্রাণী রক্ষায় নিবেদিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও ERT সদস্যদের সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন সময়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা (যেমনঃ পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ, মাইকিং, সচেতনতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন, পথসভা, উঠান বৈঠক, মতবিনিময় সভা আয়োজন ইত্যাদি) এবং এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে বিচরণরত বন্যহাতির যথাযথ সুরক্ষা, অবাধ চলাচল নিশ্চিতসহ বন্যহাতি সংক্রান্ত অপরাধ দমনের লক্ষ্যে হাতি অধ্যুষিত এলাকায় হতি সুরক্ষায় ০৬টি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে।

হাতি সংরক্ষণ, হাতির আবাসস্থল রক্ষা, হাতি অধ্যুষিত দেশসমূহের সীমান্ত দিয়ে হাতির নিরাপদ পরিযায়ন বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর ১২ আগস্ট বিশ্ব হাতি দিবস পালিত হচ্ছে।

আহত, অসুস্থ হাতির চিকিৎসা প্রদানের ধারাবাহিকতায় এ বছরও চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে রেলে কাটা পড়া আহত হাতির শাবককে উদ্ধার করে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। চুনতি অভয়ারণ্যের জলদি রেঞ্জের, নাপোড়া বিটের একটি অসুস্থ বন্যহাতিকে ভেটেরিনারি সার্জন, বিদেশী প্রাণী চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক কমিটির সদস্যদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। ময়মনসিংহ বন বিভাগের মধুটিলা রেঞ্জের দাউদহারা কাটাবড়ীর সীমান্তবর্তী এলাকায় ভেটেরিনারি সার্জন, সংশ্লিষ্ট বন বিভাগের সহায়তায় একটি আহত হাতিকে চিকিৎসা প্রদান করে প্রকৃতিতে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়া কাপ্তাই রেঞ্জের আওতাধীন এলাকায় একটি বন্যহাতিকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে প্রকৃতিতে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। অবৈধভাবে চাঁদাবাজি কাজে ব্যবহার ও মাহুতের নির্যাতনের শিকার তিনটি পোষা হাতি উদ্ধার করা হয়েছে।

বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায়, বিশেষত সুফল প্রকল্প এবং বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় হাতি সমৃদ্ধ বনাঞ্চলে হাতির খাদ্য উপযোগী বাগান ও Assisted Natural Regeneration (ANR) সৃজন করা হচ্ছে।

"জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনঃ বাংলাদেশের বনাঞ্চলে বিপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, রিইন্ট্রোডাকশন ও হাতি-মানুষ দ্বন্দ্ব নিরসন" প্রকল্পে এবং "হাতি সংরক্ষণ" প্রকল্পে হাতি সংরক্ষণে সহায়তা প্রদানের সংস্থান রাখা হয়েছে।

আহত বন্য হাতিকে চিকিৎসা প্রদান

মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব নিরসনে Elephant Response Team (ERT) এর কার্যক্রম

সুন্দরবনের বাঘ শুমারী

বাঘ বাংলাদেশের জাতীয় প্রাণী। আইইউসিএন (IUCN) কর্তৃক বাঘকে মহাবিপন্ন (Critically Endangered) প্রাণী হিসেবে ঘোষণা করেছে। ২০১০ সালে ১৩ টি টাইগার রেঞ্জ কান্ট্রির মধ্যে বর্তমানে ১০ টি দেশের প্রকৃতিতে বাঘ টিকে আছে। যার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় তৃতীয় পর্যায়ে সুন্দরবনে ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে বাঘ গণনার কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে শুরু হয়ে ২০২৪ সালের মার্চ মাসে এ জরীপ কাজ শেষ হয়। উক্ত বাঘ জরীপ কাজ সুন্দরবনের সাতক্ষীরা, খুলনা, চাঁদপাই ও শরণখোলা রেঞ্জে ৪ টি ব্লকে ৬০৫ টি গ্রীডে ২২৪০ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকায় ১,২১০ টি বিশেষ এক ধরনের স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা ব্যবহার করে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মোট ৩১৮ দিনব্যাপী পরিচালিত এ জরিপ কার্যক্রমে ৮৪টি পূর্ণবয়স্ক বাঘ যার মধ্যে ২১ টি পুরুষ বাঘ, ৬২ টি বাঘিনী, ১ টি জুভেনাইল বাঘ এছাড়াও ১৯ টি বাঘের শাবক পাওয়া যায়। ১০ লক্ষাধিক ছবি ও ভিডিও থেকে শুধুমাত্র বাঘের ছবি পাওয়া যায় ৭,২৯৭টি। SERC মডেলে তথ্য বিশ্লেষণ করে সুন্দরবনের প্রতি ১০০ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকায় বাঘের গড় আপেক্ষিক ঘনত্ব পাওয়া যায় ২.৬৪। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ৯.৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০১৫ সালের তুলনায় ১৭.৯২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে দেশের সকলের জন্য আনন্দদায়ক ও তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদ। উল্লেখ্য ২০১৫ সালে সুন্দরবনে ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে প্রথমবারের মত বাঘ গণনার কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৫ সালে বাঘের সংখ্যা ছিল ১০৬টি। ২০১৮ সালে বাঘের সংখ্যা ছিল ১১৪ টি। ২০২৫ সালে বাঘের সংখ্যা ১২৫ টি। বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধির এই ধারা অব্যাহত রাখতে সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বন অধিদপ্তর স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় তা বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত বাঘের ছবি

অন্যান্য কার্যকর এলাকা-ভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা (OECM)

জাতিসংঘের বৈশ্বিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কর্মসূচী Convention on Biological Diversity (CBD) কর্তৃক প্রবর্তিত একটি ব্যবস্থা হলো 'Other Effective Area-based Conservation Measures (OECM)' বা 'অন্যান্য কার্যকর এলাকাভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা'। OECM এর মাধ্যমে রক্ষিত এলাকার বাইরেও গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে এবং অনেকক্ষেত্রে পাশাপাশি অবস্থানরত রক্ষিত এলাকাসমূহের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন করে থাকে। বাংলাদেশে OECM কার্যক্রম বাস্তবায়নার্থে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় কারিগরি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত মূল্যায়নকারী দল (Assessors) ও যাচাইকারী দলের (Verifiers) মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গাইডলাইন অনুযায়ী প্রার্থী OECM গুলোকে মূল্যায়ন ও যাচাই-বাছাইপূর্বক World Database on OECM এ রিপোর্টিং এর জন্য উত্থাপন করা হয়।

বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন SUFAL প্রকল্পের 'Innovation Grant' এর সহায়তায় আরণ্যক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় দেশের টেরেস্ট্রিয়াল OECM সমূহের স্বীকৃতি প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া ওয়াইল্ডলাইফ সোসাইটি অফ বাংলাদেশ (ডব্লিউ সি এস) এর কারগরি সহায়তায় দেশের উপকূলীয় এলাকার প্রায় ২৭০০ বর্গ কি. মি. এলাকাকে মেরিন OECM হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের কার্যক্রম চলমান। জনসখ্যার আধিক্য, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অস্বাভাবিক নির্ভরতা ও বনভূমির স্বল্পতার কারণে Global Biodiversity Framework (GBF) এর 30x30 লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বাংলাদেশের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কিন্তু OECM কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের রক্ষিত এলাকার বাইরেও গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের মাধ্যমে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করার নিমিত্ত বন অধিদপ্তরে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো তৈরী পূর্বক যথাযথ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর, বন সংরক্ষকগণের দপ্তর এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণের দপ্তরে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। নৈতিকতা কমিটি এবং অংশীজনের মিটিং নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নৈতিকতা কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেবা প্রত্যাশী নাগরিকদের নিকট বন ও বন্যপ্রাণী বিষয়ক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য বন অধিদপ্তরের প্রবেশ মুখে ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং দর্শণার্থীদের জন্য আধুনিক মানের অপেক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য পৃথক নামাজের ব্যবস্থাসহ শিশুদের জন্য মানসম্মত বিনোদন সম্বলিত ডে-কেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিটিজেন চার্টারে উল্লেখিত প্রদেয় সেবা সহজীকরণ এবং সেবার মান বৃদ্ধি করার জন্য প্রধান বন সংরক্ষক মহোদয়ের সঙ্গে অংশীজনের অংশ গ্রহণে নিয়মিতভাবে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়া ইনোভেশন এর দ্বারা বিভিন্ন সেবাকে সহজীকরণ করা হচ্ছে।

বন অধিদপ্তরসহ এর আওতাধীন বন সংরক্ষক এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণের দপ্তরে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের যথাসময়ে কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে। বন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিতভাবে চাকুরি ও সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। নৈতিকতা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক উত্তোলিত বন বাগানে চারার প্রজাতির বৈচিত্র্য রক্ষা এবং গুণগতমান রক্ষাসহ বনভূমিতে জবরদখল প্রতিরোধ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরিদর্শন নিশ্চিত করা হয়েছে। শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক বিভিন্ন কার্যক্রম, যেমন-সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ড্রোন দ্বারা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পাহারা জোরদারকরণ, উদ্ভিদ উদ্যানসমুহের পরিবেশ সুন্দর ও দূষণমুক্ত রাখার জন্য পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, চারা বিক্রয় ও বিতরণ কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সম্মানিত প্রধান বন সংরক্ষক মহোদয়ের সঙ্গে অংশীজনের অংশ গ্রহণে গণশুনানি

বন অধিদপ্তরের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রম:

সাম্প্রতিক সময়ে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার তথ্যাদি

- সার্ভিস রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এসআরএমএস) সিস্টেমের মাধ্যমে বন অধিদপ্তরের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা
- সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীদের মাঝে লভ্যাংশের চেক অন-লাইনে বিতরণ
- নার্সারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এনএমএস) এর মাধ্যমে চারা উত্তোলন ও বিক্রয়/বিতরণ পদ্ধতি সহজিকরণ
- বাগান সৃজনের সাইট স্পেসিফিক প্লানিং (এসএসপি) প্রবর্তন এবং ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে অনলাইনে তথ্য ভান্ডার তৈরি ও পরিচালনা
- সুন্দরবনে ইকোট্যুরিজম স্পটসমূহ ভ্রমণে ই-টিকেটিং চালুকরণ
- উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসাবে বন্যপ্রাণী চলাচলের জন্য ক্যানোপি ব্রিজ নির্মাণ
- বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রিত বনভূমির গেজেট সংগ্রহপূর্বক বন বিভাগওয়ারী ওয়েব-সাইটে প্রকাশ
- বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল কর্তৃক CITES/Non-CITES ভুক্ত পোষা পাখি আমদানির ক্ষেত্রে Permit/Certificate এবং NOC অনলাইনে প্রদান

ডি-নথি (অফিস ব্যবস্থাপনা)

এসপায়ার টু ইনোভেট (a2i) প্রোগ্রামের আওতায় বন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ২০১৭ সাল থেকে ডি-নথি (অফিস ব্যবস্থাপনা) কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়ে ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তি করে আসছে। বন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমুহ সম্প্রতি ডি-নথি সিস্টেমে যুক্ত করা হয়েছে। প্রতি অর্থবছরে এ দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে ডি-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। বন অধিদপ্তর ও আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ে কর্মরত জনবলকে ডি-নথিতে ই-ফাইলিং পরিচালনায় যুক্ত করা হচ্ছে।

মাইগভ (MyGov)

এক ঠিকানায় সকল সরকারি সেবা প্রদানের জন্য প্রস্তুতকৃত মাইগভ প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে ইতোমধ্যে বন অধিদপ্তরের ১৪ টি নাগরিক সেবা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে জনসাধারণের সহজ ও হয়রানিমুক্ত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক নাগরিক সেবা অনলাইনে প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মাইগভ সিস্টেম হতে প্রদত্ত বন অধিদপ্তরের অনলাইন সেবাসমুহ:

১। সরকারি বনে গবেষণা কাজের অনুমতি প্রদান;
২। সুন্দরবন ও অন্যান্য রক্ষিত এলাকায় শুটিং এর অনুমতি প্রদান;
৩। অনাপত্তিপত্র (NOC) প্রদান (জীবিত ও হিমায়িত কাঁকড়া রপ্তানি);
৪। বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত গবেষণার অনুমতি প্রদান;
৫। গাছের চারা রপ্তানির অনাপত্তি (NOC) প্রদানের আবেদন;
৬। হরিণ লালন-পালন খামারের জন্য লাইসেন্সের আবেদন;
৭। হরিণ খামারীর জন্য ইস্যুকৃত লাইসেন্স/ পজেশন সার্টিফিকেট নবায়নের আবেদন;
৮। হরিণের পজেশন সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন;
৯। কুমির লালন পালন খামারের জন্য লাইসেন্সের আবেদন;
১০। কুমির খামারীর জন্য ইস্যুকৃত লাইসেন্স নবায়নের আবেদন;
১১। কুমিরের পজেশন সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন;
১২। হরিণ/কুমির এর লাইসেন্সের প্রতিলিপির জন্য আবেদন;
১৩। হরিণ/কুমির এর পজেশন সার্টিফিকেটের প্রতিলিপির জন্য আবেদন;
১৪। গবেষণার কাজে CITES Appendix বহির্ভূত বন্যপ্রাণীর নমুনা বিদেশে প্রেরণ বা নমুনা বিদেশ থেকে নিয়ে আসা সংক্রান্ত;

হেল্পলাইন নম্বর ৩৩৩-৪ এর মাধ্যমে বন ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত তথ্য প্রদান এবং অভিযোগ গ্রহণ

দেশের ইন্টারনেট সেবা গ্রহণে অপারগ জনসাধারণের সুবিধার্থে বন অধিদপ্তরের সেবা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান এবং নাগরিকের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জাতীয় কল সেন্টারে টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর নির্ধারণ করা হয় ৩৩৩-৪। রাষ্ট্রের যে কোনো নাগরিক জাতীয় হেল্পলাইন নম্বরে কল দিয়ে এজেন্টদের সাথে সরাসরি কথা বলে বন অধিদপ্তর সম্পর্কিত যে কোনো তথ্য জানতে পারেন এবং অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। প্রাপ্ত অভিযোগসমুহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আইডি হতে তাৎক্ষণিক নিষ্পত্তি করা হয় এবং এবং প্রধান কার্যালয় হতে নিয়মিত মনিটরিং করা হয়।

স্মার্ট টহল (SMART-Spatial Monitoring and Reporting Tool)

বন ও বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণ, নিরাপত্তা জোরদারকরণ, বন্যপ্রাণীর উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা বা হটস্পটসমূহ সনাক্তকরণ, জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতাত্ত্বিক প্রবণতা নির্ণয়, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন সংক্রান্ত অপরাধ দমন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্যের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি এবং টহলের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে স্মার্ট টহল পরিচালনা করা হয়। এ পদ্ধতিতে 'স্মার্ট মোবাইল' অ্যাপের মাধ্যমে টহল টিম টহল পরিচালনার সময় পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তীতে 'স্মার্ট ডেস্কটপ' সফটওয়্যারের সাহায্যে ডেটা ক্লিনিং করার পর 'স্মার্ট কানেক্ট' সার্ভারে প্রেরণ করা হয় এবং প্রধান কার্যালয় থেকে টহল সংক্রান্ত ডেটা মনিটরিং করা হয়। বর্তমানে সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্ট, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান, রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, বারইয়াঢালা জাতীয় উদ্যান, চুনতী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ফাসিয়াখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, মধুপুর জাতীয় উদ্যান, নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান, টেংরাগিরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যসহ মোট ১১টি সংরক্ষিত এলাকায় স্মার্ট টহল পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার

জাতীয় পুরস্কার:

বৃক্ষরোপণে বিশেষ অবদান এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে:

১। বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার

২। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে জাতীয় পুরস্কার।

আন্তর্জাতিক পুরস্কার:

বন সংরক্ষণ ও সহব্যবস্থাপনায় সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ বন বিভাগ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে। যথা:

i) UN declared Equitor Award 2012
ii) Wangiri Mathai Award 2012
iii) SW Earth Care Award 2012
iv) Solution Search 2013
v) HSBC-Daily Star Climate Award
vi) Champion of the Earth 2015

বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার

বাংলাদেশের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে বৃক্ষরোপণ অভিযানের গুরুত্ব অনুধাবন করে 'বৃক্ষরোপণ' কে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বৃক্ষরোপণ অভিযানকে একটি টেকসই স্বতঃস্ফুর্ত কার্যক্রমে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুপ্রাণিত ও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নব্বই দশক হতে বৃক্ষরোপণে যাঁরা বিশেষ অবদান রাখেন তাঁদেরকে "বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার" প্রদান করা হয়ে থাকে।

"বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার" কে আরো প্রতিযোগিতামূলক, উৎসাহব্যঞ্জক এবং অধিক সংখ্যক জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় এবং উক্ত নীতিমালাটি ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে সংশোধন করে ১৬টি শ্রেণিতে জাতীয় পুরস্কার প্রদানের সংস্থান রাখা হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে নীতিমালাটি পুনঃ সংশোধন পূর্বক ১৬টি শ্রেণির পরিবর্তে ১০টি শ্রেণিতে জাতীয় পুরস্কার প্রদানের সংস্থান রাখা হয়। পরবর্তীতে "বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার প্রদানের নীতিমালা (সংশোধনী)- ২০২১" প্রণয়ন পূর্বক ১০টি শ্রেণির পরিবর্তে ০৭টি শ্রেণিতে পুরস্কার প্রদানসহ পুরস্কারের অর্থ পুনঃ নির্ধারণ করা হয়। পুরস্কারের অর্থের পরিমাণ, প্রথম পুরষ্কার- ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা), দ্বিতীয় পুরষ্কার-৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার টাকা) ও তৃতীয় পুরষ্কার-৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) নির্ধারণ করা হয়।

শ্রেণীসমূহ:

ক. প্রাথমিক বিদ্যালয়/ উচ্চ বিদ্যালয়/ এবতেদায়ী মাদ্রাসা/ সিনিয়র মাদ্রাসা/ কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়।
খ. ইউনিয়ন পরিষদ/ উপজিলা পরিষদ/ জেলা পরিষদ/ পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন/ অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/ সেক্টর/ কর্পোরেশন/ প্রতিষ্ঠান/ এনজিও/ ক্লাব/ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।
গ. ব্যক্তিগত পর্যায়ে বৃক্ষরোপণ।
ঘ. ব্যক্তি মালিকানাধীন নার্সারি।
ঙ. ব্যক্তিগত/ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সৃজিত ছাদ বাগান।
চ. বন বিভাগ কর্তৃক সৃজিত বাগান।
ছ. বৃক্ষ সম্পর্কিত গবেষণা/ সংরক্ষণ/ উদ্ভাবন।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে জাতীয় পুরস্কার

"বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, এতদসংক্রান্ত গবেষণা, শিক্ষা এবং গণসচেতনতা সৃষ্টিতে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা এবং কার্যক্রমকে জাতীয়ভাবে উৎসাহ ও স্বীকৃতি প্রদান করা"-এতদউদ্দেশ্যে ২০২৫ সালে "বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে জাতীয় পুরস্কার নীতিমালা, ২০২৫" নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়। প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী পাঁচটি ক্যাটগরিতে সর্বমোট পাঁচটি পুরস্কার প্রদান করা হবে। প্রতিটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/ইউনিট/বিভাগকে ২২ ক্যারেটের ২ ভরি (২৩.৩২ গ্রাম) ওজনের স্বর্ণপদক ও ১,০০,০০০ (এক) লক্ষ টাকার অ্যাকাউন্ট-পেয়ী চেক এবং সনদপত্র প্রদান করা হবে।

ক্যাটগরিসমূহ:

ক্যাটাগরি (ক). বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ (ব্যক্তি পর্যায়)
ক্যাটাগরি (খ). বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ (প্রতিষ্ঠান/সংগঠন পর্যায়)
ক্যাটাগরি (গ). বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা (ব্যক্তি পর্যায়)
ক্যাটাগরি (ঘ). বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা (প্রতিষ্ঠান পর্যায়)
ক্যাটাগরি (ঙ). বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ (বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী/ইউনিট/বিভাগ পর্যায়)

উল্লেখ্য, জাতীয়ভাবে প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত ব্যক্তি/সংস্থাকে সম্মানিত করা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ২০১০ সাল থেকে শুরু করে এবং পরবর্তীতে ২০১২ সালে প্রণীত নীতিমালা অনুসারে ২০২৪ সাল পর্যন্ত তিনটি ক্যাটগরিতে সর্বমোট ৪৩ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

উদ্‌যাপিত আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ

জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিকভাবে ঘোষিত দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। এ দিবসগুলোর উপলক্ষ্যে বন অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। দিবসগুলোর তাৎপর্য ও অবদান সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন বিভাগ বিভিন্ন সমাবেশ, শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার আয়োজন করে থাকে। নিম্নে বন বিভাগে পালনকৃত সংশ্লিষ্ট দিবসের ছবি ও তথ্য দেয়া হলো:

বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস

২০১৩ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৮-তম অধিবেশনে ৩ মার্চকে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তখন থেকে প্রতি বছরই পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বন অধিদপ্তর এই দিবসটি পালন করে আসছে। এ উপলক্ষ্যে ২০২৫ সালের ৩ মার্চ বন অধিদপ্তরের হৈমন্তি মিলনায়তনে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান**, মাননীয় উপদেষ্টা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: খাইরুল হাসান, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং ড. মোহাম্মদ আলী রেজা খান, বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ, প্রাক্তন প্রিন্সিপাল ওয়াইল্ডলাইফ স্পেশালিষ্ট, দুবাই সাফারি পার্ক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনাব মুকিত মজুমদার বাবু, চেয়ারম্যান, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন এবং ড. মোহাম্মদ ফিরোজ জামান, অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, কান্ট্রি ডিরেক্টর, ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি, বাংলাদেশ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর। বন্যপ্রাণী দিবসের ২০২৫ এর প্রতিপাদ্য **"বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে অর্থায়ন, মানুষ ও ধরীত্রির উন্নয়ন"**। দিবসটি উপলক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হয় "ওয়াইল্ডলাইফ ফটোগ্রাফি" এবং "এসো চিনি বন্যপ্রাণী" প্রতিযোগিতা।

বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস ২০২৫

বিশ্ব মেছোবিড়াল দিবস

প্রকৃতিতে মেছোবিড়াল এর গুরুত্ব তুলে ধরতে বন অধিদপ্তর প্রথমবারের মতো আয়োজন করে বিশ্ব মেছোবিড়াল দিবস। দিবসটি উপলক্ষ্যে ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ বন অধিদপ্তরের হৈমন্তি মিলনায়তনে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান**, মাননীয় উপদেষ্টা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ আলী রেজা খান, বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ, প্রাক্তন প্রিন্সিপাল ওয়াইল্ডলাইফ স্পেশালিষ্ট, দুবাই সাফারি পার্ক, জনাব মুকিত মজুমদার বাবু, চেয়ারম্যান, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন এবং ড. এম. মনিরুল এইচ. খান, অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর। বিশ্ব মেছোবিড়াল দিবস ২০২৫ এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয় **"জনগন যদি হয় সচেতন, মেছোবিড়াল হবে সংরক্ষণ"**। দিবসটি উপলক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পোস্টার ডিজাইন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

বিশ্ব মেছোবিড়াল দিবস ২০২৫

আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস

আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস, ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে হৈমন্তি মিলনায়তন, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকায় একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান**, মাননীয় উপদেষ্টা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ড. এম. মনিরুল এইচ. খান, অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনাব এ বি এম সারোয়ার আলম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, আইইউসিএন, বাংলাদেশ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর। আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবসের, ২০২৪ এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়-**"নদীর প্রাণ ডলফিন-শুশুক, নিরাপদে বেঁচে থাকুক"**।

আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস ২০২৪

বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক দিবস

১. বিশ্ব মেছোবিড়াল দিবস: ১ ফেব্রুয়ারি।
২. বিশ্ব জলাভূমি দিবস: ২ ফেব্রুয়ারী।
৩. আন্তর্জাতিক বন দিবস: ২১ মার্চ।
৪. বিশ্ব পানি দিবস: ২২ মার্চ।
৫. বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস: ১৮ এপ্রিল।
৬. ধরিত্রী দিবস: ২২ এপ্রিল।
৭. আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস: ২২ মে।
৮. বিশ্ব পরিবেশ দিবস: ৫ জুন।
৯. বিশ্ব সমুদ্র দিবস: ৮ জুন।
১০. বিশ্ব বাঘ দিবস: ২৯ জুলাই।
১১. বিশ্ব হাতি দিবস: ১২ আগস্ট।
১২. আন্তর্জাতিক শকুন সচেতনতা দিবস: ৬ সেপ্টেম্বর।
১৩. আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস: ১৬ সেপ্টেম্বর।
১৪. বিশ্ব নদী দিবস: ২৮ সেপ্টেম্বর।
১৫. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দিবস: ৪ ডিসেম্বর।
১৬. বিশ বন্যপ্রাণী দিবস: ৩ মার্চ।
১৭. বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস: ১০ অক্টোবর।
১৮. আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস: ২৪ অক্টোবর
১৯. আন্তর্জাতিক কাছিম দিবস: ২৩ মে।

Central Asian Flyway সম্পর্কিত তথ্য

পরিযায়ী পাখি সম্পর্কিত পৃথিবীতে যে ৯টি Flyway Site Network আছে, তন্মধ্যে Central Asian Flyway (CAF) অন্যতম। Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) এর আওতায় পরিচালিত Central Asian Flyway সংক্রান্ত কার্যক্রমে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি Central Asian Flyway কার্যক্রমে দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে বন অধিদপ্তর হতে বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা-কে উক্ত Flyway এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

East Asia Australasian Flyway Partnership (EAAFP) Sites in Bangladesh

পরিযায়ী পাখি (Migratory Birds) প্রতি বছর যে ভৌগলিক পথে (Geographical Route) এক দেশ থেকে অন্য দেশে বা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে নিয়মিত ভাবে পরিভ্রমণ করে থাকে, তাকে উড়ন্ত পথ (Flyways) বলে। পৃথিবীতে ৯টি Flyway Site Network আছে; তন্মধ্যে বাংলাদেশ East Asian- Australasian Flyway (EAAF) ও Central Asian Flyway এর অন্তর্ভুক্ত। East Asian- Australasian Flyway Partnership ৬ নভেম্বর ২০০৬ খ্রি: তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। EAAFP এর সদরদপ্তর দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচিয়নে অবস্থিত। EAAFP এর বর্তমানে ৩৭ টি Partners রয়েছে; তন্মধ্যে ১৮ টি দেশ, ৬ টি Intergovernmental agencies, ১২ টি International NGOs এবং ১ টি International private enterprise অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ Flyway Partnership-এর উদ্দেশ্য হলো সরকার, সাইট ম্যানেজার, বহুপাক্ষিক পরিবেশগত চুক্তি, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, জাতিসংঘের সংস্থা, উন্নয়ন সংস্থা, শিল্প ও সকল স্তরের সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের মধ্যে সংলাপ, সহযোগিতা এবং প্রচারের জন্য একটি ফ্লাইওয়ে বিস্তৃত কাঠামো সরবরাহ করা এবং পরিযায়ী পাখি এবং এদের আবাসস্থল সংরক্ষণ করা।

EAAF এর আওতায় বাংলাদেশ, রাশিয়া, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ফিলিপিন্স, সিংঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, পাপুয়া নিউগিনি, নিউজিল্যান্ড ও পূর্ব তিমুরসহ ২২ টি দেশে পরিযায়ী পাখিরা আনাগোনা করে থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, EAAF উড়ন্ত পথে পৃথিবীর ২৫০ প্রজাতির প্রায় ৫০ মিলিয়ন পরিযায়ী পাখি (৫ কোটি) চলাচল করে থাকে। এর মধ্যে প্রায় ২৮টি পরিযায়ী পাখি আন্তর্জাতিকভাবে মহাবিপন্ন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান পরিযায়ী পাখি

বাংলাদেশে প্রায় ২৫০-৩০০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি আছে। এর মধ্যে প্রায় ২১০টি শীতকালীন অতিথি পাখি এবং অবশিষ্ট পাখি বৎসরের অন্য সময়, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে এসে থাকে। অতিথি পাখির মধ্যে উল্লখযোগ্য হলো- রাজহাঁস, দাগী রাজহাঁস, রাজ সরালি, পাতি সরালি, মান্দারিন হাঁস, ঝুঁটি হাঁস, চকাচকি, লেঞ্জা হাঁস, খুন্তে হাঁস, বালি হাঁস, তিলি হাঁস, লালশির, নীলশির, গিরিয়া হাঁস, পিয়ং হাঁস, ভূতি হাঁস, স্মিউ হাঁস, পাতি মারগেঞ্জার, শুমচা, পাপিয়া, খঞ্জন, ফুটকি, সাহেলি, চ্যাগা, গুলিন্দা, সারস, গ্রিধিনি, মানিকজোড়, এশিয় শামোকখোল, নীলকণ্ঠ, বৈরী, চামচ ঠুটো বাটান ও বিভিন্ন জাতের সৈকত-পাখি (shore bird) ইত্যাদি।

বাংলাদেশে East Asia Australasian Flyway Sites

বাংলাদেশ ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১১ সালে EAAFP (East Asia Australasian Flayway Partnership) এর সদস্য হয়েছে এবং ৬ টি এলাকাকে (টাংগুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, হাইল হাওর, সোনাদিয়া, নিঝুম দ্বীপ ও গাঙগুইয়ার চর) Flayway Site হিসেবে ঘোষণা করেছে।

গাঙগুইয়ার চর

গাঙগুইয়ার চরটি নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার পূর্ব মেঘনা মোহনায় জেগে উঠা একটি চর। এটি এখনো মানব বসতিহীন একটি বিচ্ছিন্ন কাদাচর। এই চরটির পূর্বে হাতিয়া উপজেলা, পশ্চিমে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সন্দ্বীপ উপজেলা এবং উত্তরে জাহাজের চর অবস্থিত। ২০১৫-১৮ সালের একাধিক জরিপে গাঙগুইয়ার চর ও এর আশেপাশের চরাঞ্চলে প্রতিবছর সর্বমোট ৪২ প্রজাতির গড়ে ২৫,০০০টি পরিযায়ী পাখি পাওয়া গেছে। এ বিশাল সংখ্যাটি বৈশ্বিক পরিযায়ী পাখিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এছাড়া এ চরের পার্শ্ববর্তী মেঘনা মোহনা বৈশ্বিকভাবে বিপদাপন্ন ডলফিন প্রজাতি ও ইলিশের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

নিঝুম দ্বীপ

নিঝুম দ্বীপ বাংলাদেশের একটি ছোট্ট দ্বীপ, যা গঙ্গা-ব্রক্ষপুত্র-মেঘনা নদী মোহনা মুখে অবস্থিত। এটি নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার অন্তর্গত। আয়তন প্রায় ৩৬৯৭০.৪৫৪ হেক্টর। ১৯৪০ এর দশকে এই দ্বীপটি বঙ্গোপসাগর হতে জেগে উঠতে শুরু করে। নিঝুম দ্বীপের পূর্ব নাম ছিলো চর-ওসমান। তবে, এটি ইছামতীর চর নামেও পরিচিত ছিল। ২০১৩ সালে দ্বীপটি জাহাজমারা ইউনিয়ন হতে পৃথক হয়ে স্বতন্ত্র ইউনিয়নের মর্যাদা লাভ করে। শীতকালে, বিশেষত ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত প্রায় ১০,০০০-২০,০০০টি পরিযায়ী পাখির আনাগোনা থাকে এ এলাকা জুড়ে। পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী বিরল ও বিপন্ন কিছু প্রজাতির পাখিরও দেখা মেলে এখানে। বিশ্বব্যাপী অতি বিরল ও মহাবিপন্ন চামচঠুঁটো বাটান (Calidris pygmaea) এদের মধ্যে অন্যতম।

সোনাদিয়া

সোনাদিয়া দেশের সর্বদক্ষিণের জেলা কক্সবাজারের উত্তর-পশ্চিমে এবং উপকূলীয় দ্বীপ মহেশখালীর কুতুবজং ইউনিয়নের অন্তর্গত বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ। আয়তন প্রায় ৪৯২৪ হেক্টর। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে বঙ্গোপসাগরের উপকূল সংলগ্ন এ দ্বীপটি নানা ধরণের প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। সোনাদিয়া কক্সবাজার-টেকনাফ সড়ক থেকে প্রায় ২.৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং সমুদ্র সৈকতে এর দৈর্ঘ্য ১৯.২০ কিলোমিটার। কক্সবাজার থেকে উত্তর-পশ্চিমে এবং মহেশখালী দ্বীপের দক্ষিণ থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে সাগরের বুকে সোনাদিয়া দ্বীপটির অবস্থান। সোনাদিয়ার প্যারাবনে প্রায় ১৯ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৮ প্রজাতির সরীসৃপ, ৪ প্রজাতির উভচর প্রাণী এবং ২৭ প্রজাতির পাখির দেখা মিলে। জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এ দ্বীপেই দেখা মেলে বিশ্বব্যাপী মহাবিপন্ন পাখি চামচঠুঁটো-বাটান। শীতকালে এই দ্বীপে মহাবিপন্ন এ পাখি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে দেখা যায়। কেবল সামুদ্রিক বা পরিযায়ী পাখিই নয়, দ্বীপের উপকূল ১৯ প্রজাতির চিংড়ি, লবস্টার, লাল কাঁকড়া, ১৪ প্রজাতির শামুক, ঝিনুক, ডলফিন আর নানা প্রজাতির কচ্ছপের আবাসস্থল। দ্বীপের সমুদ্র উপকূলে শীতকালে হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ডিম পাড়তে আসে অসংখ্য মা-কচ্ছপ।

টাঙ্গুয়ার হাওর

টাঙ্গুয়ার হাওর বাংলাদেশের বৃহত্তম জলমহালগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা এবং তাহিরপুর উপজেলাস্থিত জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ মিঠা পানির এ হাওর বাংলাদেশের ২য় রামসার এলাকা। স্থানীয় লোকজনের কাছে এ হাওরটি **নয়কুড়ি কান্দার ছয়কুড়ি বিল** নামে পরিচিত। বর্তমানে এ হাওরের মোট জলমহাল সংখ্যা ৫১টি এবং মোট আয়তন ৬,৯১২.২০ একর। তবে, হিজল-করচ বন ও নলখাগড়া বনসহ বর্ষাকালে সমগ্র হাওরটির আয়তন দাঁড়ায় প্রায় ২০,০০০ একর। প্রকৃতির অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ এ হাওর পাখি, মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর এক বিশাল অভয়াশ্রম।

টাঙ্গুয়ার হাওরে ১৬৭ প্রজাতির পাখি পাওয়া যায়; যার মোট সংখ্যা ৬৫ হাজারের বেশি। জলচর পাখি জরিপের গণনা অনুযায়ী, প্রতি বছর শুধু শীতকালেই পৃথিবীর বিভিন্ন শীতপ্রধান দেশ থেকে প্রায় ৮৪ প্রজাতির পরিযায়ী পাখিরা এ হাওরকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নেয়। ২০২০ সালে পরিচালিত জলচর পাখিশুমারী অনুযায়ী, ৩৫ প্রজাতির ৫১,৩৬৮টি জলচর পাখি পাওয়া গেছে। এ হাওরে বিশ্বব্যাপী বিপন্ন ও বিপদাপন্ন পাখি প্রজাতির মধ্যে বৈকাল-তিলিহাঁস (Sibirionetta formosa) এর দেখা মেলে। বাংলাদেশে 'মহাবিপন্ন' এবং বিশ্বে 'বিপন্ন' প্রাণী হিসেবে বিবেচিত পালাসি-কুরাঈগলের (Haliaeetus leucoryphus) দেখা মেলে এ হাওরের হিজল-করচ গাছে। এরা শীত মৌসুমে এদেশে আসে এবং প্রজনন শেষে বর্ষা মৌসুমে উত্তর মেরুর দিকে চলে যায়। ভারত, নেপাল, ভূটান, চীন, সাইবেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এদের বৈশ্বিক বিস্তৃতি রয়েছে।

হাকালুকি হাওর

হাকালুকি হাওর বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ হাওর। এটি দেশের অন্যতম বৃহৎ মিঠাপানির জলাভূমি। এর আয়তন ১৮,১১৫ হেক্টর; তন্মধ্যে শুধুমাত্র বিলের আয়তন ৪,৪০০ হেক্টর। এটি মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা (৪০%), কুলাউড়া (৩০%); সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ (১৫%), গোলাপগঞ্জ (১০%) ও বিয়ানীবাজার (৫%) জুড়ে বিস্তৃত। ভূতাত্ত্বিকভাবে এর অবস্থান উত্তরে ভারতের মেঘালয় পাহাড় এবং পূর্বে ত্রিপুরা পাহাড়ের পাদদেশে। হাকালুকি হাওরের বিশাল জলরাশির মূল প্রবাহ হলো জুরী এবং পানাই নদী। হাকালুকি হাওরে ছোট, বড় ও মাঝারি আকারের প্রায় ২৩৮টি বিল রয়েছে। প্রায় সারাবছরই বিল গুলোতে পানি থাকে। শীতকালে এসব বিলকে ঘিরে পরিযায়ী পাখিদের বিচরণে মুখর হয়ে উঠে গোটা এলাকা। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পরিচালিত জলচর পাখি শুমারী অনুযায়ী, ৫৩ প্রজাতির মোট ৪০,১২৬টি জলচর পাখি পাওয়া গেছে। এ হাওরে বিশ্বব্যাপী মহাবিপন্ন বেয়ারের-ভূতিহাঁস (Aythya baeri), সংকটাপন্ন পাতি-ভূতিহাঁস (Aythya ferina), প্রায়-সংকটাপন্ন মরচেরং-ভূতিহাঁস (Netta rufina) ইত্যাদি পাখি প্রজাতির দেখা মেলে।

হাইল হাওর

হাইল হাওর বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেটের মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার কিয়দাংশে অবস্থিত একটি বৃহদায়তন জলাভূমি। এতে রয়েছে ১৪টি বিল এবং পানি নিষ্কাশনের ১৩টি নালা। এই হাওরটির মোট আয়তন ১০হাজার হেক্টর। বাইক্কা বিলে প্রতিবছর শীত মৌসুমে প্রচুর পরিযায়ী পাখির সমাগম ঘটে। ২০১১ সালে নতুন ৪টি পরিযায়ী পাখির দেখা মিলেছে এ বিলের চারপাশের বনে; সেগুলো হলোঃ বড়ঠুঁটি-নলফুটকি, উদয়ী-নলফুটকি, বৈকাল-ঝাড়ফুটকি ও সাইক্সের-ফুটকি।

বাংলাদেশে Regional Flyway Initiative (RFI):

বন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে Asian Development Bank (ADB), the East Asian- Australasian Flyway Partnership (EAAFP), BirdLife International এবং IUCN Bangladesh এর সহযোগিতায় গত ২৭ মে থেকে ২৯ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে Wetland Ecosystem Services and Nature-based Solutions শীর্ষক প্রথম কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল- জলাভূমির প্রতিবেশ সম্পর্কিত পরিসেবাগুলো চিহ্নিতকরণ এবং কীভাবে তা মূল্যায়ন করা যায় সে বিষয়ে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে জানার মাধ্যমে টেকসই জলাভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য জলাভূমি ব্যবস্থাপক, নীতিনির্ধারক এবং সংরক্ষণ অনুশীলনকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি।

এই কর্মশালায় বন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর এবং হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ,তদসংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ সহ Asian Development Bank (ADB), the East Asian-Australasian Flyway Partnership (EAAFP) এবং BirdLife International এর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালা হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বাংলাদেশের ৮টি সাইটের Ecosystem Services সম্পর্কিত বিশ্লেষণ সম্পন্ন হয়েছে।

বন সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১। পৃথিবীতে বনভূমির পরিমাণ ৩১%।

২। পৃথিবীতে সর্বোচ্চ ৯৮% বনভূমির দেশ ফ্রেঞ্চ গুয়ানা।

৩। রাশিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, আমেরিকা, চীন, অস্ট্রেলিয়া, কঙ্গো, ইন্দোনেশিয়া, পেরু এবং ভারতে পৃথিবীর ৬৬% বন আছে।

৪। কাতার, জিব্রালটার, হলি সি, মোনাকা, সান ম্যারিনো, সেইন্ট ব্যথেলিমাই, ফকল্যান্ড, আইল্যান্ড ও সালবার্ড এন্ড জেন মেইন আইল্যান্ডে কোন বনভূমি নাই।

৫। প্রতিদিন ২০০ বর্গ কিলোমিটার বন হারিয়ে যাচ্ছে।

৬। প্রায় ১.৬ বিলিয়ন মানুষ জীবন-জীবিকার জন্য বনের উপর নির্ভরশীল।

৭। পৃথিবীতে ৩০০ মিলিয়নের অধিক লোক বনে বাস করে।

৮। পৃথিবীর স্থলভাগের জীববৈচিত্র্যের ৮০% বন ধারণ করে।

৯। পৃথিবীর মোট অক্সিজেনের ৪০% এর বেশি Tropical Rainforest থেকে উৎপন্ন হয়।

১০। পৃথিবীর মোট গ্রীন হাউস গ্যাসের ১৭.৪% ডিফরেস্টেশন এবং ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন থেকে নির্গত হয়।

১১। পৃথিবীতে বনের বায়োমাসে (Bio-mass) ২৮৯ গিগাটন কার্বন মজুদ আছে।

১২। বাংলাদেশের ভূ-উপরিস্থ বায়োমাসের (Bio-mass) মোট পরিমাণ ৮,৪৬,০০০ হাজার টন।

১৩। বাংলাদেশে হেক্টর প্রতি ভূ-উপরিস্থ বায়োমাসের (Bio-mass) পরিমাণ ৫৭ টন।

১৪। বাংলাদেশের বনে ভূ-উপরিস্থ বায়োমাসের (Bio-mass) পরিমাণ ২,৭৮,০০০ হাজার টন।

১৫। বাংলাদেশের বনে হেক্টর প্রতি ভূ-উপরিস্থ বায়োমাসের (Bio-mass) পরিমাণ ১৯৩ টন।

১৬। বাংলাদেশের ভূ-উপরিস্থ মোট কার্বনের পরিমাণ ৪,২৩,০০০ হাজার টন।

১৭। বাংলাদেশের ভূ-উপরিস্থ হেক্টর প্রতি কার্বনের পরিমাণ ২৯ টন।

১৮। বাংলাদেশের বনে ভূ-উপরিস্থ মোট কার্বনের পরিমাণ ১৩৯,০০০ হাজার টন।

১৯। বাংলাদেশের বনে ভূ-উপরিস্থ হেক্টর প্রতি কার্বনের পরিমাণ ৯৬ টন।

তথ্যসূত্রঃ
i. National Forest Inventory 2016-2019
ii. FAO, UN-REDD, UNDP, UNEP & IUCN website
iii.বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহ

বন অধিদপ্তরের অর্জন (২০০০-২০০১ হতে ২০২৩-২০২৪)

বন অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় বন এলাকায় বনাচ্ছাদন বৃদ্ধি, বন পুনরুদ্ধার কার্যক্রম, বন অবক্ষয় রোধ, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উপকূলীয় এলাকায় সবুজ বেষ্টনী সৃজন এবং বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বনের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য বন সহ-ব্যবস্থাপনা ও সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। বন ও বনের বাইরের এলাকায় (Trees outside Forest) বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বন এলাকায় এবং রাস্তার ধারে, বাধেঁর ধারে, খালের ধারে ও বসতবাড়ীতে বনায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও জনগণের মধ্যে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

- ২০০০-২০০১ থেকে ২০২৩-২০২৪ আর্থিক সাল পর্যন্ত বিগত ২৪ বছরে ম্যানগ্রোভসহ ৩,৭৮,২৬৯ হেক্টর ব্লক বাগান, ৬১,৪২৫ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান এবং জনগণকে বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য ১৫ কোটি ৮৩ লক্ষ ৮৮ হাজার চারা বিক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে।
- উপকূলীয় চরাঞ্চলে বনায়নের জন্য বাংলাদেশ বিশ্বের অগ্রণী দেশ। বন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০০০-২০০১ থেকে ২০২৩-২০২৪ আর্থিক সাল পর্যন্ত বিগত ২৪ বছরে ১,২৯,৯২৫ হেক্টর চর বনায়ন করা হয়েছে।
- ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) অনুযায়ী দেশের বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমান ২৪ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। দেশে মোট বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ২৪.৩৮%। বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারী বনাঞ্চলে বনায়নের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকা, উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে উঠা চর ভূমি এবং সকল ধরণের প্রান্তিক ভূমি বনায়নের আওতায় আনা হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখার জন্য বন অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। চলতি অর্থবছরে বন অধিদপ্তরের আওতায় ১৮টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা, বনাচ্ছাদন ও বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি, উপকূলীয় এলাকায় সবুজ বেষ্টনী সৃজনসহ সমগ্র বাংলাদেশে বন পুনরুদ্ধার ও অবক্ষয়রোধ এবং বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে উক্ত প্রকল্পসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- বন উজাড় ও অবক্ষয় রোধ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বায়ুমণ্ডল হতে কার্বন অপসারণ বৃদ্ধিকল্পে Bangladesh National REDD+Strategy (2016-2030) এবং REDD+ব্যবস্থাপনা কাঠামোসমূহের গঠন অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া বন খাতে কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে স্যাটেলাইট ইমেজ এর উপর ভিত্তি করে FRL (Forest Reference Level) প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ২০১৯ সালে UNFCCC তে দাখিল করা হয়েছে। FRL হালনাগাদকরণের জন্য Technical Cooperation Project (TCP) এর আওতায় FAO এবং বন অধিদপ্তর কাজ পরিচালনা করছে।
- ১৯৮০ সাল হতে অদ্যাবধি ১৯টি জাতীয় উদ্যান, ১টি উদ্ভিদ উদ্যান, ২৫টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ৪টি ইকোপার্ক, ২টি মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া, ৩টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা এবং ২টি জলাভূমি নির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে রক্ষিত এলাকার সংখ্যা ৫৬ টি।
- বনায়ন, বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও টেকসই বন ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে রক্ষিত বনাঞ্চল এলাকায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ২৮টি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC) গঠনপূর্বক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। কো-ম্যানেজমেন্ট কমিটি এর সদস্য হিসাবে ১৬৯০ জনের মধ্যে ৩৮২ জন মহিলা সম্পৃক্ত আছে। সম্প্রতি সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে রক্ষিত এলাকা এবং পাহাড়ী, শাল ও উপকূলীয় এলাকা সংলগ্ন ৬১৫ গ্রামের ৪১,০০০ বন নির্ভর পরিবারকে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে বন পুনরুদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে; প্রায় ৬১৫টি Community Forest Management Committee (CFMC) গঠন করা হয়েছে; যার মধ্যে ৫০% মহিলা সদস্য রয়েছে।
- বন জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, সুন্দরবনের কার্বনমজুদ ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের ১০৬ মিলিয়ন টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে ১৩৯ মিলিয়ন টন হয়েছে, যা সুন্দরবনের মোট কার্বনমজুদের ৩১%। ২০১৬-২০১৯ সালের বৃক্ষজরিপ অনুযায়ী বর্তমানে দেশে বন ও বৃক্ষের মোট কার্বনমজুদের পরিমাণ ১৪১৬ মিলিয়ন টন। বন ও বনজ সম্পদের তথ্যাদি হালনাগাদকরণে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বন জরিপ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।
- ১৯৯৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর ইউনেস্কোর ওয়াল্ড হেরিটেজ কমিটির সভায় সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এছাড়া ১৯৯২ সালে সুন্দরবনকে রামসার সাইট হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
- ২০৪১ সাল পর্যন্ত সুন্দরবনসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জন্য Strategic Environmental Assessment (SEA) ও Strategic Environmental Management Plan (SEMP) প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে 'মহাবিপন্ন' বাংলা শকুন সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২টি শকুন নিরাপদ এলাকা ঘোষণা এবং দেশব্যাপী শকুনের জন্য ক্ষতিকারক ওষুধ 'ডাইক্লোফেনাক' এবং কিটোপ্রোফেনের উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া Bangladesh Vulture Conservation Action Plan (২০২৬-২০২৫) প্রণয়ন করা হয়।
- সামুদ্রিক বিরল ও বিপন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য ২টি হাঙ্গর প্রজাতি ও ২টি শাপলাপাতা মাছ প্রজাতির নন-ডেট্রিমেন্ট ফাইন্ডিং (NDF) এবং বাংলাদেশের হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা (২০২৩-২০৩৩) প্রণয়ন হয়েছে।

- সুন্দরবনে ২০১৫ সালে ১ম বার, ২০১৮ সালে ২য় বার ও ২০২৪ সালে ৩য় বার ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতিতে বাঘ জরিপ করা হয়। বাঘ জরিপের ফলাফল অনুযায়ী বাঘের সংখ্যা ২০১৫ সালে ১০৬টি, ২০১৮ সালে ১১৪টি ও ২০২৪ সালে ১২৫টি পাওয়া যায়। উল্লেখ্য সুন্দরবনে ব্যবস্থাপনা জোরদার করার ফলে জরিপের তুলনামুলক হিসাব অনুযায়ী ২০১৮ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ৯.৬৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বাঘ সংরক্ষণের লক্ষ্যে Bangladesh Tiger Action Plan (২০১৮-২০২৭) প্রণয়ন করা হয়।
- হাতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে Bangladesh Elephant Conservation Action Plan (২০১৮-২০২৭) প্রণয়ন, দেশের অভ্যন্তরে হাতি চলাচলের পথ ও করিডোর বিষয়ক এটলাস প্রস্তুত এবং ট্রান্সবাউন্ডারি করিডোর চিহ্নিত করা হয়েছে এবং হাতি উপদ্রুত এলাকায় হাতি-মানুষ দ্বন্দ্ব নিরসণে ১২০টি এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। উক্ত টিমের মোট সদস্য সংখ্যা ১২০০ জন।
- ডলফিন সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে বিদ্যমান ছয়টি ডলফিন অভয়ারণ্যের সাথে সুন্দরবনে ডলফিনের হটস্পট গুলো চিহ্নিত করে নতুন তিনটি অভয়ারণ্য সহ মোট নয়টি ডলফিন অভয়ারণ্য ঘোষণা এবং জনগণকে সম্পৃক্ত করে ৭টি ডলফিন সংরক্ষণ দল গঠন করা হয়েছে। এছাড়া ডলফিন কনজারভেশন এ্যাকশন প্ল্যানসহ ডলফিন সংক্রান্ত মোট ৪টি গাইডলাইন/পরিকল্পনা দলিল অনুমোদিত হয়েছে।
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বাঘ, হাতি ও কুমিরের আক্রমণে নিহত বা আহত মানুষের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য প্রণীত "বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা-২০২১"অনুযায়ী ২০১০-২০১১ হতে অদ্যাবধি বন্যপ্রাণীর আক্রমণে নিহত/পঙ্গু/ঘরবাড়ি ফসলাদি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ২,৭৬৫ জনকে প্রায় ১০,৩৭,৩৮,৭০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে।
- বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সুন্দরবনে SMART (Spatial Monitoring & Reporting Tools) Patrolling পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে সফলভাবে বন পরীবিক্ষণ ও অপরাধ দমন করা হচ্ছে। দেশের রক্ষিত এলাকায় SMART Patrolling কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য 'SMART National Strategy for the Protected Areas of Bangladesh' প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে SMART পেট্রোলিং কাজ ড্রোন ব্যবহার করার জন্য বন অধিদপ্তরের জনবলদের কে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে।
- বন্যপ্রাণী সুরক্ষা প্রদানে বন অধিদপ্তরের কর্তৃক ধারাবাহিক অভিযানের মাধ্যমে পাচার/বিক্রয়কালে এ পর্যন্ত (জুলাই ২০১২ থেকে অদ্যাবধি) মোট ৫৩,৫৫০ টি বন্যপ্রাণী (উভচর, স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ ও পাখি) উদ্ধার করে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও উক্ত সময়ে ১৪০৫ টি ট্রফি এবং হাঙর ও শাপলাপাতা মাছ ১৩ মণ ০৭ কেজি, ময়ূরের পালক ১০০ কেজি, পাখির নখ ০৪ কেজি এবং ১৪৫ টি মামলা দায়ের সহ ২১৯ জন অপরাধীকে জরিমানা ও কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।
- বৃক্ষরোপণে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য 'বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার' এবং প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবাদী ব্যক্তি ও সংস্থাকে 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে জাতীয় পুরস্কার' প্রদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

রাস্তার ধারে সামাজিক বনায়ন

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে প্রাতিষ্ঠানিক বনায়ন

সুন্দরবনে SMART Patrolling

২০২৪-২৫ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

বন অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় বনভূমিতে বনাচ্ছাদন বৃদ্ধি, বন পুনরুদ্ধার কার্যক্রম, বন অবক্ষয় রোধ, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উপকূলীয় এলাকায় সবুজ বেষ্টনী সৃজন এবং বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বনের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য বন সহ-ব্যবস্থাপনা ও সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। বন ও বনের বাইরের এলাকায় (Trees outside Forest) বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বন এলাকায় এবং রাস্তার ধারে, বাধেঁর ধারে, খালের ধারে ও বাড়ীর আশেপাশের খালি জায়গায় বনায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও জনগণের মধ্যে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

- বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় বননীতি ২০২৪; বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে জাতীয় পুরস্কার প্রদান নীতিমালা-২০২৪ ও পোষা পাখি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২০ অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০২৫ এবং গ্রামীণ বন বিধিমালা, ২০২৫ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- বন অধিদপ্তরের আওতায় বন ও বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি, বন পুনরুদ্ধার কার্যক্রম, বন অবক্ষয় রোধ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক প্রভাবসহ অন্যান্য সংকট মোকাবেলা, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃজন এবং বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বনের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন বনভূমিতে ২০২৪-২৫ আর্থিক সালে ১৮টি উন্নয়ন প্রকল্প (১৪টি বিনিয়োগ প্রকল্প ০১টি কারিগরী প্রকল্প ও ০৩টি সমীক্ষা প্রকল্প) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। চলতি অর্থবছরে ৩,৫৩০ হেঃ ব্লক বাগান, ৮৬৬ কি.মি. স্ট্রীপ বাগান, ৪৬০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন এবং বিক্রয় বিতরণের জন্য ১৯.৮০ লক্ষটি চারা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম এবং IUCN এর সহায়তায় ১,০০০ টি উদ্ভিদ মূল্যায়নপূর্বক রেড লিস্ট প্রকাশ করা হয়েছে।
- বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসসমূহে নার্সারিতে ইউক্যালিপটাসের পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিবেচনায় আকাশমনি প্রজাতির চারা উত্তোলন ও রোপণ বন্ধ রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বৃক্ষ সংরক্ষণ ও এর বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য বৃক্ষ হতে পেরেক উত্তোলন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- বন সংরক্ষণ ও বন খাত থেকে কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে ১৭১৬.৯৮ একর জবরদখলকৃত বনভূমি উদ্ধারপূর্বক বনায়ন করা হয়েছে।
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে Bangladesh Sheikh Mujib Academy of Public Administration (BSMAPA) স্থাপনের জন্য বন্দোবস্তকৃত কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার ঝিলংজা মৌজার ৭০০ (সাতশত) একর ভূমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হয়। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) এর 'টেকনিক্যাল সেন্টার' নির্মাণের জন্য কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলাধীন খুনিয়াপালং মৌজায় বরাদ্দকৃত ২০ একর সংরক্ষিত বনভূমি অবমুক্তকরণ (ডি-রিজার্ভ) বিষয়ক জারীকৃত প্রজ্ঞাপন বাতিল করা হয়। এছাড়া একই ধরণের আরো কয়েকটি বরাদ্দ বাতিলের কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
- বন অধিদপ্তর বন্যপ্রাণী রক্ষায় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে। দেশের বিভিন্ন এলাকা হতে (মুরাদনগর, কুমিল্লা; রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এবং কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ) থেকে ৩ (তিন) টি হাতি উদ্ধার করে সাফারী পার্ক, গাজীপুরে চিকিৎসা ও পরিচর্যা প্রদান করা হচ্ছে। ক্যাপটিভ হাতি চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে পরীক্ষামূলকভাবে গাজীপুর সাফারী পার্কে ০৪ টি হাতির কানে Microchip বসানো হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রামস্থ কোরিয়ান ইপিজেড (KEPZ), আনোয়ারা ও কর্ণফুলী সন্নিহিত এলাকায় হাতির সুরক্ষা এবং মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব নিরসনে সম্ভাব্য করণীয় নির্ধারণে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- মানুষ-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরে ৩২৭ জনকে মোট ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে।
- সাইটিস কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশে সাইটিস বাস্তবায়ন কার্যক্রমকে জোরদার করার লক্ষ্যে সাইটিসভূক্ত পাখি আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালনার উদ্দেশ্যে CITES Permit/Certificate and NOC System শীর্ষক একটি Web application তৈরী করা হয়েছে। এছাড়া সাইটিসভূক্ত পাখি ও সামুদ্রিক প্রজাতিসমূহের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য বিষয়ে ১. Protocol for Identifying, Recording, Processing, and Compounding Rescued and Seized Live Birds এবং ২. Framework Protocols and Guidelines for trade control for CITES-listed specimens in particular marine species প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে-

  ১. রক্ষিত এলাকার মাস্টারপ্ল্যান ও ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান প্রণয়ন;

  ২. দেশীয় ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতির জীনপুল সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ;

  ৩. সরকারী জবরদখলকৃত বনভূমি উদ্ধারপূর্বক বনায়ন কার্যক্রম পরিচালনা;

  ৪. বাংলাদেশের বন এবং বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স, দিবস উদ্‌যাপন, ওয়াইল্ডলাইফ অলিম্পিয়াড পোষ্টার, বিলবোর্ড, লিফলেট, বুকলেট বিতরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা।

বন ও বন্যপ্রাণী অপরাধ সম্পর্কিত কতিপয় প্রয়োজনীয় তথ্য

- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২-এ বর্ণিত বন্যপ্রাণীর সংজ্ঞানুযায়ী বিভিন্ন প্রকার ও জাতের প্রাণী বা তাহাদের জীবনচক্র বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়সমূহ যাহাদের উৎস বন্য হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। আমাদের চারপাশে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকার প্রাণী, যেমনঃ শিয়াল, বেজি, খেঁকশিয়াল, টিয়া, চড়ুই, শালিক, মুনিয়া, ব্যাঙ, কচ্ছপ ও সাপ ইত্যাদি বন্যপ্রাণীর অন্তর্ভূক্ত।
- বিদেশী বা কেইজবার্ড (যেমন-বাজিগর, লাভবার্ড, ম্যাকাও, আফ্রিকান গ্রে-প্যারট ইত্যাদি) প্রজাতির পাখি সৌখিনভাবে যে কেউ বাসায় পুষতে পারেন। তবে, দেশীয় প্রজাতির কোন বন্যপ্রাণী বাসায় পোষা আইন পরিপন্থী।
- CITES অর্থ হল Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora এটি একটি আন্তজার্তিক কনভেনশন, যা সারা বিশ্বব্যাপী বন্যপ্রাণীর বৈধ ব্যবসা ও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ অনুযায়ী দেশীয় প্রজাতির পাখিসহ সকল বন্যপ্রাণী, বন্যপ্রাণীর কোন অংশ, মাংস, ট্রফি অথবা উহা হতে উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় বা আমদানী-রপ্তানী আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। বিধায় দেশীয় প্রজাতির পাখির কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবেনা এবং খাঁচায় আটকে রাখা যাবেনা।
- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ অনুযায়ী লাইসেন্স বা পারমিট ব্যতীত তফসিল ভুক্ত যে কোন প্রজাতির বন্যপ্রাণী ধরা, নিজ হেফাজতে আবদ্ধ অবস্থায় দখলে রাখা বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। সে কারণেই ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সাপ ও বানরের খেলা প্রদর্শন করা যাবেনা।
- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ এর বিধান মতে, লাইসেন্স অথবা পারমিট প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট হইতে কোন বন্যপ্রাণী, বন্যপ্রাণীর কোন অংশ, মাংস, ট্রফি অথবা উহা হতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় বা আমদানী-রপ্তানী বা নিজ হেফাজতে আবদ্ধ অবস্থায় দখলে রাখা বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। সঙ্গতঃ কারণেই কবিরাজগণ বন্যপ্রাণীর অংশ-বিশেষ নিয়ে ক্যানভাস করে রাস্তা-ঘাটে ঔষধ বিক্রয় করতে পারবেন না।
- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালার বিধান মতে, চিত্রা হরিণ (Spotted Deer) ও এশীয় হাতি (Asiatic Elephant) এবং লবনাক্ত/লোনা পানির কুমির ও ময়ুর লালন-পালন করা যায়।
- বন সংরক্ষকের কার্যালয়, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা হতে বন্যপ্রাণী বিষয়ে যে কোন গবেষণার অনুমতি গ্রহণ করা যায়। এছাড়াও হরিণ ও হাতি লালন-পালনের জন্য লাইসেন্স এবং বিদেশী পোষা পাখি লালন-পালন ও আমদানী সংক্রান্ত NOC (No Objection Certificate) প্রদান করা হয়ে থাকে।
- হাতি দ্বারা রাস্তা-ঘাটে, হাট-বাজার বা দোকান ইত্যাদি স্থানে চাঁদাবাজী ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এরূপ ঘটনা দেখামাত্র নিকটস্থ প্রশাসন অথবা থানায় অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- আপনার একটি ফোনকল একটি বন্যপ্রাণী বা পাখির জীবন রক্ষা করতে পারে। বন্যপ্রাণী অপরাধ সংক্রান্ত কোন ঘটনা দেখা বা জানা মাত্রই বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট (WCCU) এর হট নাম্বার (০১৯৯৯০০০৯৫) অথবা জাতীয় জরুরী সেবা (৯৯৯)-এ কল করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

প্রকাশকাল : জুন ২০২৫ খ্রিঃ।
সম্পাদনা : তথ্যকণিকা ও সাইটেশন প্রকাশনা উপকমিটি-২০২৫, বন অধিদপ্তর।

পরিকল্পিত বনায়ন করি
সবুজ বাংলাদেশ গড়ি

বন অধিদপ্তর

বন ভবন, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮ ০২ ৫৫০০৭১৪২

ইমেইল: ccf-fd@bforest.gov.bd

ওয়েব: www.bforest.gov.bd